রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ

রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ

শৈলেশ গুহনিয়োগী

একদিন রাত্রে

দমকল

জীবন্ত স্ট্যাচু
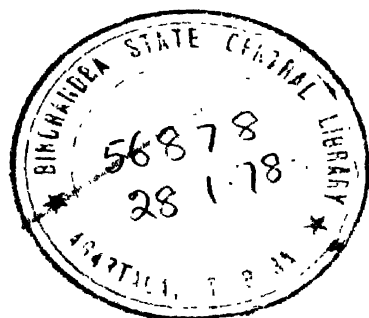
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ ৯

নিবেদন

আমার প্রথম যাত্রার নাটক 'একদিনরাত্রে' আসরস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে আলোড়ন এনেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাত্রা উৎসবে এই নাটক প্রথম স্থান অধিকার করায় নাটকের মর্যাদা আরো বেড়ে যায়। তারপর টেলিভিশন, ডকুমেন্ট্রি ছবি ইত্যাদিতে অনায়াসে স্থান লাভ করে।

'একদিন রাত্রে'র মূল উৎস প্রবোধবন্ধু অধিকারী। প্রবোধদা বহুদিন আগে থেকেই বলে আসছিলেন—যাত্রায় মিউজিক্যাল রোমান্টিক কমেডি নেই। তুমি লেখ, নিশ্চয়ই হিট্ করবে। আরব্য উপন্যাস থেকে কাহিনী নির্বাচন (কিং ফর্ এ ডে) তিনিই করে দিয়েছিলেন। তাঁর কথা মত লিখে ফেললাম। নাটকের নামকরণ তিনিই করে দিলেন। তারপর প্রবোধদাই আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন—সত্যম্বর অপেরায়।

সত্যম্বর অপেরার মালিক শৈলেন মোহান্ত নতুনের পূজারী এবং পাকা জহুরী। নাটক শুনেই বলে ফেললেন—সম্ভাবনা আছে; এই নাটক দিয়ে ভাল ব্যবসা হবে।

সেইদিন থেকেই শুরু হলো—যাত্রায় আমার জয়যাত্রা। গীতিকার সমরেন্দ্র ঘোষ নাটক রচনার সময় থেকে আসরস্থ করা পর্যন্ত আমার সঙ্গে থেকে সর্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়ে আমায় লক্ষ্য স্থলে পৌছে দিয়েছেন। নাটকের সাফল্যে তাঁর অবদানও কম নেই।

নতুন কিছু করতে গেলে অনেক বাধা আসে। প্রযোজনার ক্ষেত্রে আমারও এসেছিল। কিন্তু শিল্পীদের সহযোগীতায় সমস্ত বাধা শেষ পর্যন্ত অপসারিত হয়েছিল। শিল্পীদের কথা আমি কোনো দিন ভুলব না। বিশেষ করে ছন্দা চ্যাটার্জী ও নবকুমারের কথা। সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই—যাত্রায় নতুন হলেও, সবার অলক্ষ্যে আমার লাগাম ধরা ছিল ছন্দার হাতে। ও আমাকে চালাতে না পারলে হয়তো মাঝপথেই রণে ভঙ্গ হয়ে যেত। ছন্দার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রযোজনা সম্বন্ধে বলে রাখি—এই নাটক অপেরা ঢংয়ে লেখা হলেও, প্রয়োজনে গান নাচের অংশ বাদ দিয়ে অভিনয় করলেও নাটক জমিয়ে রাখা যাবে।

শৈলেশ গুহনিয়োগী

সত্যাম্বর অপেরা প্রযোজিত

পঃ বঃ সরকারের যাত্রা উৎসবে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ও

নির্দেশনায় ২টি প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত

একদিন রাত্রে

রচনা ও নির্দেশনা—**শৈলেশ গুহনিয়োগী**

গীতিকার : সমরেন্দ্র ঘোষ

সুর : রঘুনাথ দাস

কেশ সজ্জা : ফরহাদ হোসেন

প্রথম রজনী : দীনমুচির ঠাকুরবাড়ী। রঙ্গনা থিয়েটারের উল্টোদিকে·

হারুন-অল্‌-রসিদ—অসিত বসু. পরে অসিত চৌধুরী

আবু হোসেন—নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উজীর—যশোদা চক্রবর্তী, পরে উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়

মশরু—মাখন সমাদ্দার

কোটাল—রঞ্জন কুমার, পরে সুদীপ্ত চ্যাটার্জী।

সেপাই—শ্রীধর মুখার্জী।

রহমান—শ্যামসুন্দর গোস্বামী।

এনায়েত—অমিত রায়।

মকবুল—অনিল ভাদুড়ী।

মেহের—তাপস কুমার।

মির্জা—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলিম—
হেকিম— } রতন কুমার।

হাসান—ভীম প্রামানিক।

দেহরক্ষী—ঐ ও নন্দ চক্রবর্তী, পরে গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী।

প্রহরী— ঐ

জনৈক ব্যক্তি—যশোদা চক্রবর্তী, পরে মিলন আচার্য্য।

নর্ত্তকগণ— ঐ ভীম প্রামানিক।

জুবেদা—শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী।

রোশেনা—ছন্দা চ্যাটার্জী।

শাকিলা—মীনাক্ষী দে।

জহুজা—রেখা ভট্টাচার্য্য।

জিপসী নর্ত্তকী—সুমিতা চক্রবর্তী ও রাজলক্ষী দত্ত।

॥ চরিত্র লিপি ॥

পুরুষ

আবু হোসেন : বোগদাদ শহরের এক যুবক ।

হারুন-অল্-রশিদ : বোগদাদের খলিফা

উজির : প্রধান রাজকর্মচারী

মশরু : হারুন-অল-রসিদের পার্শ্বচর

কোটাল : " " " নগর রক্ষক

সেপাই : " " " "

রহমান : " " " বান্দা

এনায়েৎ : " " " আবু হোসেনের বন্ধু

মকবুল : " " " " কুসীদজীবি ।

মেহের : বোগদাদ বাজারের ফল বিক্রেতা

মির্জা : " " সরাব বিক্রেতা

জালিম : দাস ব্যবসায়ী

হেকিম : চিকিৎসক

হাসান : বোরখা পরিহিত ব্যক্তি

দেহরক্ষী : হারুন-অল-রশিদের দেহরক্ষক

প্রহরী : " " " প্রাসাদের পাহারাদার

জনৈক ব্যক্তি : ফেরিওয়ালা

নর্ত্তকগণ : বোগদাদ বাজারের নর্ত্তক

স্ত্রী

জুবেদা : হারুন-অল-রসিদের বেগম

রোসেনা : " " " পালিত কন্যা

শাকিলা : " " " বাঁদী

জাহুজা : আবু হোসেনের মা ।

নর্তকী : বোগদাদ বাজারের জিপসী নর্তকী

এক দিন রাত্রে

প্রথম দৃশ্য

॥ বোগদাদ বাজার ॥

[বোগদাদ শহরের একটি জমজমাট বাজার। টাইটেল মিউজিক শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে আজানের সুরে দূর থেকে ভেসে আসবে—আল্লা মেহেরবান। আজান শেষ হবার পর বেজে উঠবে বিশেষ ছন্দপূর্ণ সঙ্গীত। সেই ছন্দের তালে-তালে নাচতে-নাচতে রঙ-বেরঙের পোষাক পরে প্রবেশ করবে ফল বিক্রেতা, মেহের, সরাবওয়ালা, মীর্জা এবং জনৈক ব্যক্তি, ফেরিওয়ালা। ফলবিক্রেতার গলায় ঝোলানো থাকবে গ্লাসসহ সরাবের হাঁড়ি এবং ফেরিওয়ালার ফেরিকাঠিতে ঝোলানো থাকবে নানারঙের জিনিস।

সঙ্গীতসহ এদের নাচ থামবে। এরা স্থির হয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়াবে বা বসবে। ভিন্ন সঙ্গীত বেজে উঠবে। তার তালে-তালে প্রবেশ করবে কোটাল ও সেপাই। এরা ছন্দে-ছন্দে বাজারে একবার ঘুরে প্রস্থান করবে আবার বেজে উঠবে পূব সঙ্গীত। আগের সেই ছন্দেই নাচের তালে-তালে কেঁপে-কেঁপে চলাফেরা করতে থাকবে মেহের, মীর্জাও জনৈক ব্যক্তি। এরা থামবে এক সময়।

ভিন্ন সঙ্গীত বাজবে। প্রবেশ করবে জিপসী নর্তকী ও নর্তকদ্বয়, অবশ্যই নাচতে-নাচতে। কিছুক্ষণ চলবে এই নাচ। সঙ্গীতসহ নাচ থামবে। ভিন্ন ছন্দের বাজনা চলতে থাকবে। ফেরিওয়ালা বেদীতে উঠে সেই তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুরেলা কণ্ঠে বলতে থাকবে নীচের ছড়া। উপস্থিত অন্যান্যরা কেউ-কেউ বিভিন্ন কথা ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে

ওই ছড়া উপভোগ করবে। প্রয়োজনে পূর্বোক্ত কমপোজিশন বাদ দিয়ে ছড়া বলা থেকেই নাটক শুরু করা যেতে পারে।]

জনৈক ব্যক্তি ॥ বাহবা বাহবা বাহবা—ক্যাইসা মজাদার
ছাখো বোগদাদের বাজার ॥
দুনিয়ায় নেইকো জুড়ি তার
আহা, বোগদাদের বাজার—
আকে মিঞা, দেখো একবার
একবার দেখলে, দেখবে বারবার
হরেক রকম মালের কারবার
রঙ-বেরঙের আছে বাহার।
পাঁচ মেশালী, গুনতি করলে
হবে সে হাজার ॥
আহা বোগদাদের বাজার—
বাহবা বাহবা বাহবা—ক্যাইসা মজাদার
ছাখো, বোগদাদের বাজার ॥
দুনিয়ায় নেইকো জুড়ি তার
আহা বোগদাদের বাজার—

[জনৈক ব্যক্তি নেমে দাঁড়ায়। তাল চলতে থাকবে। তালের সঙ্গে আরব দেশের সঙ্গীতের সুর বেজে উঠবে। একজন নর্তকী ট্যাম্বোরিন হাতে বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে জিপসী নাচ নাচতে থাকবে। অল্প সময় নেচেই সে নীচে নামবে। এ্যারাবিয়ন সুর বন্ধ হবে। তাল চলতে থাকবে। পূর্বের ব্যক্তি বেদীতে দাঁড়িয়ে আবার বলবে—]

জনৈক ব্যক্তি ॥ কেউবা বেচে কেউবা কেনে
কেউবা নাচে আপন মনে।
কারো জেবে ভর্তি টাকা

কারো জেব শুধুই ফাঁকা।
কুচ পরোয়া নেই যে তাতে
দিলখানা তো আছে সাথে।
চকমকি সব দেখে দেখে
দিলটা ভরবে চলবে হেঁকে॥
বাহবা বাহবা বাহবা—ক্যাইসা মজাদার
দ্যাখো, বোগদাদের বাজার।
দুনিয়ায় নেইকো জুড়ি তার—
আহা, বোগদাদের বাজার—

[জনৈক ব্যক্তি পূর্বের মতন নেমে দাঁড়ায়। আরব-সুর বেজে ওঠে। নর্তকী বেদীতে উঠে আবার কিছুক্ষণ জিপসী নাচ নেচে নেমে পড়ে। সরাব বিক্রেতা মীর্জা বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে পূর্বের ব্যক্তির মত তালে তালে বলতে থাকে—]

মীর্জা॥ মীর্জা মহম্মদ আমার নাম
সরাব বেচা শুধুই কাম
এক পাত্র খেলে পরে
রঙীন নেশা চোখে ধরে।
দু-পাত্র কেউবা খেলে চলবে সে যে হেলে দুলে।
তিন পাত্র ঢুকলে পেটে
উল্টা রাস্তা চলবে হেঁটে।
চার পাত্রে কিস্তিমাত্
মিঞা সাহেব কুপোকাত॥

জনৈক ব্যক্তি॥ বাহবা বাহবা বাহবা—ক্যাইসা মজাদার
দ্যাখো, বোগদাদের বাজার।
দুনিয়ায়, নেইকো জুড়ি তার
আহা, বোগদাদের বাজার—

[মীর্জা নেমে যায়। নর্তকী পূর্বের মতন একইভাবে জিপসী নেচে-নেচে নেমে পড়ে। ফল বিক্রেতা মেহের বেদীতে উঠে ছন্দে-ছন্দে বলে—]

মেহের ॥ মিঠা মিঠা আছে ফল
দেখে নাওগো মিঞা সকল।
সস্তা আছে ফলের কীমত্
খেলে পরে বাড়বে হিম্মত।
লাল গোলাপী আপেল আছে,
দেখলে বিবি ডাকবে কাছে।
তেজ দেখালে লড়কী কোনো
ঘাবড়িওনা তাতে যেনো।
আখরোট, পেস্তা, বাদাম কিনে
রাখবে তোমার সাথ
আর বলবে একটু বাত—
ব্যস্, মিঠা-মিঠা ফল খাওয়ালে
করবে বাজীমাত্,
লড়কী চলবে তোমার সাথ্।

জনৈক ব্যক্তি ॥ বাহবা বাহবা বাহবা—ক্যাইসা মজাদার
গ্যাখো, বোগদাদের বাজার,
দুনিয়ায়, নেইকো জুড়ি তার
আহা, বোগদাদের বাজার—

[নাচতে-নাচতে মেহের ও মীর্জা বাদে সকলের প্রস্থান। প্রবেশ করে মকবুল]

মকবুল ॥ [মেহেরকে] এ্যাই, এ্যাই ব্যাটা মেহের আলি, খুবতো ব্যাটা ফল বেচে রোজগার করছিস—সুদের টাকা কত হয়েছে হিসাব আছে?

মেহের ॥ জি। মকবুল সাহেব! আমার সব হিসাব আছে। তোমার টাকা আমার কাছে খালি জমা হচ্ছে। জমা হতে-হতে হতে-হতে—হেঃ হেঃ

মকবুল ॥ হতে-হতে কি হবেরে ?

মেহের ॥ একদিন এত টাকা হয়ে যাবে যে তুমি বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তখন গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মকবুল ॥ [খুশী হয়ে] গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হবে ? এঁ্যা! বলিস কিরে! কিন্তু অতদিন তো আমি চুপচাপ থাকতে পারব না। টাকা না পেলে আমার রাতে ঘুম হয়না। কিরে কথা বলছিস না যে ?

মেহের ॥ ভাবছি।

মকবুল ॥ কি ভাবছিস ?

মেহের ॥ ভাবছি যে তখন তুমি এত বড়লোক হবে যে বাদশাও তোমাকে দেখে হিংসে করবে।

মকবুল ॥ হেঃ—হেঃ তুই তো বড় সুখের কথা শোনালি রে। ভাখ,তখন তোর কাছ থেকে এক পয়সাও সুদ চাইব না।

মেহের ॥ তাহলে ঐ কথাই রইলো, এখন যাও।

মকবুল ॥ যাব কিরে এ-মাসের সুদ দিবি না ?

মেহের ॥ যা বাবা, এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম তাকি পানিতেই ভেসে গেল ?

মকবুল ॥ তুইও বাত কি বাত বললি আমিও বাত কি বাত শুনলাম, তাতে তো আর আসল বাত ভুলব না। টাকা কবে দিবি তাই বল।

মেহের ॥ তুমি বড় বেসমঝদার আদমি। রোজার পরই দিয়ে দেব। যাও তো, এখন একটু কারবার করি।

মকবুল ॥ কারবার করবি, তা কর। কিন্তু মনে থাকে যেন—রোজার পর, [একটু এগিয়ে আবার ফিরে এসে] আজ যখন টাকা দিলি না তখন গোটা দুই কলই নিয়ে যাই।

[ফল তুলে নিয়ে সরাবওয়ালার কাছে যায়। মেহেরের প্রস্থান]

মকবুল ॥ এ্যাই সরাবওয়ালা, তুই তো ভারী বজ্জাত।

মীর্জা ॥ কেন কেন মকবুল সাহেব। বজ্জাতি কি করলাম?

মকবুল ॥ বজ্জাতি কি করলি? ব্যাটা দু-দুবার সুদ দিতে দেরী করলি?

মীর্জা ॥ তা এতে ভাবনার কি আছে? দেব।

মকবুল ॥ কবে দিবি?

মীর্জা ॥ কাল। কাল দেব।

মকবুল ॥ তুই রোজ 'কাল-কাল' বলে ফাঁকি মারছিস। আজ আর পারছিস না। নিকালো চার আশরফি। [জামা ধরে টানাটানি করে]

মীর্জা ॥ কুরতা ছাড়ুন, কুরতা ছাড়ুন—দিচ্ছি। [সওদাগরবেশী হারুন-অল-রসিদ ও তার পার্শ্বচর মশরুর প্রবেশ]

মশরু ॥ মৎ দেও, মৎ দেও (সুর করে) সুদের টাকা মৎ দেও।

মকবুল ॥ তুই ব্যাটা কেরে যে সুদের টাকা নিতে নিষেধ করছিস?

মশরু ॥ ইনি হচ্ছেন সওদাগর আর আমি হচ্ছি এনার ল্যাং?

মকবুল ॥ ল্যাং?

মশরু ॥ জী হাঁ-ল্যাং। এর মানে উনি যা বলতে চান আমি আগেই ওনার হয়ে তা বলে দিই। আবার উনি যা বলে ফেলেন আমি সেই কথা বারবার প্রতিধ্বনি করি। সেই জন্যই লোকে আমাকে ল্যাং বলে। ঠিক বলিনি সাহেব?

হারুন ॥ বিলকুল ঠিক। ল্যাং মিঞা, আমি এখানে সব অদ্ভুত জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। আদমি খোদার ফকিরীর ভেক ধরে সুদে আশরফি খাটায়।

মকবুল ॥ আমার বদনাম করছিস? তুই ব্যাটা কাফের। জাহান্নামে যাবি।

মশরু ॥ হুজুর এরা আদমিও চেনেনা। আপনাকে কাফের বলল? তাই হুজুর এই জায়গাকে হারুন-অল-রসিদের রাজত্ব না বলে চিড়িয়াখানা বলতে ইচ্ছে করছে।

হারুন ॥ ঠিক বলেছ, তোমার বুদ্ধি আছে।

মশরু ॥ আজ্ঞে হুজুর সেইজন্যেই তো আমাকে মোটা তলব দিয়ে আপনার দরবারে রেখেছেন।

হারুন ॥ এক নির্বোধ তুমি। সওদাগরের কখনও দরবার থাকে?

মশরু ॥ [জিব কেটে] থুড়ী! ভুল হয়ে গেছে জাহাঁপনা।

হারুন ॥ চোপড়াও উল্লুক! আবার আমাকে জাহাপনা বলছ?

মশরু ॥ আরে ছি, ছি, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

হারুন ॥ ঠিকমত বাতচিত না করলে তোমাকেও এই চিড়িয়াখানায় রেখে দিয়ে যাব। জানোয়াররা তোমাকে খাবলে খাবলে খাবে।

মশরু ॥ হুজুর ঐ কামটি করবেন না। আমি আদমি হয়ে এই জানোয়ারের সঙ্গে থাকতে পারব না।

হারুন ॥ চলে এসো আমার সঙ্গে কম্বক, হররকত শুধু বক্‌বক্।

মশরু ॥ চলুন হুজুর। [উভয়ের প্রস্থান]

মকবুল ॥ কিরে ব্যাটা পাজী, তুই যে সওদাগরের কথায় বেহুঁস হয়ে গেলি। আশরফি দিতে গিয়ে আবার ট্যাঁকে রাখলি কেন?

মীর্জা ॥ তাহলে ছাড়বেন না?

মকবুল ॥ ছাড়ব কি রে পাজী নচ্ছার।

মীর্জা ॥ এই নিন দুই আশরফি [আশরফি দেয়]

মকবুল ॥ বাকী দুই আশরফি?

মীর্জা ॥ কাল জরুর সব দিয়ে দেব। কথার নড়চড় হবে না।

[মীর্জার প্রস্থান]

মকবুল ॥ ঠিক হয়েছে, এমনি করে ব্যাটাদের কাছ থেকে সুদের টাকা আদায় করতে হবে। যাক্ এখন মসজিদে গিয়ে আজানটা সেরে এসে আবার তাগাদায় বেরুতে হবে।

সেপাই ॥ [নেপথ্যে] চোর, ডাকু, গুণ্ডা, বদমাস্ হুঁশিয়ার হো যাও।

[কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে]

কোটাল ॥ [প্রস্থানরত মকবুলকে] আরে দাঁড়াও দাঁড়াও মকবুল সুদের বখরাটা দিয়ে যাও।

সেপাই বখরাটা দিয়ে যাও।

মকবুল ॥ সুদ ? সুদ কি বলছেন কোটাল সাহেব ?

কোটাল ॥ ওঃ, ব্যাটা যেন আসমান থেকে পড়ল। এই মাত্র দুটো আশরফি পেলে, তার থেকে একটা দাও। নাহলে গর্দান নেব।

সেপাই ॥ গর্দান নেব।

মকবুল ॥ হেঃ হেঃ সেই কথা ?

কোটাল ॥ সেই কথা, ব্যাটা জোচ্চোর।

সেপাই ॥ দাগাবাজ।

কোটাল ॥ কানকাটা।

সেপাই ॥ নাককাটা।

মকবুল ॥ হে-হে, দিচ্ছি দিচ্ছি। এই নিন এক আশরফি। [কোটালকে এক আশরফি দেয়]

কোটাল ॥ এবার যাও মসজিদে গিয়ে ভক্তি ভরে আজান দাওগে। ফের যদি বখরার টাকা দিতে ফাঁকি মার—

সেপাই ॥ কোতল করব।

মকবুল ॥ না না কোটাল সাহেব, আর বলতে হবে না। এবার থেকে সুদের টাকা পেলেই বখরা ঠিক পাবেন। হেঃ হেঃ সেলাম।

[মকবুল চলে যায়]

কোটাল ॥ খুব ভয় পেয়েছে।

সেপাই ॥ ভয়ে বাড়ী গিয়ে মরে যাবে।

কোটাল ॥ চল্ বাইজি পাড়ায় যাই। আরো কিছু রোজগার করতে হবে।

সেপাই ॥ কোটাল সাহেব, আমার একটা আরজি আছে।

কোটাল ॥ তোর আবার কি আরজি ?

সেপাই ॥ আপনি আমার মা-বাপ।

কোটাল ॥ তারপর ?

সেপাই ॥ আপনি আমার বিবির মতন।

কোটাল ॥ তোবা, তোবা, এই মোছ দাড়ি নিয়ে আমি তোর বিবির মতন ?

সেপাই ॥ তাই বলছিলাম ঐ যে আশরফিটা পেলেন—তার বখরাটা।

কোটাল ॥ তুই তো আচ্ছা ছিনে জোঁক। জানিস না সুলতানের রাজত্বে ঘুষ নেওয়া বারণ আছে ?

সেপাই ॥ আপনি যেটা নিলেন সেটা কি রমজানের সিন্নি ?

কোটাল ॥ কোটালের নেওয়ায় কোন কসুর নেই। কিন্তু সেপাইদের নকরীতে জবরদস্ত কানুন মানতে হয়। মন খারাপ করিস না। হুঁশিয়ারী দে, আমি এখন যাব।

সেপাই ॥ (অনিচ্ছা সহকারে নিম্নস্বরে) চোর, ডাকু, বদমাস, হুঁশিয়ার হো যাও।

[কোটাল ও সেপাই প্রস্থান করে]

[গান গাইতে-গাইতে আবু প্রবেশ করে সঙ্গে-সঙ্গে প্রবেশ করে মেহের, মীর্জা, এনায়েত ও অপর একজন]

॥ আবুর গান ॥

এই দুনিয়া দুটি দিনের
মজা লুটকে লেনা ভাই…

এনায়েত ॥ আবু আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি এতক্ষণ তুমি সরাব ছুঁয়ে না দিলে আমার নেশা হয় না।

আবু ॥ এই সরাবওয়ালা। সরাব পিলাও। এক ভাঁড় আমার আর দুসরা ভাঁড় আমার দোস্ত এনায়েতের।

মীর্জা ॥ হাঁড়ি ভর্তি সরাব এনেছি। কত খাবে খাও। [উভয়ে সরাব পান করে] আবু গান ধরে—

গান*

[অসুবিধা হলে সুরেলা ঢংয়ে আবৃত্তি]

এই দুনিয়া দুটি দিনের
মজা লুটকে লেনা ভাই
জিন্দিগিটা রঙে রসে
স্বপ্নে ভ'রে নেনা তাই ॥
কাল কি হবে নেইকো জানা
ভোলনারে এই গরীবখানা
লাল সরাবের নেশায় ভেসে
খুশির দেশে চলনা যাই ॥
রঙিন নেশায় দু-চোখ তুলে
দিলের কবাট রাখনা খুলে—
সাকীর সাথে ঘুঙুর বাজা
স্বপ্নে দেখা রাতটা চাই ॥

[জালিম রোশেনা নামে একটি মেয়ের হাত ধরে টানতে-টানতে প্রবেশ করে]

জালিম ॥ [উঁচু বেদী দেখিয়ে] উঠ যা ইসকে উপর। উঠ যা—

[রোশেনা উঠতে চায় না। জালিম চাবুক মারে। রোশেনা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে।]

আবু ॥ আহা মারছ কেন মিঞা, মারছ কেন? অত নরম শরীরে চাবুকের ঘা সহ্য করতে পারছে না।

* প্রয়োজন হলে গান বাদ দেওয়া চলবে

জালিম ॥ এই বাঁদীকে না মারলে বাত শুনবে না। বহুত বদমাস আছে। (মারে) উঠ জলদী।

আবু ॥ তুমি কি কসাই নাকি? তোমার দিলে কি দয়া নেই? (কাছে গিয়ে) উঠ বিবি, যা করতে বলছে তাই করো—না করলে আবার মারবে। ফুলের মতন মসৃণ বদন থেকে খুন ঝরাবে কেন? যাও, যাও—যা করতে বলছে তাই কর।

রোশেনা ॥ আদমি এত দরদী কথা বলতে জানে আগে জানতাম না। জানি শুধু চাবুক খেতে। চাবুক খেতে-খেতে পিঠে আমার দগ্‌দগে ঘা হয়ে গেছে।

জালিম ॥ এই বাত বলবি তো আবার মারব। [চাবুক তোলে]

[রোশেনা বেদীর ওপর উঠে দাঁড়ায়. জালিম উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকে]

জালিম ॥ আ যাও মিঞা—আ যাও। আঁখ ফাড়কে দেখো, ইস্পাহানের বিবি। খুব সুরতি বিবি। নাচনেওয়ালী বিবি। একবার গান শুনলে মস্ত হয়ে যাবে। নাচ দেখলে দিল তড়পাবে। আ—হা—হা—ক্যায়া রোশনাই। ক্যায়া চমক। ঝম্ ঝমাঝম্, টম্ টমাটম্। গুলবাগের গুলাব—। আলাদিনের চিরাগ, যার নজর যাবে—তিরছি নজর মারবে। বদনকা খুন টগবগাবে, শির বনবনাবে। আ যাও মিঞা আ যাও মিঞা। দশ আশরফি—এক গানা, বিশ আশরফি—গানা অওর নাচনা। পঁচিশ আশরফি—হাত পাকড়না। শ' আশরফি—ঘর লেকে আপনা বিবি বনানা। আছে কোন বোগদাদের—মালদার, কোন জমিনদার, সওদাগর, আমীর, ওমরাহ—ইস্পাহানের সুন্দরীকে নিজের জানানা বানাও।

আবু ॥ ভাই এনায়েৎ।

এনায়েৎ ॥ কি দোস্ত আবু?

আবু ॥ বিবির নাচ গানের কিমৎ—কত বলল?

এনায়েৎ ॥ বিশ আশরফি।

আবু॥ বিবিকে আমার ভাল লেগেছে। ওর চাহনিতে আমার নেশা ধরে গেছে।

এনায়েৎ॥ নেশার সঙ্গে একটু ঝমক্-ঝমক্ হলে বহুত মজা আসতো দোস্ত।

আবু॥ না, হবে না।

এনায়েৎ॥ কেন হবে না আবু, তোমার দিলদরিয়া মেজাজ। ওসব নাহলে চলবে কেন?

জালিম॥ কোই নেহি হ্যায়? এই সুন্দরী বিবি বেকার ফিরে যাবে? হায় অন্ধ বোগদাদ, নিরস বোগদাদ, পাথর বোগদাদ, তুমি জমিনের নিচে চলে যাও। এখানে আদমী নেই, বাদশাহী মেজাজ নেই।

আবু॥ এনায়েৎ, কি বলল লোকটা। বাদশাহী মেজাজ নেই?

এনায়েৎ॥ দেখাও তো দোস্ত তোমার বাদশাহী মেজাজটা। চালটা একবার ঝেড়ে দাওতো।

জালিম॥ একবার আওর বোলেগা। যদি কারো দিল চাহেতো জলদি বোলো। বিবি চলে গেলে পিছে পস্তাবে। আপশোষ হোবে। জোয়ানী সরবৎ হোয়ে যাবে। আ—হা—হা—ক্যায়া খুব সুরতি বিবি।

এনায়েৎ॥ আবু, লোকটা আমাদের অপমান করছে, সহ্য করো না দোস্ত। তেজ দেখাও। আশরফি ছাড়।

আবু॥ আশরফি ছাড়লে ঘরের সওদা কি দিয়ে হবে এনায়েৎ।

এনায়েৎ॥ আরে সওদার বন্দোবস্ত আমি করব। এখন আশরফি ছুঁড়ে দিয়ে লোকটার মুখ ভোতা করে দাও। বিবিকে ডাক একটু ফুর্তি করা যাক্।

আবু॥ ডাকবো? তুমি ডাক।

এনায়েৎ॥ আচ্ছা আমি ডাকছি। এই মিঞা, কিনাম তোমার?

জালিম॥ আমার নাম জালিম।

এনায়েৎ ॥ আমার দোস্ত আবু হোসেন বহুত মালদার আদমি। বিবির নাচ দেখতে চায় গান শুনতে চায়।

জালিম ॥ বহুত আচ্ছা পহেলে বিশ আশরফি দাও মিঞা।

এনায়েৎ ॥ দোস্ত বিশটা আশরফি ফেলে দাও তো।

আবু ॥ এনায়েৎ, আমার ঘরের সওদার বন্দোবস্ত তুমি করবে তো?

এনায়েৎ ॥ মার গুলি ঘরের সওদা। আগে দিলের সওদা কর।

আবু ॥ ঠিক বলেছ, দিলের সওদা। এই জালিম মিঞা, ইধার আও। [জালিম এগিয়ে আসে] এই নাও বিশ আশরফি। আমি বাদশা আবু হোসেন, বিবিকে নাচতে বল, গাইতে বল।

জালিম ॥ সেলাম বাদশা হুজুর। সেলাম। [রোশেনার কাছে ছুটে গিয়ে] এই বিবি, বাদশা হুজুরকে গান শোনা, নাচ দেখা। খুশী করতে পারলে বহুত ইনাম দেবে।

[রোশেনা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

এনায়েৎ ॥ আও মেরী জান, আমাকেও একটু রং লাগাও।

[রোশেনা তবু নড়ে না]

কই মিঞা, তোমার ইস্পাহানের বিবি যে নড়ে না। আমার সিনায় আসতে বল। কলিজা ঠাণ্ডা করি।

আবু ॥ এনায়েৎ—

এনায়েৎ ॥ দোস্ত—

আবু ॥ আমি আশরফি দিলাম। আর বিবিকে নিয়ে তুমি কলজে ঠাণ্ডা করবে? আমার আশরফি ফিরিয়ে দিতে বল। আমি সওদা করব।

এনায়েৎ ॥ ও জালিম মিঞা বিবিকে জলদি গাইতে বলো আমার দোস্ত আবার আশরফি ফেরৎ চাইছে যে—

জালিম ॥ জলদি গানা শুনা।

[জালিম রোশেনার হাত ধরে জোর টানে। রোশেনা মাটিতে পড়ে যায় এবং গান ধরে।]

গান

মনের কথা বলবো বলে
এলাম কেন জানলে না
সোনা চাঁদির খেলায় জিতে
আমায় কাছে টানলে না ॥
আঁখির ভাষা বুঝলে নাকি
হায়রে মেহেরবান
রূপ বিকানোর এই বাজারে
গাইতে এসে গান,
এ দিল আমি তোমায় দিলাম
তা কি তুমি মানলে না ॥

[গানের মধ্যে হারুণ-অল-রসিদ সব কিছু লক্ষ্য করে। গান শেষ হয়। জালিম রোশেনার হাত ধরে বেদীতে দাঁড করিয়ে দেয়। জালিম থলের মধ্যে জিনিস পত্র গোছাতে থাকে। রোশেনা একদৃষ্টে আবু হোসেনের দিকে তাকিয়ে থাকে]

জালিম॥ মিঞা সাহেবরা শোন—আমার—ঘরে ফিরবার বক্ত হয়েছে। এই বিবিকে বেচে চলে যাব। একদম পানির দাম। পঁচাশ আশরফি। কৈ হ্যায়? ইস্পাহানের সুন্দরীকে সাথ নিয়ে যাবে! জল্‌দি বোল—

আবু॥ এনায়েৎ আমাকে পঞ্চাশ আশরফী ধার দাও দোস্ত আমি বিবিকে কিনে নিই।

এনায়েৎ॥ আহা কি কথাই বললে দোস্ত। আশরফি থাকলে আমিই বিবিকে ঘরে নিয়ে যেতাম।

জালিম ॥ বোলো মিঞা বোলো, কেউ কিনবে এই বিবিকে। একদম পানির দাম।

হারুণ ॥ [মশরুকে] ল্যাং মিঞা বিবির চেহারাটা একবার ভাল করে দেখতো।

মশরু ॥ কেন, কিনবেন হুজুর ?

হারুন ॥ দেখে এস না কমবক্ শুধু বক্‌বক।

মশরু ॥ [এগিয়ে গিয়ে দেখে ফিরে এসে] একদম মাখ্যন। গরমি হলেই টুস্-টুস্-টুস্।

হারুন ॥ বা-বা-বা-বা, এই রকম বিবিইতো চাইছিলাম। গরমি হলেই টুস্-টুস্, বদনটা হবে তুলোর মত ফুস্‌ফুস্। এই মিঞা ইধার আও। আমি এই বিবিকে কিনব।

জালিম ॥ হুজুর মেহেরবান।

হারুন ॥ এই নাও পঞ্চাশ আশরফি।

[জালিম রোশেনার হাত ধরে হারুনের কাছে নিয়ে আসে]

জালিম ॥ যা বিবি সাহেবের ঘর-যা, সুখে থাকবি।

[জালিমের প্রস্থান]

[হারুন হাত দেখিয়ে রোশেনাকে বাইরে যাবার ইংগিত করে। রোশেনা সেই দিকে কিছুটা এগিয়ে আবু হোসেনের দিকে ফিরে তাকায়]

আবু। যাও বিবি, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। খোদা নির্দয়। তাই তোমাকে জানানা করতে পারলাম না।

[হারুন-অল-রসিদ স্মিত হেসে রোশেনাকে আবার ইংগিত করে। রোশেনারা কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে তাকায়।]

হারুন ॥ [ধমক দিয়ে] এই বিবি, আমি তোমাকে কিনেছি। ওদিকে নজর দিচ্ছ কেন ? চলে এস আমার সঙ্গে।

আবু ॥ বেদরদী আদমি—তুই আমার দিল থেকে চিড়িয়া নিয়ে গেলি, খোদা তোকে সাজা দেবে।

হারুণ ॥ বা বা বা বা বা।

[হারুন-অল-রসিদ আবুর দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হাসে। তারপর রোশেনাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওদের পেছনে-পেছনে চলে যায় মশরু। প্রস্থান করে মেহের ও মীর্জা]

এনায়েৎ ॥ আমিও এখন ঘরে যাই দোস্ত।

আবু ॥ তুমি আমার সওদার বন্দোবস্ত কর দোস্ত। আশরফি ধার দাও।

এনায়েৎ ॥ তোবা, তোবা আশরফি কোথায় পাব দোস্ত।

আবু ॥ তুমি যে বললে সওদার বন্দোবস্ত করবে?

এনায়েৎ ॥ নেশার ঘোরে কি বললাম—সে কথা কেন ধরলে আবু। আচ্ছা, আমি যাই দোস্ত।

আবু ॥ আমাকে পথে বসালে দোস্ত। কিছু দিয়ে যাও।

এনায়েৎ ॥ তোবা, তোবা।

আবু ॥ দোস্ত শোন—

এনায়েৎ ॥ তোবা, তোবা [বলতে বলতে প্রস্থান]

আবু ॥ হায় খোদা—এ কেমন দোস্ত। এখন আমি কি করি? ঘরে সওদা না নিয়ে গেলে, মা, ব্যাটা ভুখা থাকতে হবে।

[দূর থেকে আবুর মা জাহুজার গলা শোনা যায়]

জাহুজা ॥ (নেপথ্যে) আবু—আবু—

আবু ॥ ঐ আম্মা আসছে। এখন কি করি, কি বলি, হায় হায়। লুকিয়ে থাকি।

[চোখ বন্ধ করে লুকিয়ে থাকার ভান করে আবু]

জাহুজা ॥ আবু—আবু [হঠাৎ আবুকে দেখে] এই ব্যাটা তুই এখানে? কি হয়েছে তোর? সওদা করেছিস?

আবু ॥ আম্মা নেই।

জাহুরা। কি নেই ?

আবু। টাকা নেই।

জাহুরা। এঁ্যা কি হলো অত টাকা ? হায় আল্লা, আবার সরাব খেয়েছিস ? হায়-হায় গরীব আদমির বাদশাহী মেজাজ, আমার কাল হলো গো। একে নিয়ে আমি কি করি। রোজ সরাব খাবে, রোজ সরাব খাবে !

আবু। আমার কোন কসুর নেই। দোস্ত এনায়েৎ সব টাকা খরচ করিয়ে দিয়েছে।

জাহুরা। হারামজাদা, পাজি, নচ্ছার, ঐ দোস্ত তোকে জাহান্নামে পাঠাবে। এবার তোর হাড্ডি আমি গুঁড়ো করবো ?

[জাহুরা আবুকে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে নিয়ে যায়]

—দৃশ্যান্তর—

২য় দৃশ্য

[সুলতানের প্রাসাদের অন্দর মহলের একটি কক্ষ। বাঁদী শাকিলা পাখির পালকের তৈরী ঝাড়ু হাতে ঘর পরিষ্কার করছে]

শাকিলা। হায় আল্লা খাটতে-খাটতে আমার দিল তবিয়ত্ খারাপ হয়ে গেল। একবার ইধার আও, একবার ওধার যাও। আহা আমি যদি বেগম হতে পারতাম কি মজাই না হতো আমার। বাঁদী আর বান্দাকে বলতাম এ-লাও, ও-লাও—খানা পিনা তুড়ন্ত লাও। যেমনি বাতটি না শুনতো মারতাম পিঠে ছুকোড়া (কপালে ঝাড়ু ছুঁইয়ে) হায় কিসমৎ !

[বান্দা রহমান প্রবেশ করে]

রহমান। হায় কিসমৎ।

শাকিলা। এই বেকুব তুই সুলতানের বান্দা হয়ে বেগমের অন্দর মহলে কেন এসেছিস ?

রহমান ॥ তুই আমার বুলবুলি, তোর হুকুম থাকলে আমি কি কাউকে ডরাই।

শাকিলা ॥ আহা, ঢং দেখে মরে যাই। জলদি পালা। বেগমসাহেবা দেখলে দুজনের গর্দান একসঙ্গে কচাকচ হবে।

রহমান ॥ (কান্নাভাঙ্গা গলায়) তাই হোক। এই জানের কোন দাম নেই। ডাক তোর বেগমসাহেবাকে আজই খতম করে দিক।

শাকিলা ॥ তুই মর আমি কেন মরব ?

রহমান ॥ আয় বুলবুলি দুজনেই একসাথে মরি।

শাকিলা ॥ এই, আমার নাম বুলবুলি না, শাকিলা।

রহমান ॥ না, তুই আমার প্রাণের বুলবুলি।

শাকিলা ॥ হায় খোদা, এই বেকুবকে কি করে বোঝাই। ভাগ্ শিগগির, বেগমসাহেবা এলো বলে—

রহমান ॥ আমি কি তোর মত বোকা নাকি। বেগমসাহেবার হুকুম নিয়ে তবে অন্দর মহলে এসেছি।

শাকিলা ॥ কি করে তুই বেগমসাহেবার হুকুম পেলি ?

রহমান ॥ (আমতা-আমতা করে) কি করে ! আমি বেগমসাহেবাকে বললাম— আম্মাজী আমার বড় সখ শাকিলার সঙ্গে অন্দর মহলে কাম করতে।

শাকিলা ॥ বেগমসাহেবা কি বলল ?

রহমান ॥ কি বলল ? বলল ঠিক হ্যায়-বান্দা, তুই আর শাকিলা মিলকে-জুলকে অন্দর মহলে কাম করিস।

শাকিলা ॥ হুঁ, তোর মতলব আমি বুঝতে পেরেছি। তুই ডুবে ডুবে পানি খেতে চাস—

রহমান ॥ কি বুদ্ধিরে তোর শাকিলা। তুই একটু ভরসা দে না—তাহলে ডুবে-ডুবে পানি না খেয়ে ভেসে-ভেসে তোর হাতের পানি খাই।

শাকিলা ॥ কি বললি ?

রহমান ॥ আহা রাগ করিস কেন শাকিলা ? তোকে না দেখলে আমার দিল্ বহুত তড়পায়। একটু মিঠাবাত্ বল শাকিলা—

শাকিলা ॥ মিঠা বাত্ ?

রহমান ॥ (উৎসাহ নিয়ে) হ্যাঁ, মিঠা-মিঠা মহব্বতের বাত্।

শাকিলা ॥ (মিষ্টি করে) র-হ-মা-ন।

রহমান ॥ (একই ভাবে) কিরে বুলবুলি—

শাকিলা ॥ আমার কাছে আয়—

রহমান ॥ (কাছে গিয়ে) বান্দা হাজির—

শাকিলা ॥ (হঠাৎ চেঁচিয়ে) বেগমসাহেবা, রহমান আমাকে—

রহমান ॥ তোর গোর ধরি চেঁচাস না, তোর গোর ধরি—

শকিলা ॥ ধর, গোর ধর—

রহমান ॥ (মাথা চুলকে) সাচ্চা-সাচ্চাই ধরতে হবে।

শাকিলা ॥ আলবাৎ ধরতে হবে না হলে আবার চেঁচাব।

রহমান ॥ কই বাত নেহি। পহলে তোর গোর ধরব, পিছে তোর দোনো হাত্ ধরব। উসকে বাদ্ তোর—হাঃ হাঃ।

[শাকিলা গান ধরে]

গান*

শাকিলা ॥ পিরীতির রসের খেজুর গাছে
অসময়ে কিরে উঠতে আছে,
আশার গুড়ে পড়বেরে তোর ছাই
(বেয়াদপ) মুখে যে তোর কথার লাগাম নাই।

রহমান ॥ নাই-নাই-নাই তবুও তোরে আমি চাই, যদি তোর তিরছি নজর পাই, রং লাগায়ে খুশ মেজাজে দিলটা নিয়ে যাই।

* "গান" ছড়ার কায়দায় বললেও চলবে অথবা বাদ দেওয়া যায়।

শাকিলা॥ বেয়াদপ, মুখে যে তোর কথার লাগাম নাই। পেয়ার আমার তানাও
ভরা পানী।

রহমান॥ জানি জানি।

শাকিলা॥ সেই পানীতে করিস না গুলতানী।

রহমান॥ বাহারে দিল্ কা রাণী।

শাকিলা॥ আহা-শোচ সমঝকে—চলনা-ফিরনা ভাই—
বেয়াদপ, মুখে যে তোর কথার লাগাম নাই।

রহমান॥ পেয়ারের চাট্ নিতে
মিষ্টি যে হয় দিতে
জানিসনা কিছু ওর
বুদ্ধিটা ঢেঁকি তোর
দেমাকে তেঁতুল গোলা
লাগে বড় খাট্টা॥

শাকিলা॥ বামন হয়ে যে তুই
চাঁদে দিস হাতটা
মগজের ঘিলু তোর
নড়বড়ে খাট্টা॥

রহমান॥ বুলি তোর বড় ঝাল
ঝালে হই বেসামাল।
তবু আমি ভুলিনারে
পীরিতের পাঠটা॥

শাকিলা॥ বেশরম বেহায়া
পুরুষ এ জাতটা
পেলে তারা সাদী করে
বছরেই আটটা॥

রহমান ॥ কি নসীব কিবা করি
মনে হয় আজই মরি।

শাকিলা ॥ দেব কি ফাঁসির দড়ি ?

রহমান ॥ না না না দড়ি নয়—
পরানের দেশে চল
নিয়ে কাঁথা কম্বল,
দুটি প্রাণ এক সাথে
হইয়ে ভোকাট্টা ॥

[গান জমে উঠেছে। জুবেদা বেগমের গলা শোনা যায়
"কোথায় গেল শাকিলা"]

শাকিলা ॥ এই রে বেগমসাহেবা আসছে। জল্‌দী তুই কোন কাম করতে লেগে যা—

রহমান ॥ (ভয়ে) কাম করলেও বাঁচতে পারব না, জল্‌দি তুই আমাকে লুকোবার বন্দোবস্ত করে দে।

শাকিলা ॥ সে কি ? তুই বেগমসাহেবার হুকুম নিয়ে আসিস নি ?

রহমান ॥ না তো—

শাকিলা ॥ ওরে মুখ পোড়া, তুই তাহলে ঝুটা বাত বলেছিস ?

রহমান ॥ (আরো ভয়ে) এঁ্যা—

শাকিলা ॥ আর এঁ্যা—এইবার মরেছি। বেশরম বেহায়া, কেন তুই এখানে মরতে এলি ?

রহমান ॥ সে জবাব দিতে গেলে আমার গলা কাটা যাবে। এখন বল কোথায় লুকোই ?

শাকিলা ॥ আমার মাথায় লুকো। এখানে লুকোবার জায়গা কোথায় যে তোকে লুকোবার বন্দোবস্ত করব। হায়—হায়—

[আবার শোনা যায়—"শাকিলা"]

ঐ যে আবার। দুজনার গলাই একসঙ্গে কাটা যাবে। কি উপায় করি, যা ঐ দিকের কোঠায় গিয়ে লুকো [নেপথ্যের ডাক "শাকিলা"] দৌড়ো—

[রহমান দৌড়ে চলে যায়। বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করে জুবেদা বেগম]

জুবেদা ॥ শাকিলা—

শাকিলা ॥ (কুর্নিশ করে) সেলাম বেগমসাহেবা।

জুবেদা ॥ তুই কি কালা নাকি? এত ডাকলাম শুনতে পাস্‌নি।

শাকিলা ॥ শুনতে পাইনি বেগমসাহেবা।

জুবেদা ॥ কানে একটু গরম তেল ঢেলে নিস্।

শাকিলা ॥ জী!

জুবেদা ॥ এখানে তুই কি করছিলিস?

শাকিলা ॥ কোঠা সাফ্ করছিলাম।

জুবেদা ॥ কারো সঙ্গে যেন বাত বলছিলি মনে হলো।

শাকিলা ॥ না বেগমসাহেবা এদিকের হারেমেতো কেউ আসেনি।

জুবেদা ॥ আমি স্পষ্ট শুনলাম—এক আদমির গলা—

শাকিলা ॥ (ভয়ে ঢোঁক গেলে) আদমি। অন্দরমহলে আদমি কেমন করে আসবে বেগমসাহেবা?

জুবেদা ॥ তবে কি আমি ভুল শুনলাম।

শাকিলা ॥ একদম ভুল। বিলকুল ভুল।

জুবেদা ॥ হুঁ। তাহলে আমারও কানের বেমারী হয়েছে। হাকিমের দাওয়াই খেতে হবে, তা ভাখ শাকিলা আমি একটা মতলব করেছি।

শাকিলা ॥ কি মতলব করেছেন আম্মাজী?

জুবেদা ॥ তোকে আর এখানে রাখবো না, তোকে আমি সাদী দিয়ে দেব।

শাকিলা ॥ সাদী—

জুবেদা॥ হ্যাঁ—ভিন দেশের আদমির সঙ্গে সাদী দিয়ে তোকে ভিন দেশেই পাঠিয়ে দেব।

শাকিলা॥ (শব্দ করে কাঁদে)—এ্যাঁ—

জুবেদা॥ কাঁদছিস কেন ?

শাকিলা॥ সাদী করতে আমার দিল্ চায়না।

জুবেদা॥ কেন দিল্ চায় না ? সাদী তো আচ্ছা কাম। বিবি হয়ে থাকবি—দিল্ বহুত খুস থাকবে।

শাকিলা॥ পুরুষ মানুষ আমার বেপসন্দ্।

জুবেদা॥ বলিস কি শাকিলা ? পুরুষ মানুষ তোর বেপসন্দ্ ?

শাকিলা॥ জী !

জুবেদা॥ তুই যে নতুন কথা শোনালি। আচ্ছা মনে থাকবে আমার—

[ভেতরে প্রহরীর কণ্ঠস্বর শোনা যায় "চোর—চোর হোঁসিয়ার হো যাও চোর—হারেমে চোর"।]

শাকিলা॥ তাইতো হারেমে চোর—

[একজন প্রহরী এক হাতে বল্লম ও অন্যহাতে রহমানকে ধরে টানতে টানতে প্রবেশ করে। শাকিলা ভয়ে কাঠ হয়ে যায়।]

প্রহরী॥ বেগমসাহেবা। এই আদমি অন্দর কোঠিতে লুকিয়ে ছিল। চুরি করবার মতলব ছিল।

জুবেদা॥ তাজ্জব কি বাত্। অন্দর মহলে চোর।

রহমান॥ আল্লার কসম, আমি চোর নই—বেগমসাহেবা।

জুবেদা॥ তাহলে তুই কে ?

রহমান॥ আমি বাদশার খোদ বান্দা রহমান।

জুবেদা॥ এখানে কেন এসেছিস ?

রহমান॥ দিল্ ঠাণ্ডা করতে।

[শাকিলা জিব কাটে]

জুবেদা ॥ (মুচকি হেসে) শাকিলা এই বেয়াদপ বান্দাকে কি শাস্তি দিই বলতো ?

শাকিলা ॥ ওকে—ওকে—

জুবেদা ॥ থাক্ তোকে বলতে হবে না। আমিই বন্দোবস্ত করছি।

শাকিলা ॥ (ভয়ে) জী।

প্রহরী ॥ বেগমসাহেবা এই চোরকে কাজীর কাছে নিয়ে যাই—

জুবেদা ॥ না—আমিই বিচার করব। জল্লাদকে এত্তালা দাও। ধড় থেকে ওর মুণ্ডু আলাদা করে দিক্।

প্রহরী ॥ জী-বেগমসাহেবা—

[প্রহরী চলে যায়। শাকিলা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে থাকে। রহমান ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে]

জুবেদা ॥ তুই কাঁদছিস কেন ?

শাকিলা ॥ আমার মরতে ইচ্ছা করছে।

জুবেদা ॥ বালাই, তুই মরবি কেন ?

শাকিলা ॥ জল্লাদকে হুকুম দিন, বান্দার সাথ-সাথ-আমারও গর্দান নিক।

জুবেদা ॥ হুঁ, কিন্তু দোষ করেছে একজন, দু'জনের গর্দান তো নেওয়া চলবে না। যে কোন একজনের গর্দান নেওয়া যেতে পারে।

শাকিলা ॥ তাহলে আমারই গর্দান নিন।

রহমান ॥ ওর নেবেন না, আমার নিন।

শাকিলা ॥ আমার কসুর, আমি ওকে লুকিয়ে থাকতে বলেছিলাম।

রহমান ॥ ও ঝুট্ বলেছে। পহলে আমিই ওর সাথে মোলাকাত করতে এসেছিলাম।

জুবেদা ॥ কেন তুই ওর সাথে মোলাকাত করতে এসেছিলি ?

রহমান ॥ আমি ওকে বহুত্—

শাকিলা না—না—আমিই ওকে বহুত্—

জুবেদা ॥ (হেসে) পসন্দ্ করিস। তুইনা একটু আগে বললি পুরুষ মানুষ তোর বেপসন্দ্। [প্রহরী প্রবেশ করে]

প্রহরী ॥ বেগমসাহেবা, জল্লাদ হাজির।

জুবেদা ॥ জল্লাদকে চলে যেতে বল। ও বেকসুর খালাস।

প্রহরী ॥ যো হুকুম বেগমসাহেবা। [প্রস্থান]

শাকিলা ॥ বহুত মেহেরবানী বেগমসাহেবা।

জুবেদা ॥ আমি ইজাজত দিলাম, আজ থেকে এই বান্দা আর-তুই অন্দর মহলেই কাম করবি।

[রহমন কুর্নিশ করে। নেপথ্যে বিউগিল বাজে। নকীবের কণ্ঠস্বর শোনা যায় : দুনিয়াকা মালিক খোদাকা পয়গম্বর সুলতান হারুন-অল-রসিদ]

শাকিলা ॥ বেগমসাহেবা, সুলতান আসছেন।

জুবেদা ॥ তোরা যা, নজদীক্ থাকবি।

[শাকিলা ও রহমান কুর্নিশ করে চলে যায়। হারুন-অল-রসিদ প্রবেশ করে]

হারুন ॥ বেগম আজ তোমাকে এক সুসংবাদ দেবো।

জুবেদা ॥ কী সুসংবাদ জাঁহাপনা?

হারুন ॥ তোমার মনে এতদিন ক্ষোভ ছিল, তোমার কোন কন্যা নেই। তোমার সেই ক্ষোভ আজ থেকে আর থাকবেনা।

জুবেদা ॥ জাঁহাপনার হেঁয়ালী বুঝতে আমি অক্ষম।

হারুন ॥ ধর, আজ যদি আমি কাউকে কন্যা বলে সম্বোধন করি। তুমি তাকে কীরূপে গ্রহণ করবে।

জুবেদা ॥ তাকে কন্যা রূপেই গ্রহণ করব জাঁহাপনা, জাঁহাপনার কন্যা তো আমারই কন্যা।

হারুন ॥ তবে অপেক্ষা কর বেগম। আমি তোমাকে কন্যার সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিই।

[হারুণ-অল-রসিদ তিনবার হাততালি দেয়। মুহূর্তে রোশেনা প্রবেশ করে]

হারুন। এই নাও বেগম, আমি তোমাকে এই কন্যা উপহার দিলাম।

জুবেদা। এত সুন্দরী মেয়ে তুমি কোথায় পেলে সুলতান? এ যে আসমানের পরী, তোমার এই প্রাসাদ রোশনাই করে দিল।

হারুন। বেটীর নামও কিন্তু রোশেনা। আমি যখন ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করছিলাম, সেই সময় বোগদাদ বাজারে এক কারবারী একে বিক্রী করবার কৌশিশ করছিল, আমি তখন একে কিনে আনি।

জুবেদা। আয় বেটি, আমার কাছে আয়—বাত বল। (রোশেনা অবাকভাবে জুবেদার কাছে যায়)

রোশেনা। (চারিদিকে তাকিয়ে) এত আদর—এত স্নেহ—আমি কোথায় এসেছি বুঝতে পারছিনা।

জুবেদা। তুই সুলতানের প্রাসাদে এসেছিস। তোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সুলতান হারুণ-অল-রসিদ।

[রোশেনা কুর্নিশ করে]

হারুন। বেটী আজ থেকে তুমি এই প্রাসাদেই থাকবে।

রোশেনা। একজন দুঃখিনীর এতো সৌভাগ্য হয় এ যে আমি কল্পনাও করতে পারি না।

হারুন। তুমি আগে কোথায় ছিলে বেটী স্মরণ করতে পার?

রোশেনা। হ্যাঁ, দস্যুরা আমার আব্বাজান আর আম্মাকে খুন করে আমাকে ইসপাহান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক কারবারীর কাছে বেচে দিয়েছিল।

জুবেদা। তোর আর কোন দুঃখ থাকবে না রোশেনা। খোদার দয়ায় তুই সুলতানের বেটী হয়েছিস। এখন থেকে আমোদ-আহ্লাদ করবি, মনের সুখে থাকবি। তোকে একজন আচ্ছা বাঁদী দিচ্ছি, সে আমার বড় প্রিয়, সেই বাঁদীই তোর দেখাশোনা করবে। এই কে আছিস্ শাকিলাকে এত্তালা দে—

[নেপথ্যে পর-পর কণ্ঠ থেকে শোনা যায়—শাকিলা, শাকিলা, শাকিলা। শাকিলা প্রবেশ করে কুর্নিশ করে]

শাকিলা ॥ বাঁদী হাজির।

জুবেদা ॥ শাকিলা, এ আমার বেটি রোশেনা। বয়সে তোরা দুজনে সমান। সব সময় আমোদ-আহ্লাদ করে থাকবি। ওর হুকুম তামিল করবি। ওকে নিয়ে যা, সেরা মহলে রাখবি। যা বেটী আরাম কর গিয়ে—

[শাকিলা কুর্নিশ করে হেসে রোশেনার হাত ধরে নিয়ে যায়]

হারুন ॥ জুবেদা—

জুবেদা ॥ আজ্ঞা করো সুলতান।

হারুন ॥ বেটি তো পেয়ে গেলে, কিন্তু বেটির মনের কথাও যে তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে।

জুবেদা ॥ ওর মনের কথা তুমি জানতে পেরেছ সুলতান ?

হারুন ॥ হ্যাঁ, আমি জানতে পেরেছি। বোগদাদ বাজারে একদল লোক অর্থ ব্যয় করে ওর নৃত্যগীত উপভোগ করছিল। নৃত্যগীতের মাঝেই এক আদমীর প্রতি ও আকৃষ্ট হয়। দুজনের মনের কথা ওদের চোখের ভাষায় বলা হয়ে গিয়েছে। ওরা দুজনেই মহব্বতের জালে ধরা পড়েছে।

জুবেদা ॥ এতো খুশীর বাত্।

হারুন ॥ সেই আদমির আমার ওপর খুবই গোঁসা হয়েছে। সে তো জানে না যে আমি রোশেনাকে নিয়ে যাচ্ছি ক্রীতদাসীর জীবন থেকে মুক্তি দিতে।

জুবেদা ॥ সুলতান মহানুভব। আমার একটা আর্জি আছে সুলতান।

হারুন ॥ আদেশ কর বেগম।

জুবেদা ॥ সুলতান আজই তুমি সেই আদমির খোঁজ কর। ওদের দুজনের মোলাকাত করিয়ে দাও। ওরা যে মহব্বতের আগুনে জ্বলছে।

হারুন ॥ মহব্বতের আদপ এখনও বেগমসাহেবার মালুম আছে।

জুবেদা॥ সুলতানই যে বেগমকে মহব্বতের সুরা পান করিয়েছেন। এতো ভুলবার নয়।

হারুন॥ না, না, বেগম তোমার ঐ যাদুভরা চোখই আমাকে সব কিছু শিখিয়েছে। ঠিক আছে বেগম তোমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ হবে। আমি সেই আদমির সঙ্গে রোশেনার মোলাকাত করিয়ে দেব। এই কোন্ বান্দা আছিস?

[রহমান প্রবেশ করে কুর্নিশ করে]

রহমান॥ বান্দা হাজির।

হারুন॥ তুই অন্দর মহলে?

রহমান॥ বেগমসাহেবার ইজ্জাত্ আছে।

জুবেদা॥ হ্যাঁ সুলতান, আমিই রহমানকে অনুমতি দিয়েছি অন্দর মহলে প্রবেশ করতে।

হারুন॥ বেগমসাহেবার অভিপ্রায়?

জুবেদা॥ সে কথা পরে বলব জাঁহাপনা। যে কাজের জন্য বান্দাকে ডেকেছ তাই বল।

হারুন॥ উজীরকে এত্তালা দে— [রহমান প্রস্থান করে]

জুবেদা॥ সুলতান, এই প্রাসাদে যারা কাজ করে তাদেরও মন বলে জিনিস আছে।

হারুন॥ আছে বৈকি বেগম, তারাও তো ইনসান।

জুবেদা॥ তাহলে বান্দা রহমানের জন্য আমার কাছে আর কৈফিয়ৎ চেয়ো না—

হারুন॥ এই অন্দর মহলের মালকিন তুমি। সেখানকার কোন ·কৈফিয়ৎ চাই-বার স্পর্ধা আমার নেই বেগম।

[উজির ও মশরু প্রবেশ করে কুর্নিশ করে]

উজীর॥ আদেশ করুন জাঁহাপনা।

হারুন॥ উজীর। আমার রাজত্বে প্রজাদের মুখে হাসি নেই কেন?

উজীর॥ আজ্ঞে জাঁহাপনা, প্রজারা তো হাসে।

হারুন॥ কখন হাসে?

উজীর॥ আজ্ঞে যখন হাসির কোন ব্যাপার হয় তখনই তারা হাসে।

মশরু॥ কিন্তু হাসির ব্যাপারও হয় না প্রজারা হাসেও না।

হারুন॥ আমি যখন নগর পরিভ্রমণে যাই, তখন তো কারো হাসি দেখতে পাই না। যাকে দেখি তাকেই যেন মনে হয় দুঃখী।

মশরু॥ জাঁহাপনা বোধহয় সারা দিনরাত ঠকছে তাদেরই দেখছেন। যারা ঠকায় তাদের দেখলে জাঁহাপনার মনে হতো—কিছু লোক হাসে!

উজীর॥ তাহলে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। সুলতান হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বে হাসবে না এতো স্পর্ধা প্রজাদের!

জুবেদা॥ প্রজাদের হাসি-খুশি রাখতেই হবে উজির, না হলে সুলতানের হাসিও যে মিলিয়ে যাবে।

উজীর॥ যে আজ্ঞা বেগমসাহেবা। আমি আজ থেকেই ফরমান জারী করে দিচ্ছি। সবাইকে হাসতে হবে। যে না হাসবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

মশরু॥ উজীর সাহেবের ফরমান জারী হলেই, যে মৃত্যু যন্ত্রণায় শায়িত তাকেও হাসতে হবে। স্বামীহারা রমণীকেও খিল-খিল করে হাসতে হবে। অভুক্ত আদমীদের অট্টহাসি হাসতে হবে! এই না দেখে তখন স্বয়ং জাঁহাপনাকেও হাউ-হাউ করে কাঁদতে হবে।

হারুন॥ মশরু ঠিকই বলেছে। ফরমান জারী করে জবরদস্ত হাসি আমি চাই না। আমি চাই স্বতঃস্ফূর্তহাসি। আপনি অনুসন্ধান করুন কাদের পীড়নে প্রজাদের হাসি নেই। সেই সব অসৎ ব্যক্তিদের দরবারে হাজির করবেন।

উজীর॥ যে আজ্ঞা জাঁহাপনা।

হারুণ॥ উজীর সাহেব।

উজীর॥ আদেশ করুন জাঁহাপনা।

হারুন॥ আমি এতদিন কোন্ কোন্ স্থানে ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করেছি। নথিতে লেখা আছে?

উজীর॥ বেশখ্ জাঁহাপনা (নথি বার করে পড়ে) ফারদৌথী চৌকি, আহম মহল্লা, চৌহাট্টা, গুলজারিয়া বাগ্, কুলফুলী চাক্—

হারুন॥ থাক ফিরিস্তি শোনাতে বলিনি। আজ আমি যাব বোগদাদ বাজারের আশেপাশে। একজন বিশ্বস্ত প্রহরী আমার চাই। যে সব সময় আমার থেকে তফাৎ চলবে। কিন্তু প্রয়োজন মত তাকে যেন নজদীক পাই।

উজীর॥ যে আজ্ঞে জাঁহাপনা।

হারুন॥ আরেকটা কথা—আজ আমার এবং মশরুর ছদ্মবেশ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আগের সঙ্গে তার কোন মিল থাকবে না।

মশরু॥ জাঁহাপনা কিন্তু অসৎ ব্যক্তিদেরই অনুসরণ করছেন।

হারুন॥ কি রকম?

মশরু॥ অসৎ ব্যক্তিরা বহুরূপী হয়। জাঁহাপনাও কিন্তু বারবার ভোল পাল্টে সেই বহুরূপীই হচ্ছেন।

হারুন॥ কম্বক, অসৎ ব্যক্তিরা অন্তরে হয় বহুরূপী। আমরা বহুরূপী হই পোষাক পরিচ্ছদে!

মশরু॥ তাহলে হুজুর। আজ আমার একটা রঙবাহারের পোষাক পরতে ইচ্ছে করছে।

হারুন॥ ঠিক আছে। তোমাকে একটি আস্ত ভাঁড়ের পোষাক দেওয়া হবে। (সবাই হাসে)

[হারুন-অল-রসীদ প্রস্থান করেন সবাই তাকে অনুসরণ করে]

—দৃশ্যান্তর—

তৃতীয় দৃশ্য

[আবুর বাড়ী]

[আবু ও এনায়েতের প্রবেশ]

এনায়েৎ॥ কি বলব দোস্ত দুঃখের কথা। ওর দিন শোচতে-শোচতে আমার দিল্ তবিয়ত সব খারাপ হয়ে গেল।

আবু॥ কিসের তোমার এত দুঃখ আমি বুঝতে পারছি না।

এনায়েৎ॥ আহা-হা তার তকলিফ দেখে আমার চোখে গল-গল করে পানী এসে গিয়েছিল।

আবু॥ কার কথা তুমি বলছ এনায়েৎ?

এনায়েৎ॥ আহা-হা, কোথায় তোমার ঘরে বিবি হয়ে এসে সুখে থাকবে, তা নয় কোথায় একটা ছোট বেখানদাসির সঙ্গে চলে গেল।

আবু॥ তুমি কি বোগদাদ বাজারের সেই লড়কীর কথা বলছ?

এনায়েৎ॥ আর কার কথা বলব দোস্ত? তার সঙ্গে আমার ভেলকীর মত মোলাকাত হয়ে গেল।

আবু॥ এ্যাঃ—কি বলছ তুমি? তার সঙ্গে তোমার মোলাকাত হ'য়েছে?

এনায়েৎ॥ এই বোগদাদেই সে আছে। সে আদমি তাকে কিনেছিল, তার সঙ্গে কাল বাত্ বলে আমি জানতে পারি, তোমাকেই সে তালাশ করেছে।

আবু॥ আমাকেই তালাশ করছে? কেন?

এনায়েৎ॥ আর কেন? সেই লড়কী দিনরাত তোমার কথা বলছে আর কাঁদছে। আ—হা—হা!

আবু॥ কি দেখলে বলনা দোস্ত।

এনায়েৎ॥ দাঁড়াও একটু কেঁদে নিই—আহা—হা—

আবু॥ শান্ত হও দোস্ত। বল কি দেখলে?

এনায়েৎ॥ দেখলাম, তার পোর দুটো শেকল দিয়ে বাঁধা—যাতে পালিয়ে না

যায়। আমাকে দেখেই সেই লড়কী একেবারে হাউ-হাউ করে কাঁদতে দেখে আমিও ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেললাম। একদিকে সে কাঁদছে হাউ-হাউ, আরেক দিকে আমি কাঁদছি ভেউ-ভেউ। কান্না চলছে—চলছে—চলছে—

আবু॥ সে তো বুঝলাম। কান্না কি আর খতম হলো না দোস্ত?

এনায়েৎ॥ অবশেষে কান্না খতম হলো, লেকিন ফোঁপানো চলল।

আবু॥ ফোঁপানোও কি আবার চলছে—চলছে—চলছে—হবে নাকি দোস্ত?

এনায়েৎ॥ তাতো হবেই। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল—আমার কলিজার আবু। মেরা দিল্‌কা চক্‌মক্‌, মেরা জানকা ধক্‌ধক্‌ তুমি কোথায়? আমার কলিজার এই আগুনে কবে এসে তুমি পানী ঢালবে—বাপ।

আবু॥ এঁ্যা—আমাকে আব্বাজান বলল?

এনায়েৎ॥ আরে ছো-ছো, ভুল হয়ে গেছে। কি বলব দোস্ত, তোমার কথা বলছে আর ভিরমি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। আরো কি বলল জানো—যতদিন না তোমার সঙ্গে সাদী হচ্ছে ততদিন পানী পর্যন্ত স্পর্শ করবে না।

আবু॥ তোমার কথা শুনে যে আমারও কান্না পাচ্ছে।

[ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে]

এনায়েৎ॥ পাবেই তো—পাবেই তো—এ যে জানফাটা কারবার। লেকিন কাঁদলে তো হবে না আবু। এর একটা ফয়সালা করতে হবে।

আবু॥ (একইভাবে) কি ফয়সালা করবে দোস্ত। সে তো দোসরা আদমির বিবি হয়ে গেছে।

এনায়েৎ॥ আমি সব বন্দোবস্ত করে এসেছি। সেই আদমি আমাকে বলেছে—এই বিবিকে কিনে তার বহুত লোকসান হয়ে গেছে। ক্রীতদাসীর কাম আর তাকে দিয়ে করাতে পারছে না। তাই সে ঠিক করেছে মাত্র পঁচিশ আশরফি পেলেই বিবিকে সে বেচে দেবে।

আবু ॥ সবই খোদার মেহেরবানি। খোদার মেহেরবানিতে সে নজদিকেই আছে।

এনায়েৎ ॥ খোদা যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে, তুমিও প্রসন্ন দিলে পঁচিশটা আশরফি নিয়ে এসো।

আবু ॥ পঁচিশ আশরফি কোথায় পাব দোস্ত। তোমার সঙ্গে সরাব খেয়ে ফুর্তি করে জমানো অর্থ ফতুর করে দিয়েছি।

এনায়েৎ ॥ অত ভাববার কি আছে দোস্ত? পঁচিশ আশরফি না থাকে ঘরের কোনো কিমতদার চীজ নিয়ে এসো। বেচে পঁচিশ আশরফি যোগাড় করে নেব।

আবু ॥ কিমতদার চীজ? কিমতদার চীজ···আব্বাজানের একটা আংটি তোরঙ্গের মধ্যে আছে।

এনায়েৎ ॥ তবে তো যোগাড় হ'য়েই গেল। যাও নিয়ে এসো।

আবু ॥ না এনায়েৎ, হবে না। আম্মা চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে।

এনায়েৎ ॥ মারো গুলি চাবির! তোরঙ্গ ভেঙে নিয়ে এসো।

আবু ॥ তোরঙ্গ ভাঙ্গলে যে বহুত কসুর হয়ে যাবে।

এনায়েৎ ॥ মহব্বতের জন্য কনো কামেই কসুর হয় না। একবার ভাবতো দোস্ত —লড়কী তোমার জন্য কপাল ভাঙ্গছে। আর, তুমি তার জন্য একটা তোরঙ্গ ভাঙ্গতে পারবে না?

আবু ॥ জরুর। মহব্বতের জন্য কত আদমি আগুনে ঝাঁপ দেয়। পানিতে ডুবে মরে। আমাকেও কিছু করতে হবে। সচ্চা মহব্বত কাকে বলে দেখিয়ে দেব। মহব্বতের দুনিয়ায় আমার নাম খোদাই করা থাকবে—লেখা থাকবে —আবু হোসেন মহব্বতের জন্য আম্মাজানের তোরঙ্গ ভেঙ্গেছে।

এনায়েৎ ॥ বাঃ বাঃ চমৎকার। এই না হলে মরদ্।

আবু ॥ তুমি অপেক্ষা কর, আমি ভেতরে গিয়ে তোরঙ্গ ভেঙ্গে আংটিটা নিয়ে আসছি। [আবু বুক ফুলিয়ে প্রস্থান করে]

এনায়েৎ ॥ ও: আমার ফিকিরের তুলনা নেই। নিজের বুদ্ধির কথা ভেবে নিজেরই গর্ব হচ্ছে। যাক্, আমার মনোবাসনা পূর্ণ হতে আর বেশী দেরী নেই। এক্ষুনি আংটিটা আমার হাতে এসে পড়বে।

[জাহুজার প্রবেশ]

জাহুজা ॥ ওরে বদমাস এনায়েৎ তুই আবার এসেছিস? তোকে না আমি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম বাড়ীমুখো হবি না। হ্যাঁরে মুখপোড়া, তুই কি আমার বাত শুনবিনা। না কি তোর কপালে ঝাড়ু মেরে আসা বন্ধ করতে হবে?

এনায়েৎ ॥ তুমি ঝুটমুট্ আমার ওপর গোসা হচ্ছ আবুর মা। আবু আমার প্রাণের দোস্ত। তাকে এক রোজ না দেখে আমি থাকতে পারি না।

জাহুজা ॥ তোর ধাপ্পাতে আমি ভুলছিনা। তুই আমার বেটাকে সরাব পিলাতে পিলাতে জান খতম করে দিবি।

এনায়েৎ ॥ এই দ্যাখো, তোমাকে তো আসল কথাটাই বলা হয় নি। আমি যে কসম খেয়েছি!

জাহুজা ॥ কি কসম খেয়েছিসরে পাজী।

এনায়েৎ ॥ এই দ্যাখো আবার গালমন্দ করছ। আমি কসম খেয়েছি— জিন্দেগী ভর্ সরাব ছোঁবনা। নিজেই যদি সরাব না ছুঁই তাহলে—তাহলে প্রাণের দোস্তকে কখনও সরাব পিলাতে পারি?

জাহুজা ॥ তোর সব বাত ঝুট্।

এনায়েৎ ॥ বিলকুল সাচ্। আচ্ছা—তুমি তো আর জলদি জলদি বেহেস্তে যাচ্ছ না। আমার কসম তুমি পরখ করে নিও।

জাহুজা ॥ সাচ্ বলছিস্ তুই কসম খেয়েছিস্?

এনায়েৎ ॥ সাচ্—সাচ্—সাচ্। এখন থেকে আমি একদম আচ্ছা আদমি হয়ে থাকব। সরাব ইধর তো আমি উধর।

জাহজা ॥ (নরম সুরে) তাহলে তোর ওপর আমার গোস্‌সা নেই। লেকিন বাত যেন নড়চড় না হয়।

এনায়েৎ ॥ বাত একদম পাককা—সরাব ছোঁবনা।

জাহজা ॥ তুমি খাড়া থাক। আমি আবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বেটাতো আমার খুব আচ্ছা। যা বলি তাই শোনে। আমি তাকে তোর সঙ্গে দোস্তী করতে বারণ করেছিলাম, সেই জন্যেই সে তোর সঙ্গে মোলাকাত করেনা। এখন গিয়ে হুকুম দিচ্ছি, তাহলেই সে এসে তোর সঙ্গে মোলাকাত করবে। বেটা আবু—বেটা আবু—

[জাহজা ডাকতে ডাকতে প্রস্থান করে]

এনায়েৎ ॥ সরাব ছোঁবনা। হাঃ হাঃ হাঃ। আমার গুষ্টি সরাবের ভেতর পয়দা হলো—আর আমি কসম খেয়ে পয়গম্বর হব। হাঃ হাঃ হাঃ।

[আবুর প্রবেশ]

আবু ॥ এনায়েৎ—

এনায়েৎ ॥ এনেছ দোস্ত ?

আবু ॥ হ্যাঁ—এনেছি।

এনায়েৎ ॥ দাও—আমার হাতে জলদি দাও। আমি আংটি বেচে লড়কীকে তুরন্ত নিয়ে আসি।

আবু ॥ আমিও তোমার সঙ্গে যাব এনায়েৎ।

এনায়েৎ ॥ তুমি ফালতু কেন যাবে ? তুমি ঘরে গোছগাছ করো। আমি সেই লড়কীকে কিনে, মোল্লা মৌলবী সংগে নিয়ে আসব। আজই তুমি তাকে সাদী করে বিবি বানিয়ে ফেলো।

আবু ॥ (আনন্দে) আজই তাকে সাদী করে ফেলবো ?

এনায়েৎ ॥ এসব কামে কি দেরী করতে আছে ? ঝট্‌পট্ কেল্লা ফতে করতে হয়।

আবু ॥ তাকে দেখবার জন্ত আমার দিল্ বহুত তড়পাচ্ছে।

এনায়েৎ ॥ আহা—সাদীর আগে এমনই হয় বটে। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাক দোস্ত। আমি গেলাম আর এলাম বলে।

আবু ॥ যাও যাও দোস্ত—দিলে আমার বহুত ফুর্তি। আজ আমার সাদী হবে। সাদী হবে তো?

এনায়েৎ ॥ আলবৎ হবে। আমি চললাম দোস্ত।

[এনায়েতের প্রস্থান]

আবু ॥ আমার সাদী হবে। ভাবতেই শরীরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। খুন একেবারে টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ করছে। (ভাবতে থাকে) ঐ আমার বিবি আসছে—আসছে—আসছে—এই এসে গেল। মোল্লা এলো। মৌলবীও এসে গেল। কোরান শরীফও পাঠ হলো। সাদীও হয়ে গেল। (আবেগে) একবার সাদী হলে না ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না। দরজায় কুলুপ লাগিয়ে দেব। আর খুলবো না। বিবি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। হরবকত বিবির পেছনে ঘুরঘুর ঘুরঘুর করব। [সুর করে নাচে]

[আবুর গান অথবা আবৃত্তি]

আমার সাদী হবে, সাদী হবে, সাদী হবেরে
তোমরা বিবি দেখবে কে?
আমার সাদী হবে, সাদী হবে, সাদী হবে রে।

[জাহুজা রণমূর্তি নিয়ে প্রবেশ করে। আবু তাকেও সুর করে একই কথা বলে]

জাহুজা ॥ (চেঁচিয়ে) তোর দিমাগ খারাপ হ'য়েছে? (আবু থামে) আমার তোরঙ্গ ভাঙ্গলে কে? তোরঙ্গ থেকে আংটি নিল কে?

আবু ॥ (আদুরে সুরে) আম্মা, আমার তো সাদী হবে, তাই আমি তোরঙ্গ ভেঙ্গে আংটি নিয়েছি।

জাহুজা ॥ কিসের সাদীরে উল্লুক?

আবু ॥ এনায়েৎ এসে বলল—পঁচিশ আশরফি দিলে, সে আমার পসন্দ করা

বিবিকে কিনে এনে দিয়ে যাবে। আম্মা, আমার তো পঁচিশ আশরফি নেই। তাই—

জাহুজা॥ তাই তুই তোরঙ্গ ভেঙ্গে আংটি নিয়ে এনায়েৎকে দিয়েছিস ?

আবু॥ হ্যাঁ—।

জাহুজা॥ হারামজাদা বেকুব। তোকে ঠকিয়ে আংটি নিয়ে গেল তুই বুঝতে পারলি না। তখনই আমার মন বলছিল—বদমাস এনায়েৎ কোনো মতলব নিয়ে এসেছে। হায় হায় আমার খসমের শেষ চিহ্নটাও আমার বেকুব বেটা শেষ করে দিল। তুই গোল্লায় যা। তুই মর— (কাঁদে)

আবু॥ আম্মা, ঐ লড়কীকে সাদী করতে আমার দিল্ চায় তো—

জাহুজা॥ আল্লা, আমার সাদা সরল বেটাকে একটু বুদ্ধি দাও। না হলে ওর দোস্তরা ওকে জানে প্রাণে খতম করবে।

আবু॥ জানো আম্মা, যাকে আমি সাদী করব না, সে আমার জন্ম কেঁদে কেঁদে খালি ভিরমি খাচ্ছে—খালি ভিরমি খাচ্ছে।

জাহুজা॥ হারামজাদা বুদ্ধু, তোকে আমি সাদী করাচ্ছি। চল অন্দর তোর বাপের সাদী আমি করিয়ে ছাড়ব। চল—

[জাহুজা আবুর কান ধরে চারদিকে চক্কর মারে। আবু সুর করে বলে—]

আমার সঙ্গী হবে সাদী হবে সাদী হবে রে
তোমরা বিবি দেখবে কে ?
আমার সাদী হবে সাদী হবে সাদী হবেরে॥

[জাহুজা একই অবস্থায় আবুর কান ধরে প্রস্থান করে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[বোগদাদ বাজার]

[জালিম, মেহের ও মীর্জার প্রবেশ]

মেহের ॥ ও জালিম মিঞা, আর কতক্ষণ বাজারে ঘোরাঘুরি করবে? বাজার ভেঙ্গে গেছে। আমরা এখন তল্পীতল্পা গোটাবো।

জালিম ॥ সেই মালদার আদমির জন্য ইন্তেজার করছি। সে আমাকে ওয়াদা করেছে, রোজ আমার কাছ থেকে একজন করে বিবি খরিদ করবে। আমি তার জন্য সাতজন বিবি জমা করেছি।

মীর্জা ॥ আরে মিঞা, সে এখন ইস্পাহানের বিবি নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। কাকে কি ওয়াদা করেছে, তার কি তা মনে আছে?

মেহের ॥ সেই সাতবিবিকে কোথায় রেখে এসেছ জালিম মিঞা? সুন্দরীদের একটু দেখতে পাব না?

জালিম ॥ তাদের এক নম্বর সরাই খানায় রেখেছি। বোগদাদের বিবি নয় সাহেব। ভিন দেশের বড়ঘরের বিবি। খানা পিনা দিয়ে আচ্ছা তবিয়তে রেখেছি। তাদের সুরত দেখতে ভী আশরফি খরচ করতে হয়।

মেহের ॥ আহা, আহা শুনেই আমার খুন টগবগ করছে। আর পেলেতো বেহুঁস হয়ে যাব। বদনসীব, আমরাতো পাব না। তবু একটু চোখের দেখা—

মীর্জা ॥ ঠিক বলেছ মেহের আলি। আমার বিবিটাকে আর আচ্ছা লাগছে না। দুসরা বিবি পেলে, এই বিবিটাকে তালাক দিতাম। মিঞা, তোমার কাছে পাঁচ আশরফি দামের বিবি আছে? থাকে তো দাওনা—নিকা করে ফেলি।

জালিম ॥ জরুর আছে, লেকিন—

মীর্জা ॥ লেকিন কি?

জালিম ॥ এক চোখ কানা—কম নজর দেখে।

মীর্জা ॥ এঁ্যা—কানা!

জালিম ॥ কান ভী কালা। বাত শুনতে পায় না।

মীর্জা ॥ কানেও শোনে না?

জালিম ॥ অওর—

মীর্জা ॥ আবার কি?

জালিম ॥ একটা পা খোঁড়া। লাফ মারকে মারকে চলে।

[জালিম নিজেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেলাম জানিয়ে চলে যায়]

মীর্জা ॥ কানা খোঁড়া নিয়ে লাভ নেই—কি বলো?

মেহের ॥ জরুর। নিতে হলে খুবসুরত চাই! আমিও তো সেই মওকায় আছি।

[এনায়েৎ প্রবেশ করে]

মেহের ॥ ও এনায়েৎ সাহেব, এখন সওদা করতে এলে নাকি?

এনায়েৎ ॥ না মিঞা, আবুর সঙ্গে দোস্তি খতম হয়ে, আমার সওদাও খতম। দোসরা মালদার আদমি পাকড়াবার তালে আছি। পেলেই তার সঙ্গে দোস্তি করব। তার পয়সায় সরাব খাব, মজা লুটব। তাকে দেউলিয়া করে দোস্তি খতম করব। ফির আরেকটা মালদার আদমি পাকড়াবো।

মেহের ॥ এনায়েৎ সাহেবের বাহাদুরী আছে। যাকে পাকড়াও করে, তাকে একেবারে ছোবড়া করে দেয়।

এনায়েৎ ॥ এই বাহাদুরী আমার বংশের ঘরওয়ানা। আমার বাপ ছিল আরো শায়েনশা আদমি—এক রোজের দোস্তিতে সে, আমিরকে ফকির বানিয়ে ছাডতো।

মীর্জা ॥ এনায়েৎ সাহেব, এক কাম করতে পার? মকবুল সাহেবের অনেক আশরফি আছে। ওর সঙ্গে দোস্তি কর না, আমরা বেঁচে যাই।

এনায়েৎ ॥ ঠিক বাত মকবুল, এতক্ষণ আদমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মসজিদে

গিয়ে পাকড়াতে হবে। সরাবওয়ালা, কাল তুমি একটা বড় হাঁড়ি ভর্তি সরাব নিয়ে এসো। মকবুলের আশরফিতেই কাল তোমার সরাব খাব।

মীর্জা॥ হাজার দফে সেলাম। এই কাম যদি করতে পার সাহেব, তোমার গোলাম হয়ে থাকব।

এনায়েৎ॥ ঘাবড়াও মত। ঐ মকবুলকে ফতুর করতেই আমি চললাম।

[এনায়েতের প্রস্থান]

মীর্জা॥ এইবার ঠিক আদমি লাগিয়েছি! চল ভাই আজ আর খদ্দেরপাতি আসবে না। আমি চললাম।

[মীর্জা যেতে উদ্যত হয়। মকবুল প্রবেশ করে]

মকবুল॥ কোথায় চললিরে পাজী বদমাস?

মীর্জা॥ সেলাম মকবুল সাহেব!

মকবুল॥ আর সেলাম দিতে হবে না। সেদিনের বাকী দুই আশরফি তুরন্ত দিয়ে দে।

মীর্জা॥ দেখুন মকবুল সাহেব। বেচা কেনা একদম নেই। কাল আপনার পাওনা একেবারে মিটিয়ে দেব।

মকবুল॥ কোনো বাত শুনব না। দুই আশরফি জলদি বার কর।

[নেপথ্যে শোনা যায়—চোর, ডাকু, গুণ্ডা, বদমাস হুঁশিয়ার হো যাও—]

মীর্জা॥ এই সর্বনাশ হয়েছে। কোটাল ব্যাটা আসছে। জলদি পালান মকবুল সাহেব। না হলে এক্ষুনি বখরা দিতে হবে।

মকবুল॥ ওরে বাবা, তাহলে আমি পালাই। মনে থাকে যেন, কোটাল চলে গেলেই কিন্তু পাওনা দিতে হবে হ্যাঁ।

[প্রস্থান]

র্জ॥ ব্যাটা একটা কসাই।

মেহের॥ ঠিক বলেছ।

সেপাই ॥ (নেপথ্যে) চোর ডাকু গুণ্ডা বদমাস হুঁশিয়ার হো যাও—

[কোটাল প্রবেশ করে]

কোটাল ॥ (চড়া গলায়) কোতল করে ফেলব!

সেপাই ॥ জী! কোতল করে ফেলব।

কোটাল ॥ যে চুরি করবে—

সেপাই ॥ কোতল করব।

কোটাল ॥ ডাকাতি করবে—

সেপাই ॥ কোতল করব।

কোটাল ॥ সুদে আশরফি খাটাবে—

সেপাই ॥ কোতল করব।

[লম্বা লম্বা পা ফেলে কোটাল পায়চারি করে। সেপাই অনুসরণ করে। হঠাৎ থেমে কোটাল হাঁক দেয়]

কোটাল ॥ সেপাই—

সেপাই ॥ হুঁজুর—

কোটাল ॥ ব্যাপার কি বলত? বাজারে ঢুকলাম অথচ ট্যাঁকে কিছু আসছে না কেন?

সেপাই ॥ এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি হুঁজুর। (মেহেরকে) এই ফলওয়ালা, চল্ তোকে হাজতে নিয়ে যাই।

মেহের ॥ কেন—কেন সেপাই সাহেব? আমি কি করলাম?

সেপাই ॥ কি করলি আবার জিজ্ঞেস করছিস? কোটাল সাহেবের নজরানা এখনো—

মেহের ॥ ও এই কথা! তা এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি। এই নাও এক আশরফি।

কোটাল ॥ সেপাই, বলে দে এক আশরফিতে আমার চলবে না। কমসে কম পাঁচ আশরফি আমার চাই।

মেহের ॥ মরে যাব। মরে যাব কোটাল সাহেব।

কোটাল ॥ তাহলে এক ঝুড়ি ফল আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিবি। আমার বিবি খাবে। না দিলে—

সেপাই ॥ কোতল করব।

মেহের ॥ জরুর পাঠিয়ে দেব হুঁজুর। কোটাল সাহেবের বিবি বলে কথা।

[সেলাম করে প্রস্থান করে]

কোটাল ॥ (মীর্জাকে) গর্দান নেব।

সেপাই ॥ কচুকাটা করব।

মীর্জা ॥ কেন হুঁজুর ?

কোটাল ॥ দেখি তোর সরাব কি রকম ?

সেপাই ॥ দেখি কিরকম ?

[মীর্জা দু'জনকে দু'পাত্র সরাব দেয়]

কোটাল ॥ (এক চুমুক খেয়ে) গন্ধ !

সেপাই ॥ এঁ্যা গন্ধ ? [খেয়ে] হুঁ গন্ধ ! সরাবের গন্ধ !

কোটাল ॥ তোর জরিমানা হলো। তোর সরাবে সরাবের গন্ধ। পাঁচ আশরফি !

মীর্জা ॥ জরিমানা দিতে পারব না হুঁজুর।

কোটাল ॥ তাহলে আরো দু'পাত্র খাওয়াতে হবে।

মীর্জা ॥ জরুর খাওয়াব। (সেপাইকে দিতে যায়) আপনিও খান সেপাই সাহেব।

কোটাল ॥ উঁহু (নিজেকে দেখিয়ে) এদিকে। (দু'পাত্র খেয়ে নেয়) না— গন্ধ নেই।

সেপাই ॥ দেখি—দেখি—(সেপাই এক পাত্র খায়) না গন্ধ নেই। সরাবের গন্ধ নেই।

কোটাল ॥ সরাবে সরাবের গন্ধ নেই ! জরুর ভেজাল দিয়েছিস।

সেপাই ॥ হ্যাঁ ভেজাল দিয়েছিস।

কোটাল ॥ তোর দশ আশরফি জরিমানা হলো।

মীর্জা ॥ হায় খোদা, সরাব খাওয়ালাম তবু জরিমানা দিতে হবে।

কোটাল ॥ জরুর দিতে হবে।

মীর্জা ॥ গরীব আদমি হুঁজুর। মকবুল সাহেবের কাছ থেকে সুদে আশরফি ধার নিয়ে কারবার করি।

কোটাল ॥ সেই মকবুলকেও কোতল করব। কোথায় মকবুল? কোথায় মকবুল? মকবুল নেই। (হাসি)

সেপাই ॥ মকবুল নেই নেই—নেই—নেই।

কোটাল ॥ আচ্ছা সরাবওয়ালা তুমি অমন মুখ ভার করে আছ কেন? তোমার মনে কিসের দুঃখু?

সেপাই ॥ হ্যাঁ বল কিসের দুঃখু? কোটাল সাহেব তোমার সব দুঃখু সারিয়ে দেবে। সেদিন একজনের খুব দুঃখু হয়েছিল। কোটাল সাহেব কত বোঝালে,—দুঃখু কোরনা—দুঃখু কোর না। তবু লোকটা দুঃখু করল। তখন কোটাল সাহেব তার গলাটা কুচ করে কেটে দিল। ব্যাস অমনি সব দুঃখু সেরে গেল।

কোটাল ॥ হ্যাঁ বাবা। আমি ওরকম করেই দুঃখু সারাই।

মির্জা ॥ না হুজুর, আমার কোনো দুঃখু নেই। আমার মনে খুব ফুর্তি।

কোটাল ॥ এই তো চাই। বুঝলে সরাবওয়ালা, আমার মনেও খুব ফুর্তি। সেপাই, তোমার? [তরোয়াল বার করে]

সেপাই ॥ আমার মনেও খুব ফুর্তি।

কোটাল ॥ তাহলে একটা গান গাও।

[মীর্জার প্রস্থান]

[কোটাল অথবা সেপাই গান করে, দরকার হলে গান বাদ দেওয়া অথবা ছড়ার আকারে আবৃত্তি করলেও চলবে।]

গান

মৌরসি পাট্টার তালে তালে ভাই।
পিটে যাও জীবনের ডঙ্কা।
দুঃখের কলজেটা ভেজে খাও।
ফুর্তির তেলে দিয়ে লঙ্কা।
ফকিরির বেশে চলে সুদখোর
ঝুটাবাত্ নয় এযে যাচ্চা
আশরফি তায়ে বসে দেখ ভাই
মাসে মাসে দেয় শুধু বাচ্চা।
(তাই) যত পার দুই হাতে লুটে নাও
দুনিয়ার সেরা চীজ টঙ্কা॥

[কোটাল ও সেপাই গাইতে গাইতে চলে যায়]

[আবুর প্রবেশ]

আবু॥ সন্ধ্যে হয়ে গেল—বাজারে একজনও আদমি নেই। তবে কি আমার নসীব খারাপ। কোনো মেহমানকে ঘরে নিয়ে খানা খাওয়াতে পারব না। ঐ তো মনে হচ্ছে দু'জন আসছে।

[হারুন ও মশরু ছদ্মবেশে প্রবেশ করে]

মশরু॥ হুঁজুর বাজারতো ভেঙ্গে গেছে। আর এখানে চক্কর মেরে কি হবে?

হারুন। হুঁ, তাইতো দেখতে পাচ্ছি। চলো অন্য দিকে পরিভ্রমণ করি।

আবু॥ সাহেবদের জিজ্ঞাসা করতে পারি কোনো তকলিফে পড়েছেন কিনা।

হারুন॥ কে মিঞা, তুমি একলা দাঁড়িয়ে আছ?

আবু। আমার নাম আবু হোসেন। এই বোগদাদ শহরে আমার বাস। আমি আমি একজন মুসাফিরের তালাস করছি।

হারুন। এতো অদ্ভুত কথা শুনছি। মুসাফিরের কেউ তালাস করে?

মশরু। শুধু অদ্ভুত নয় হুঁজুর। কিম্ভূত কিমাকার।

হারুন॥ ঠিক বলেছ কিম্ভূত কিমাকার।

আবু॥ সাহেবদের কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে। আপনারা কি কোনো দিন এই বাজার থেকে কোনো বিবিকে খরিদ করেছিলেন?

হারুন॥ এ মিঞা বলে কি? আমি ভিন দেশের সওদাগর। এ আমার নোকর। গিড্ডু মিঞা। আমরা বহুত দূর দেশ থেকে আসছি। যাব বহুত দূর। সেই বসরা। আজ রাতটা বোগদাদেই কাটাব। আমাদের জোর ভুক লেগেছে। তাই সরাইখানা তালাস করছি।

আবু॥ তাহলে আমারই আদমী পহচানতে ভুল হয়েছে। তা আমি থাকতে আপনাদের ভাবনা কি সাহেব? আমি তো আপনার মতই একজন মুসাফিরের তালাস করছি। মেহেরবানি করে আমার বাড়ী চলুন। খানা পিনা করে রাতটা আরামে ঘুমোবেন। তারপর বেহানে খুস দিল্ নিয়ে বসরা রওনা হবেন।

হারুন॥ বহুত বহুত সুক্রিয়া। তোমার দাওয়াতে খুব খুশী হ'লাম। আজ থেকে তোমার সঙ্গে দোস্তি করলাম।

আবু॥ না সাহেব—দোস্তির কারবার আর করবনা।

হারুন॥ সে হয়না মিঞা, দোস্তি তোমাকে করতেই হবে। তুমি এত উপকার করলে আমার। তোমার সঙ্গে দোস্তি না করলে কি করে চলে।

আবু॥ তবে যাও মিঞা তুমি সরাইখানায়।

হারুন॥ কেন—কেন? দোস্তি করতে তোমার এত ডর কেন মিঞা?

আবু॥ দোস্তরা সব বেইমান হয়। তাই ঠিক করেছি, এক এক রাত এক এক মুসাফিরকে দাওয়াত দেব। লেকিন দোস্তি করব না।

হারুন॥ ঠিক আছে মিঞা তোমার যা ইচ্ছে তাই হোক। আমি মেহমান হয়েই তোমার ঘরে রাত কাটাব।

আবু॥ তাহলে আসুন মুসাফির আমার সঙ্গে—খানা তৈয়ার।

[আবু হারুন ও মশরুকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান করে]

॥ দৃশ্যান্তর ॥

পঞ্চম দৃশ্য

[প্রাসাদ। জুবেদা ও শাকিলার প্রবেশ]

জুবেদা॥ না—না শাকিলা, রোশেনার মুখে হাসি ফোটাতেই হবে। সুলতানের প্রাসাদে তার বেটি মুখ ভার করে থাকলে কিছুতেই চলবে না।

শাকিলা॥ আপনি ভাববেন না বেগম সাহেবা। আমি আজ রোশেনা বিবিকে হাসাবার আচ্ছা ফিকির করেছি।

জুবেদা॥ তাইতো বলি। তোর কাছে কেউ না হেসে থাকতে পারে না। তবে রোশেনার মুখে হাসি আনতে তোর এত দেরী হচ্ছে কেন? তাকে যদি আজ সত্যি হাসাতে পারিস, তোকে বহুত ইনাম দেব।

শাকিলা॥ জরুর সে হাসবে। একটু পরে এসে দেখবেন—রোশেনা বিবি হাসতে হাসতে ইধারসে উধার গড়িয়ে পড়ছে। আবার উধারসে ইধার গড়িয়ে পড়ছে।

জুবেদা॥ বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। আমি তাহলে যাচ্ছি—রোশেনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [জুবেদার প্রস্থান]

শাকিলা॥ হায় খোদা, কি ফ্যাসাদেই পড়লাম। বিবি হাসবে না, তবু তাকে জোর করে হাসাতেই হবে। অমাবস্যার আসমানে চাঁদ উঠবে না, তবু চাঁদ ওঠাতেই হবে। বেগম সাহেবার আদেশ, এখন ঠ্যালা সামলাও—। রহমানটা এখনও হাসির দাওয়াই নিয়ে আসছেনা কেন? কখন গেছে, হাজির হবার নামটি নেই। কি করি—

[রহমান প্রবেশ করে]

রহমান॥ প্রাণের বুলবুলি—

শাকিলা॥ বেকুব, আমি এদিকে ছটফট করছি—তবু তোর পাত্তা নেই। হেকিম সাহেবের কাছ থেকে হাসির দাওয়াই এনেছিস?

রহমান॥ আলবৎ এনেছি। এই ভাখ দশ বড়ি এনেছি। হেকিম সাহেব

বলেছে—একটা যে খাবে—হেসে গড়িয়ে পড়বে। দুটো যে খাবে আসমানে সে উড়বে। আর তিনটে যে খাবে জমীনের নীচে সে চলে যাবে।

শাকিলা॥ তুই আমাকে বাঁচালি রহমান। বেগম সাহেবাকে আমি ওয়াদা করেছি—রোশেনা বিবিকে আজ যে করেই হোক হাসাবই। শুনে বেগম সাহেবা আমাকে কি বলেছে জানিস?

রহমান॥ কি বলেছেরে বুলবুলি?

শাকিলা॥ আমাকে বহুত ইনাম দেবে।

রহমান॥ ওহোঃ তুই তো আজ কামাল করবিরে বুলবুলি।

শাকিলা॥ ইনাম মিললে না—তোকেও বখরা দেব।

রহমান॥ বখরা চাইনা বুলবুলি। তোকে মিললেই আমি খুশ দিলে থাকব।

শাকিলা॥ দে দে, হাসির বড়ি আমার হাতে দে।

রহমান॥ (দিয়ে) এই নে—

শাকিলা॥ এখন জলদি পালা—রোশেনা বিবি এখুনি আসবে।

রহমান॥ একটু আমার কাছে আসবিনা বুলবুলি?

শাকিলা॥ মরণ! (কাছে গিয়ে) এই এসেছি—

রহমান॥ (হাত ধরে) কি নরম নরম তোর হাত।

শাকিলা॥ আহা ক্যায়া মিঠা তেরা বাত্।

রহমান॥ তবে চল্ চল্ মেরা সাথ্।

শাকিলা॥ (গুঁতো মেরে) বেশরম্—আভি হাট্।

রহমান॥ (কপালে হাত দিয়ে] হায় হায় সব কুছ বরবাদ।

[রহমান কপালে হাত রেখে প্রস্থান করে]

[রোশেনা প্রবেশ করে]

শাকিলা॥ এই যে বিবি, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

রোশেনা॥ গুলবাগে শাকিলা ছিলাম।

শাকিলা ॥ তুমি যে হারেমের সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছ।

রোশেনা ॥ কেন?

শাকিলা ॥ সবাই বলেছে—রোশেনা বিবি হাসে না কেন?

রোশেনা ॥ সত্যিরে শাকিলা—এত সুখেও আমার হাসি আসে না। সব সময় কোশিশ করি আমোদ করতে ফুর্তি করতে। কিন্তু কিছুতেই পারি না।

শাকিলা ॥ ঘাবড়াও মত বিবি। হেকিম সাহেবের কাছ থেকে বড়িয়া দাওয়াই এনেছি। খেলেই সব কুছ গড়বড় ঠিক হয়ে যাবে। এই নাও বিবি, একটা বড়ি খাও।

রোশেনা ॥ বড়ি কেন খেতে বলছিস? আমার তো বেমারী হয়নি।

শাকিলা ॥ ওহো—তুমি বুঝতে পারছ না। এ তোমার জবরদস্ত বেমারী। দাওয়াই না খেলে কিছুতেই সারবে না।

রোশেনা ॥ আচ্ছা দে খাই। আমার জন্য প্রাসাদে সবাই মুখ কালো করে থাকবে—এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

[রোশেনা বড়ি খায়]

শাকিলা ॥ আর কুছ ভাবনা নেই বিবি। এখুনি দিল্ তবিয়ত সব কুছ ঠিক হয়ে যাবে।

রোশেনা ॥ শাকিলা, আমার শিরে কিরকম চক্কর মারছে—

শাকিলা ॥ ব্যস ব্যস, দাওয়াইয়ের কাম শুরু হয়েছে।

রোশেনা ॥ আমার নাচতে ইচ্ছে করছে শাকিলা—

শাকিলা ॥ নাচতে ইচ্ছে করছে? বাঃ বাঃ!

রোশেনা ॥ গানও করতে ইচ্ছে করছে।

শাকিলা ॥ আরে বাঃ বাঃ!

রোশেনা ॥ তোকেও এই দাওয়াই খেতে হবে।

শাকিলা ॥ আমি তো হাসি খুশী আছি। আমার দিল্ তবিয়ত ঠিক আছে। আমি কেন দাওয়াই খাব?

রোশেনা ॥ বেয়াদপ বাঁদী, আমার আদেশ না শুনলে এখুনি জল্লাদ ডেকে তোর শির কেটে ফেলব।

শাকিলা ॥ দোহাই বিবি আমাকে মেরো না।

রোশেনা ॥ তবে খা দুটো বড়ি।

শাকিলা ॥ হায় আল্লা, দুটো বড়ি খেতে হবে! আচ্ছা বিবি, আমি দুটো বড়িই খাচ্ছি।

[শাকিলা দুটো বড়ি খেয়ে বড়ির ঠোঙ্গা রোশেনার হাতে দেয়। রোশেনা হাসতে শুরু করে]

রোশেনা ॥ এখন মজা পাবি। বহুত মজা।

[শাকিলা দু'হাত তুলে পাখির ডানা নাড়ার মত নাড়তে থাকে]

শাকিলা ॥ বিবি, আমি যে আসমানে উঠে যাচ্ছি। কি হবে বিবি! বান্দা রহমান যে নীচে থেকে গেল।

রোশেনা ॥ এইবার ঠিক হয়েছে। এত কাছাকাছি থেকে কি মহব্বত জমে? যা—আসমানে।

শাকিলা ॥ বান্দা রহমানকে বলে দিও বিবি ও যেন দোসরা বাঁদীর দিকে নজর না দেয়।

রোশেনা ॥ (আরো হেসে) তুইও আসমানে গিয়ে অন্য কোনো বান্দার দিকে নজর দিস না।

শাকিলা ॥ কি হবে বিবি, আসমান জমীন যে বহুত ফারাক্। কি করে আমি তোমার কাছে যাব বিবি?

[রোশেনা ও শাকিলা গান ধরে]

গান

[গান বাদ দিলেও চলবে]

রোশেনা ॥ তুই আসমানেরই হুরি
একি খেলিস লুকোচুরি।

কোন যাদুতে হলিরে তুই
বিনি সুতোর ঘুড়ি।

শাকিলা॥ আমার জান বাঁচে না মরি।
এখন ফিকির কিবা করি;
আমায় গুণ করেছে তোরই
ঐ হেকিমেরই বড়ি॥
[জুবেদা প্রবেশ করে]

জুবেদা॥ কি হলোরে এখানে? এত গান নাচ সোরগোল কিসের? শাকিলা তুই পাখীর মত হাত নাড়ছিস কেন?

শাকিলা॥ আমি আসমানে উড়ছি বেগমসাহেবা।

রোশেনা॥ আম্মাজি, আজ আমরা খুব ফূর্তিতে আছি।

জুবেদা॥ বহুত আচ্ছা বেটি। আমি তো এই চাই।

রোশেনা॥ আম্মাজী, তুমিও আমাদের সঙ্গে আনন্দ করো, ফূর্তি করো—

জুবেদা॥ জরুর করব বেটি। বল্ আমাকে কি করতে হবে?

রোশেনা॥ হেকিমের তিনটে বড়ি খেয়ে নাও। খেলেই দিলে মজা আসবে।

জুবেদা॥ তুই যাতে খুশী হোস্, সেই কাম আমি জরুর করব। দে আমাকে তিনটে বড়ি।

রোশেনা॥ এই নাও আম্মাজী।

[রোশেনা বড়ি দেয়। জুবেদা খায়]

জুবেদা॥ এবার খুশী হয়েছিসতো বেটি?

রোশেনা॥ জী আম্মাজী। একটু পরে আমার চাইতে তুমিই বেশী খুশী হবে।

জুবেদা॥ বেটি আমি জমীনের নীচে চলে যাচ্ছি কেন?

রোশেনা॥ (হাসতে হাসতে) এইবার ধরেছে।

জুবেদা ॥ (হাত দুটো শূন্যে তুলে) আমাকে ধর বেটি আমি পড়ে যাব। ইস্ কত বড় সুড়ঙ্গ। ওপর থেকে দড়ি ফেল বেটি, আমি বেয়ে বেয়ে উঠি।

শাকিলা ॥ আমি যে নামতে চাই বেগম সাহেবা।

জুবেদা ॥ আমি যে উঠতে চাই শাকিলা।

[রোশেনা গান ধরে]

গান

[বাদ দিলেও চলবে]

দ্যাখো দ্যাখো এই দুনিয়া,
কেমন মজাদার।
এক পলকে বেগম নীচে
বাঁদী উপর তার ॥
উঠতে গেলে নামতে হবে,
নিয়ম দুনিয়ার।
ওঠা নামার খেলায় দেখ,
বেগম মানে হার ॥

[গাইতে-গাইতে রোশেনা দু'জনের হাত ধরে নিয়ে চলে যায়]

দৃশ্যান্তর

ষষ্ঠ দৃশ্য

[আবু হোসেনের বাড়ী]

[আবু এবং ছদ্মবেশী হারুন ও মশরুর প্রবেশ।]

আবু॥ আইয়ে, বৈঠিয়ে আমার গরীবখানায়। ~~আম্মাখানা দাও~~। ~~নিন সাহেব শুরু করুন—~~

হারুন॥ হাঃ হাঃ ক্যায়া বড়িয়া খানা। কভি নহি খায়া এইস্যা বৈগুনকা ভরতা। সুরায়া কাবাব যেন মুখেই লেগে থাকছে।

আবু॥ মুরগীর ছালামটা কেমন খেলেন সাহেব।

হারুন॥ মুরগীর ছালামটাতো সবসে উমদা। আমি সব খানা খেতেই পারিনি।

মশরু॥ হুজুর। আমি কিন্তু আরো খেতে পারতাম।

হারুন॥ বেকুব অতো খেয়ো না। কৈ রোজ দম বন্ধ হয়ে পেট ফেটে মরে যাবে।

হারুন॥ আচ্ছা আবু ভাই তুমি আমাদের এত উপকার করলে বিনিময়ে তোমার যদি কিছু উপকার করতে পারতাম তাহলে খুব ভাল হতো। আচ্ছা ভাই তোমার কি মনের কোন সাধ নেই?

আবু॥ সাধ যা আছে, তা হবার নয় মুসাফির।

হারুন॥ কি এমন সাধ যে হবার নয় ভাই।

আবু॥ যদি একদিনের জন্য বাদশাহীটা পাইতো সব পাজী বদমাস আদমিকে খুব সাজা দিই।

হারুন॥ কোন্ কোন্ আদমি বদমাস আমাকে বলবে ভাই। আমার—জানতে ইচ্ছে করে।

আবু॥ পয়লা নম্বর আমার সঙ্গে যার আগে দোস্তী ছিল, সেই এনায়েৎ।

হারুন॥ কেন কি করেছে সে?

আবু ॥ আমার ধনদৌলত লুটে-পুটে খেয়েছে। ঘরের বহুত দামী দামী জিনিস ঠকিয়ে নিয়েছে।

হারুন ॥ তবে তো তোমার দোস্তের জরুর সাজা পাওয়া উচিত। আচ্ছা দোসরা নম্বর বদমাস কে বলতো ?

আবু ॥ ঐ সুদখোর মকবুল।

হারুন ॥ সে আবার কি বদমাইসি করলো ?

আবু ॥ আমার আম্মা তার কাছে মাল বন্ধকী রেখেছিল। বন্ধকীর টাকা ফেরৎ দিয়ে আম্মা যখন জিনিস ফেরত চাইল, তখন মকবুল জিনিস না দিয়ে বহুত গালমন্দ করলো। আর বলল বন্ধকীর সুদের টাকা জমা হয়ে মাল বেদখল হয়ে গেছে। আর মাল ফেরত পাবি না।

হারুন ॥ তেসরা নম্বর কে বদমাস আবু মিঞা ?

[নেপথ্যে শোনা যায় চোর-ডাকু-গুণ্ডা-বদমাস হোঁসিয়ার হো যাও।]

আবু ॥ এইরে কোটাল আসছে।

হারুন ॥ তাতে ডরের কি আছে ?

আবু ॥ এখুনি এসে হরেকরকম বাহানা করবে।

[কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে।]

কোটাল ॥ গর্দান নেবো।

সেপাই ॥ শূলে চড়াবো।

কোটাল ॥ কি বললি ?

সেপাই ॥ শূলে চড়াবো।

কোটাল ॥ বুদ্ধু সেপাই, গর্দান নেবার পর মরা আদমীকে শূলে চড়ালে তার কি দরদ মালুম হবে ?

সেপাই ॥ তাহলে আগে শূলে চড়িয়ে তারপর গর্দান নেব।

কোটাল ॥ (আবুকে) হ্যাঁ, আগে শূলে চড়িয়ে তারপর গর্দান নেব।

আবু ॥ কেন কোটাল সাহেব ?

কোটাল ॥ জানিস না খালিফা হারুন অল রশিদের রাজত্বে কারো রাত জাগবার হুকুম নেই।

আবু ॥ এমন হুকুমতো জানিনা। কবে থেকে হলো?

কোটাল ॥ সেপাই বলে দে কবে থেকে।

সেপাই ॥ তাইতো কবে থেকে বলি? আজ থেকেই বলে দিই হুজুর।

কোটাল ॥ তাই বলে দে।

সেপাই ॥ এই, আজ থেকেই খালিফার হুকুম জারী হয়েছে কেউ রাত জাগতে পারবে না।

মশরু ॥ হুজুর, আমার হাসি পাচ্ছে।

হারুন ॥ চোপরও বেকুব।

কোটাল ॥ সেপাই, লোকটা হাসছে কেন?

সেপাই ॥ জরিমানা করে দিন হুজুর।

কোটাল ॥ এই তোর জরিমানা হলো এক আশরফি। দু'জনের তিন আশরফি জলদি জমা কর।

সেপাই ॥ কোটাল সাহেব তিন আশরফি দুই ভাগ করতে অসুবিধা হবে, আরো এক আশরফি ঐ লোকটাকে জরিমানা করে দিন। চার আশরফি হলে ভাগে দুই আশরফি থাকবে।

কোটাল ॥ আচ্ছা ওকেও এক আশরফি জরিমানা করলাম। এবার সবার জরিমানা দিয়ে ফেলো।

হারুন ॥ ঘাবড়াও মত আবু। আমি সবার জরিমানাই দিয়ে দিচ্ছি। এই নিন কোটালসাহেব।

[কোটাল ও সেপাইকে আশরফি দেয়]

কোটাল ॥ সেপাই, হুঁসিয়ারী দে—আমি যাব।

[সেপাই হুঁসিয়ারী দেয়—"চোর-ডাকু-গুণ্ডা বদমাস হোঁসিয়ার হো যাও।" উভয়ে প্রস্থান করে।]

আবু॥ আপনি জানতে চাইছিলেন না সওদাগর সাহেব, তিসরা নম্বর বদমাস কে ?

হারুন॥ আর বলতে হবে না। কোটাল আর সেপাই তিসরা আর চৌঠা নম্বর বদমাস। আচ্ছা আবু তুমি যদি সত্যি-সত্যি একদিনের বাদশাহী পাও তাহলে খুশী হও ?

আবু॥ খুব খুশী হই। তাহলে এই বদমাসগুলোকে আচ্ছা শিক্ষা দিই। (হারুন হাসে) আপনি হাসছেন কেন সাহেব ?

হারুন॥ বলা যায় না কার নসীবে কি আছে ?

[জাহুজা প্রবেশ করে]

জাহুজা॥ মেহমানদের আরো খানা দেব ?

হারুন॥ আর কিছু চাই না, তবে যদি ঠাণ্ডা সরবৎ থাকে তো তিনজনের জন্য তিন পাত্র দিতে পারেন। খেয়ে দিল্ ঠাণ্ডা করি।

জাহুজা॥ জরুর দিতে পারব। আবু বেটা আমার সঙ্গে অন্দরে আয়। তিন আদমির সরবৎ আমি একা আনতে পারবো না।

[আবু ও জাহুজার প্রস্থান]

হারুন॥ শোন মশরু মিঞা। আমি গোপনে আবুর সরবতের সঙ্গে একটা দাওয়াই মিশিয়ে দেব। সেই সরবৎ খেলেই আবু ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর তুমি, আর বাইরে যে নোকর অপেক্ষা করছে, দু'জন মিলে আবুকে তুলে নিয়ে সোজা আমার প্রাসাদে চলে যাবে। দেখো তুমি যেন বোকার মত সব কিছু ভণ্ডুল করে দিও না।

মশরু॥ না, না, হুজুর, পেট ভর্তি থাকলে আমার মাথা ঠিক থাকে।

হারুন॥ চুপ, আসছে। যা বললাম, সেইমত কাজ করবে।

মশরু॥ যো হুকুম জাঁহাপনা।

[জাহুজা ও আবু তিন পাত্র সরবৎ হাতে প্রবেশ করে]

জাহুজা॥ গুলাবী রস মিশিয়ে বহুত্ আচ্ছা সরবৎ তৈয়ার করে নিয়ে এলাম। খেয়ে নিন মুসাফির।

হারুন ॥ আর আপনাদের তকলিফ দেব না। আপনি অন্দরে যান। আমরা সরবৎ পান করেই শুয়ে পড়ব।

জাহুজা ॥ আজ রাতের মত তাহলে সেলাম মুসাফির।

হারুন ॥ সেলাম।

[জাহুজার প্রস্থান]

আবু ॥ এবার তাহলে শুরু করুন।

[তিনজন চুমুক দেয়]

হারুন ॥ এ সরবৎ তো আমি খেতে পারব না।

আবু ॥ কেন, কেন, কী কসুর হলো সাহেব ?

হারুন ॥ আমার অভ্যেস সরবতের সঙ্গে একটা মরিচ খাই। তুমি যদি মেহেরবানী করে অন্দর থেকে একটা মরিচ আমার জন্য এনে দাও—

আবু ॥ এ আর এমন কি তকলিফের কাম। আমি এখুনি নিয়ে আসছি।

[আবু প্রস্থান করে]

[হারুন এক পুরিয়া ওষুধ আবুর সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।]

হারুন ॥ যাক্, কাম হাসিল।

মশরু ॥ জাঁহাপনার মতলব কিছু বুঝতে পারলাম না।

হারুন ॥ মতলব পরে বুঝতে পারবে।

[আবু একটা লালরঙের মরিচ নিয়ে প্রবেশ করে।]

আবু ॥ এই নিন সাহেব মরিচ। আপনার অভ্যেসমতই সরবৎ খান।

[হারুন এক চুমুক সরবৎ খেয়ে মরিচ মুখে দেয়।]

এবার তুমিও খাও আবু। অনেক রাত হলো।

আবু ॥ হ্যাঁ, খাই। (আবু সরবৎ খায়) স্বাদ যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে।

হারুন ॥ বহুত্ আচ্ছা স্বাদ (হারুন পান করে)।

আবু ॥ সাহেব, আমার ঘুম পাচ্ছে।

হারুন ॥ শুয়ে পড়ো—শুয়ে পড়ো—

আবু ॥ মনে কিছু করো না—আমি তাহলে শুয়েই পড়লাম।

[আবু শুয়ে পড়ে]

হারুন ॥ আর জাগবে না। এইবার নিতে হবে।

[হাততালি দেয়। প্রহরী প্রবেশ করে]

প্রহরী ॥ আদেশ করুন জাঁহাপনা—

হারুন ॥ একে নিয়ে চলো—

[আবুকে নিয়ে সবাই প্রস্থান করে]

দৃশ্যান্তর

সপ্তম দৃশ্য

॥ পথ ॥

[নেপথ্যে কোলাহল শোনা যায়—ডাকু—ডাকু—ডাকু, চোর—চোর চোর—। মেহের পরক্ষণেই 'চোর, চোর' বলে প্রবেশ করে।]

মেহের ॥ কোথায় গেল চোরটা? আঁধারে ছায়ামূর্তি দেখলাম আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এদিকে চলে এল। একবার খুঁজে পাই না, আজ দোজাগে পাঠাব। একি হারামীর পয়সা যে চুরি করলে গতরে লাগবে না। রীতিমত মেহনত করে রোজগার। ভাগল কোথায়? এদিকেই তো দৌড়ে এলো। আমিও পেছন পেছন কুঁদে এলাম। জরুর কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। (চড়াগলায়) এই চোর কোথায় লুকিয়ে আছিস্ জলদি নিকলে আয়। আজ তোর এক রোজ কি আমার এক রোজ। আয় বলছি। সাড়া দিচ্ছে না কেন? শুনতে পাচ্ছে না নাকি? (আরো চেঁচিয়ে) এই চোর, শুনতে পাচ্ছিস না আমি ডাকছি। সাড়া দিচ্ছিস না,

এর ফল পরে টের পাবি। তবু সাড়া দিচ্ছিস না? এই চোর, গভীর রাত হয়ে গেছে ইয়ার্কী ভাল লাগছে না বলে দিচ্ছি। আমার ঘুম পাচ্ছে। তোর জন্য আমি খাড়া থাকতে পারব না। (হঠাৎ চেঁচিয়ে) কিরে, বাত কানে ঘুসছে না? মাঝরাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিল্লাগী হচ্ছে? আমার ঘরে বিবি নেই? মাঝরাতে তোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলব? জ্যান্ত চোরটাকে নাকের সামনে রেখে ঘুমোই কি করে। (হাইতুলে, নরম স্বরে) এই চোর আয় না ভাই। আয় মালিক, মিঠাই খাওয়াবো। কেন ঝুট্‌মুট্ দেরী করছিস। আচ্ছা যা, তোকে এক আশরফি বকশিশ দেব। নাঃ, কিছুতেই বাগে আসছে না। অন্তরে ঘা দিতে হবে, তবে যদি বেরোয়। (হাত তুলে) আল্লার দোহাই, হজরতের দোহাই, বাদশা হারুন-অল-রসিদের দোহাই—আপেলের দোহাই, বেদানার দোহাই, আঙুরফলের দোহাই—(দাঁতে দাঁত রেখে) তোর চোদ্দ গুষ্টির দোহাই—বেরিয়ে আয় হারামী—

[নেপথ্যে শোনা যায়—"চোর চোর!" বোরখা পরা একজন ছুটতে ছুটতে এসে মেহেরের পাশে দাঁড়ায়। মেহের খুশী হয়]

মেহের ॥ পেয়েছি, পেয়েছি। (ভাল করে দেখে) ইয়ে আল্লা—এতো একজন জানানা। জানান্না চোর। তা হোক জানানা চোরের চোরটা কেটে দিলাম, জানানাটা নিয়ে নিলাম। চলো বিবি আমার ঘরে চলো। তুমি চুরি করতে এসে আমার দিল্ চুরি করে নিলে। বহুত আচ্ছা হলো। পুরানো বিবিটাকে আর ভাল লাগে না। তোমাকে পেলে আমি মাদী হাতীটাকে তালাক দিয়ে দেব। আহা কি খুসবু বেরোচ্ছে শরীর থেকে। বোরখা খুলে ফেললে একেবারে ম-ম-ম করবে।

[মীর্জা লাঠি হাতে ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে]

মীর্জা ॥ কোথায় গেল চোরটা? (দেখে) এইতো! (ভাল করে দেখে) জানানা!

মেহের ॥ (গম্ভীর ভাবে) হ্যাঁ—জানানা !

মীর্জা ॥ (দাঁত বার করে) চলো-চলো কিছু বলব না। স্ত্রীলোক চুরি করতে এসেছে জানতে পারলে আমি কখনও তাড়া করি ? আহ্লাদ করে ঘরে ডেকে নিই না ? বোরখা দেখেই আচ্ছা লাগছে, বোরখার অন্দরে জরুর তুমি সুন্দরী। রূপসী চোর। আহা—হা—চলো—চলো—

মেহের ॥ 'চলো চলো' মতলব ? আমার বিবিকে তুমি 'চলো চলো' বলছ কোন আক্কেলে ?

মীর্জা ॥ তোমার বিবি কি করে হলো ? আমার বাড়ীতে চুরি করতে এসেছিল। আমি তাড়া করলাম—আর তোমার বিবি হয়ে গেল ?

মেহের ॥ ঝুট্ মত্ বোলো—পহলে আমার বাড়ীতে চুরি করতে এসেছিল। এ আমার বিবি।

মেহের ॥ কভী নহী হোগা—এ বিবি আমার।

মীর্জা ॥ এ বিবি আমার।

মেহের ॥ বরতমীজ, বেইমান !

মীর্জা ॥ কম্বক, উল্লুকা পাঠা।

মেহের ॥ বিল্লিকা গাধ্বা !

মীর্জা ॥ (শ্লোগানের সুরে) লড়কে লেঙ্গে এই বিবি, লড়কে লেঙ্গে এই বিবি—

মেহের ॥ (শ্লোগানের সুরে) জানসে কবুল এই বিবি,—
জানসে কবুল এই বিবি—

মীর্জা ॥ (ছন্দে) আ—আ—আ

মেহের ॥ (একই ছন্দে) আরে যা—যা—যা—

[যন্ত্র সঙ্গীত বেজে ওঠে। উভয়ে তালে-তালে। লাঠি দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধ করতে-করতে বিবিকে নিয়ে টানাটানি চলতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর বিবি সুযোগমত পা টিপে টিপে যেতে থাকে। উভয়ে খেয়াল করে বিবি নেই। যুদ্ধ থেমে যায়]

মেহের ॥ কোথায় গেল।

মীর্জা ॥ ভেগে গেল?

মেহের ॥ (তাকিয়ে) ঐ তো যাচ্ছে।

মীর্জা ॥ পাকড়ো—

[উভয়ে "পাকড়ো—পাকড়ো" বলে ছুটে চলে যায়]।

দৃশ্যান্তর

অষ্টম দৃশ্য

[হারুন-অল-রসিদের প্রাসাদের একটি কক্ষ।
হারুন ও জুবেদা কথা বলছে।]

হারুন ॥ বেগমসাহেবা আজ আমি এক তামাসা করব। যাকে এনে এই বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে ওর ঘুম ভাঙ্গার পর ওকে আমি এক রোজের বাদশাহী দিতে চাই।

জুবেদা ॥ সুলতানের কথার অর্থ আমি বুঝতে অক্ষম।

হারুন ॥ কাল আমি যখন ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণে যাই ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মেহমান হয়ে আমি খানাপিনা করি। সেই সময় এই লোকটি মনের সাধ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলে যে এক রোজের বাদশাহী পেলে সে সুখী হয়। তাই আমি স্থির করেছি এক রোজের জন্য ওকে বাদশাহী ছেড়ে দেব।

জুবেদা ॥ একি অদ্ভুত তামাশা জাঁহাপনা!

হারুন ॥ বিচলিত হয়োনা বেগম, এতে দুই উদ্দেশ্যই সফল হবে। এই ব্যক্তির মনের সাধ পূরণ হবে আর আমার বেটি রোশেনা তার মনের আদমিকেও কাছে পাবে।

জুবেদা ॥ তবে কি এই আদমি....

হারুন ॥ হ্যাঁ বেগম। এর নাম আবু হোসেন। তুমি রোশেনার কাছে কিছু প্রকাশ কোরো না। ওরা প্রথম দর্শনেই অবাক হয়ে যাক। বেটিকে আদেশ করবে সে যেন আবুকে বাদশার মতই আপ্যায়ন করে। অন্দরমহলে নতুন বাদশার পরিচর্যার ভার তার হাতেই ছেড়ে দিও। তাতে ওরা ঘনিষ্ঠ হতে পারবে। ওদের চঞ্চল দিল্‌ও ঠাণ্ডা হবে।

জুবেদা ॥ জাঁহাপনার তারিফ না করে পারছি না। হাজার কাজের মধ্যেও জাঁহাপনার রসিক মন এখনও নিরলস।

হারুন ॥ সে তো তোমার জন্যই জুবেদা। তোমার উৎসাহ, তোমার সাহারা না পেলে এতবড় রাজত্বের সমস্যা নিয়ে সব সময় আমাকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কাটাতে হতো।

জুবেদা ॥ তুমি নিশ্চিন্ত থাক প্রিয়তম। তোমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ হবে। আমি এখুনি গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি।

[জুবেদা চলে যায়]

হারুন ॥ এই কে আছিস্?

[রহমান প্রবেশ করে কুর্নিশ করে]

রহমান ॥ আজ্ঞা করুন জাঁহাপনা।

হারুন ॥ বাইরে যারা অপেক্ষা করছে তাদের পাঠিয়ে দে। [রহমান চলে যায়। একটু পরেই প্রবেশ করে উজির মশরু]

হারুন ॥ শুনুন উজির সাহেব। আমার আদেশ—আবু হোসেনের ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে-সঙ্গে একেই যেন সুলতান বলে ভেবে নেবেন এবং আমার দৈনিক কার্যসূচী অনুযায়ী একেও চালিত করবেন। শুধু তাই নয়, আমার

আদেশ যেমন সবার শিরোধার্য, তেমনি আবু হোসেনের প্রতিটি আদেশ সুলতানের আদেশ মনে করে যাতে অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালিত হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

উজির ॥ যো হুকুম জাঁহাপনা।

হারুন॥ প্রতিদিন যেমনি করে বৈতালিক গান গেয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গায় আজ বৈতালিকের পরিবর্তে আমার বেটি রোশেনা গান গেয়ে আবুহোসেনের ঘুম ভাঙ্গাবে।

উজির ॥ যো হুকুম জাঁহাপনা।

হারুন ॥ রহমান তুই বেগমসাহেবাকে এই সংবাদ জানিয়ে দিয়ে, রোশেনাকে সঙ্গে নিয়ে এই কক্ষে আসতে বল। [রহমানের প্রস্থান] আমার ঘুম ভাঙ্গার পর মশরু যেমন করে আমার গাত্রোত্থান করায়, তেমনি করেই আবুকে ডাকবে।

মশরু ॥ আপনার আদেশ মতই কাজ করব জাঁহাপনা।

হারুন ॥ উজির সাহেব।

হারুন ॥ আবু হোসেনকে দরবারের বিশেষ পোষাক পরিয়ে দরবার কক্ষে নিয়ে যাবেন।

উজির ॥ যো হুকুম জাঁহাপনা।

হারুন ॥ আরেকটা কথা উজির সাহেব, আজ দরবারে বিচারের বিশেষ ব্যবস্থা করবেন। আবুর বিচার করবার পদ্ধতি আমি অন্তরাল থেকে দেখব। অপরাধীদের নামের তালিকা নাজির সাহেবের কাছে আছে। আবু তাদের বিচার করতে চাইবে। যথা সময়ে তাদের হাজির রাখবেন।

উজির ॥ তাই হবে জাঁহাপনা।

[জুবেদা, রোশেনাকে নিয়ে প্রবেশ করে]

হারুন ॥ (সবাইকে) আপনারা সবাই বাইরে যান। আবুর ঘুম ভাঙ্গানো হলে

আপনারা আমার নির্দেশমত কাজ করবেন। (সবাই চলে যায়) বেগম, আমি অন্তরালে যাচ্ছি। সেখান থেকেই সব কিছু লক্ষ্য করব।

জুবেদা॥ যাও সুলতান, সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। [হারুন চলে যায়]

রোশেনা॥ আমি বুঝতে পারছি না আম্মাজি এ অদ্ভুত খেয়াল কেন সুলতানের হলো।

জুবেদা॥ তাঁর খেয়ালের পেছনে সব সময় সৎ উদ্দেশ্য থাকে বেটি। আর কোনো প্রশ্ন করিস না আমি যাই, তুই গান সুরু কর। [জুবেদার প্রস্থান]

[রোশোনা আবুকে কুর্নিশ করে গান ধরে।*]

পূব আসমান সুরজের ছবি আঁকে
গুলবাগ জাগে ভোরের পাখির ডাকে॥
হাজার বাতির নেই রোশনাই
আগরবাতিরা পুড়ে হলো ছাই,
ওঠো সুলতান, এ সময়ে বলো আর কি ঘুমায়ে থাকে॥

[গান শেষ হলে রোশেনা একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়।
মশরু প্রবেশ করে]

আবু॥ আহা স্বপ্নের গান কি মধুর। এমন সুর এমন গানের কথা স্বপ্নেই সম্ভব। স্বপ্নটা যদি সত্য হতো আর সত্যিটা যদি স্বপ্ন হতো তাহলেই কেল্লা মেরে দিয়েছিলাম।

মশরু॥ জাঁহাপনা উঠুন। উপাসনার সময় হয়েছে। জাঁহাপনা উঠুন।

আবু॥ স্বপ্নেতো সব কিছু আচ্ছাই দেখছি। কিন্তু জাঁহাপনা কে? তাকে তো দেখতে পারছি না।

মশরু॥ জাঁহাপনা আর বিলম্ব করবেন না।—দরবারের ওয়াক্ত হয়ে এলো। সভায় একটু পরেই আমীর-ওমরাহ সব এসে উপস্থিত হবে।

[*প্রয়োজন হলে গান বাদ দেওয়া চলবে]

আবু ॥ আমীর-ওমরাহো। স্বপ্ন যেন মনে হচ্ছে বেপাকে চলে যাচ্ছে।

মশরু ॥ জাঁহাপনা উঠুন! (আবু তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে। নিজের গায়ে বাদশার পোষাক দেখে) হায় হায়, আমাকে কি দৈত্য তুলে নিয়ে এল নাকি? এই সুন্দর স্বপ্ন, সুন্দর ঘরবাড়ী! এটা কি পরীর দেশ? এই তো সামনে দাঁড়িয়ে একজন পরী। হায় আল্লা এইবার গেছি। (মশরুকে) দোহাই বাবা আমার গর্দান নিও না। আমি তোমাদের আচ্ছা ভেট দেব।

মশরু ॥ জাঁহাপনা আজ একি রসিকতা করছেন?

আবু ॥ রসিকতা কে করল বাবা? সাফ কথা বলোতো—কখন দৈত্য পাঠিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে এলে? আর কেমন করে এমন মজাদার স্বপ্ন দেখালে?

মশরু ॥ জাঁহাপনার কি বান্দার প্রতি কোন আজ্ঞা করতে ইচ্ছা হয়?

আবু ॥ তোমাদের দেশে কি জাঁহাপনা বলে সম্বোধন করে তারপর জবাই করে?

মশরু ॥ জাঁহাপনা!

আবু ॥ বুঝতে পেরেছি, তাহলে গলা কাটবেই?

মশরু ॥ জাঁহাপনা, যদি আমাকে কৌতুক করা অভিপ্রায় হয়—

আবু ॥ জনাব, এই হতভাগ্যকে কাবার করা যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহলে মেহেরবানী করে একবার আমার আম্মার সঙ্গে দেখা করিয়ে আসুন।

মশরু ॥ জাঁহাপনা পরিহাস পরিত্যাগ করুন। ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে।

আবু ॥ না—এ জবরদস্ত স্বপ্নই বটে। ঘোর এখনও কাটেনি। (রোশেনাকে) ও বাবা পরী, একবার এদিকে এসোতো। [রোশেনা এগিয়ে যায়]

রোশেনা ॥ আজ্ঞা করুন জাঁহাপনা।

[দু'জনে তাকাতেই চমকে যায়]

আবু ॥ এ কি পরীর মুখখানা যে বড় চেনা চেনা মনে হচ্ছে। স্বপ্ন আর বাস্তব মিলে লটঘট হয়ে গেল। তুমি কে ঠিক করে বলতো।

রোশেনা ॥ আমি আপনার বেতনভোগী গায়িকা। আপনি আমাকে প্রতিদিন এই সময় দেখেন। আমিও রোজ এই সময় গান গেয়ে আপনার ঘুম ভাঙ্গাই।

আবু ॥ না, তাহলে তো মিলছে না। আচ্ছা বাবা পরী, ঠিক করে বলোতো আমি কে।

রোশেনা ॥ আপনি দুনিয়ার মালিক। সর্ব্বগুণের অধিকারী। অগতির গতি। দয়াবান খালিফা। আপনার কৃপাতেই আমরা বেঁচে আছি।

আবু ॥ ও বাবা! এ যে আরেক কাঠি ওপরে। আচ্ছা, আমার হাতে একটা কামড় দাও তো—দেখি এ লট্‌ঘট্ স্বপ্নটা সত্যি কিনা? [রোশেনা আবুর হাতে কামড় দেয়]

আবু ॥ ও হো হো—ছাড় ছাড়, বুঝতে পেরেছি খুবই দাঁতালো স্বপ্ন।

[উজিরের প্রবেশ]

উজির ॥ জাঁহাপনা দরবারে সবাই অপেক্ষা করছে।

আবু ॥ তুমি আবার কোন মূর্তি বাবা? এতক্ষণ তো অনেক বাতই শুনলাম। তুমি আবার দরবারের কথা বলে নতুন কথা শোনাতে এলে। তা হয়েছে এবার তোমার পরিচয়টা দাওতো।

উজির ॥ আমি আপনার বেতনভোগী উজির।

আবু ॥ তা বাবা উজির, আমি বেশ বুঝতে পারছি আজ আমার গলা কাটবে। কিন্তু বাবা, আমার কাটা মুণ্ডটা নিয়ে তোমাদের কি উপকার হবে?

উজির ॥ অধীনের সঙ্গে আজ এ কিরূপ ঠাট্টা করছেন বাদশা।

আবু ॥ ঠাট্টা! ঠ্যালায় পড়ে আব্বাজানের নাম ভুলে যাচ্ছি, আর আমি করব ঠাট্টা!

উজির ॥ প্রস্তুত হয়ে নিন জাঁহাপনা, আর বিলম্ব করবেন না।

আবু ॥ কেন, জল্লাদ হাজির বুঝি?

[মশরু প্রবেশ করে। তার হাতে আবুকে পরাবার জন্য লম্বা কুর্তা]

মশরু ॥ জাঁহাপনা, দরবারের পোষাক এনেছি।

আবু ॥ উজির তো বুঝলাম গলা কাটবে। তা তুমি কি আমার পেট কাটবে?

তা গরীব বেচারাকে মারবার জন্য এত কসরৎ কেন? এখান থেকেই গলা আর পেট এগিয়ে দিচ্ছি, কাম হাসিল করে চলে যাও।

[শাকিলা একটা থালার ওপর সুলতানের মুকুট নিয়ে প্রবেশ করে সঙ্গীত বাজতে থাকে। শাকিলা থালাটা নিয়ে নাচতে আরম্ভ করে]

আবু॥ বাঃ বাঃ বাঃ স্বপ্নটা বেশ জমে উঠেছে। নাচ, গান, উজির বান্দা—হাঃ—হাঃ—আমিও একটু নাচি। [লাফ দিয়ে নেমে সঙ্গীতের তালে নাচতে থাকে]

উজির॥ জাঁহাপনা, এটা জলসাঘর নয়। শান্ত হোন, শান্ত হোন।

[আবু নাচ থামায়]

মশরু॥ জাঁহাপনা, আপনাকে দরবারের পোষাক পরিয়ে দিচ্ছি।

আবু॥ মরতেই যখন হবে, বেশ জাঁকজমক করে মরাই ভাল, পরাও—

[মশরু পোষাক পরায়। আবু পোষাক পরে নানা ভঙ্গী করতে থাকে]

উজির॥ জাঁহাপনা, এবার মাথায় মুকুট পরতে হবে।

আবু॥ আবার জিজ্ঞেস করছ কেন, ওটাকে দাও।

[উজির মাথা থেকে মুকুট নিয়ে আবুর মাথায় পরায়]

আবু॥ এবার আমার বাদশাহী মেজাজটা আসছে। (লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিক ওদিক হাঁটতে থাকে) স্বপ্নটা সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক বাদশাহী চালটা একবার মেরে নিই! এই কৈ হায়? [রহমান প্রবেশ ক'রে কুর্নিশ করে]

রহমান॥ বান্দা হাজির।

আবু॥ আমি দরবারে যাব, আমার হাতের ফুল কোথায়—ফুল?

উজির॥ ফুল?

মশরু॥ ফুল?

শাকিলা॥ ফুল?

রহমান ॥ ফুল ?

[রহমান দ্রুত প্রস্থান করে একটা লাল গোলাপ নিয়ে এসে আবুর সামনে ধরে]

আবু ॥ ব্যাটা জোয়ান মর্দ। তোর হাতের ফুল সুলতান নেবে ? (রোশেনাকে দেখিয়ে) ঐ সুন্দরী পরী আমাকে ফুল দেবে। ওগো সুন্দরী পরী ফুলটা তোমার কোমল হাতে দাও [রোশেনা রহমানের হাত থেকে ফুল নিয়ে স্মিতহাস্যে আবুর সামনে উঁচু করে ধরে। আবু তন্ময় হয়ে ফুল ধরতে গিয়ে রোশেনার হাত ধরে তাকিয়ে থাকে]

রোশেনা ॥ [লজ্জিত হয়ে, মৃদু হেসে] জাঁহাপনা যেটা ধরেছেন, সেটা ফুল নয়, আমার হাত।

আবু ॥ [চমক ভাঙ্গে] ও হাত ! (হাত ছেড়ে ফুল নিয়ে) যদি দরবার থেকে জ্যান্ত বেঁচে আসি, তখন তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে। উজির সাহেব, আমি প্রস্তুত। দরবারে নিয়ে চলুন।

[নেপথ্য সংগীতের সঙ্গে সুলতানী প্রথায় সকলের প্রস্থান]

—দৃশ্যান্তর—

নবম দৃশ্য

[মসজিদের কাছে একটি নির্জন স্থান। মকবুল প্রবেশ করে]

মকবুল ॥ পাজী বদমাসরা কেউ সিধা মাফিক সুদ দিতেই চায় না। খালি ঘোরায়, খালি ঘোরায়। দেখি আজ ভরদিনে কত সুদ আদায় করলাম। (থলে বার করে আশরফি গোনে) এক, দো, তিন, চার, পাঁচ, ছে, সাত, আট, নও, দশ। (চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে) আঃ দশ আশরফি। (থলের মধ্যে আশরফি ঢুকিয়ে থলে বুকে চেপে ধরে) আমার বুকের ধন। কটা আশরফি নিয়েই বা সুদের কারবার শুরু করেছিলাম। বাড়তে বাড়তে অনেক হয়েছে।

আরও হবে। মূলধন খালি আণ্ডা দেবে, খালি আণ্ডা দেবে! আশরফিতে আমার বাড়ী-ঘর বোঝাই হয়ে যাবে। আশরফির পাহাড় হয়ে ঘরের চালে ঠেকে যাবে। (খিল খিল করে হেসে ওঠে) চাল ফুটো করে তখন আরও আশরফি তার ওপর ঢালব। শেষকালে আশরফির পাহাড় আসমানে গিয়ে ঠেকবে। (আবার খিল খিল করে হেসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়) কেউ চাইলে এক আশরফিও দেব না। কেন দেব? আমি দিমাগ খাটিয়ে, বন্ধকী মাল তামাদী করে, ভড়কী দিয়ে সঞ্চয় করেছি। না—কাউকে দেব না। কাউকে না—

[এনায়েৎ চুপি চুপি প্রবেশ করে চাপা গলায় ডাকে]

এনায়েৎ॥ মকবুল সাহেব, মকবুল সাহেব—

ইমাম॥ (চমকে) কে! (থলে লুকোয়) ও এনায়েৎ!

এনায়েৎ॥ দেখে এলাম।

মকবুল॥ কি দেখে এলে?

এনায়েৎ॥ গুপ্তধন।

মকবুল॥ গুপ্তধন!

এনায়েৎ॥ জী মকবুল সাহেব। প্রচুর গুপ্তধন। সোনা আর চাঁদির হাজার হাজার বাট। তার চারদিকে ছড়ানো আছে হীরা, জহরৎ, মণি মুক্তো।

মকবুল॥ এঁ্যা—বলো কি? কোথায় দেখে এলে?

এনায়েৎ॥ (চারদিকে তাকিয়ে) কেউ শুনতে পাচ্ছেনা তো?

মকবুল॥ না—না, কেউ শুনতে পাচ্ছেনা। তুমি বলো কোথায় দেখে এলে?

এনায়েৎ॥ সব বলছি মকবুল সাহেব। লেকিন ওয়াদা করুন। যা পাবেন, আমাকে তার কিছু দেবেন।

মকবুল॥ জরুর দেব।

এনায়েৎ ॥ মকবুল সাহেব যে গুপ্তধন আমি দেখে এসেছি, আপনার নামেই তা জমা করা আছে। একমাত্র আপনি ছাড়া তা কেউ নিতে পারবে না।

মকবুল ॥ (খুশী হয়ে) এঁ্যা—বলো কি? আমার নামে জমা করা আছে? আমি ছাড়া তা কেউ নিতে পারবে না!

এনায়েৎ ॥ না। গুপ্তধন পহলে আমার নজরে পড়তেই আমি ভেবেছিলাম, সব গুপ্তধন আমি একাই নিয়ে নেব। বহুত ধনী আদমি বনে যাব। লেকিন—

[চারদিকে তাকিয়ে]

কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো?

মকবুল ॥ কেউ শুনতে পাচ্ছে না। তুমি বলো।

এনায়েৎ ॥ যেই আমি গুপ্তধনে হাত লাগাতে যাব,--(একই ভাবে) কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো?

মকবুল ॥ পাচ্ছে না। যেই তুমি হাত লাগাতে গেলে, তারপর কি হলো?

এনায়েৎ ॥ অমনি একেবারে ফোঁস।

মকবুল ॥ সাপ?

এনায়েৎ ॥ জী সাপ! অত বড় প্রকাণ্ড সাপ জিন্দেগীতে দেখিনি। তাল গাছের সমান উঁচু হয়ে ফণা তুলে আমার সামনে দুলতে লাগল। ভয়ে আমি তো পিছাতেও পারি না, এগোতেও পারি না। কোনরকমে আল্লার নাম উচ্চারণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই সাপ ধোঁয়ার মত হয়ে গেল। আর সেই ধোঁয়ার অন্দর থেকে বেরিয়ে এলো—কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো?

মকবুল ॥ কেউ শুনতে পাচ্ছে না। ধোঁয়ার অন্দর থেকে কি বেরিয়ে এলো?

এনায়েৎ ॥ মস্তবড় একটা দৈত্য।

মকবুল ॥ দৈত্যকে তুমি দেখলে?

এনায়েৎ ॥ জী, এই দোনো আঁখ দিয়ে দেখলাম। একদম ঝুট বলছিনা।

মকবুল ॥ তারপর?

এনায়েৎ ॥ দৈত্যটা সামনে খাড়া হয়ে হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ করে বিকট হাসি

হাসতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে বিকট শব্দে বলল—কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো ?

মকবুল ॥ কি মুসীবত্! বললাম তো কেউ শুনতে পাচ্ছে না। দৈত্যটা বিকট শব্দে কি বলল, তাই বলো না ?

এনায়েৎ ॥ বলল—খবরদার, এই গুপ্তধন তুই স্পর্শ করবি না। যে আল্লার ফকিরী করে, মসজিদে দিনরাত আল্লার উপাসনা করে, আল্লার নামে দিওয়ানা হয়ে যায়, সেই নিঃস্ব, রিক্ত মকবুলই একমাত্র এই গুপ্তধনের অধিকারী। অন্য কেউ স্পর্শ করলে, তার কলজেটা নিকলে চুসে চুসে খাব !

মকবুল ॥ দৈত্যটা আমার নাম করল ?

এনায়েৎ ॥ শুধু আপনার নামই বলল না। তুড়ন্ত এই খবরটা আপনাকে জানিয়ে দিতে বলল। মকবুল সাহেব, আপনার ওয়াদা মনে আছে তো ? গুপ্তধনের কিছু অংশ এই গরীব এনায়েৎকে দেবেন তো ?

মকবুল ॥ জরুর দেব। এনায়েৎ, আমি তো দেখছি, তুমিই আমার সাচ্চা দোস্ত। দুসরা আদমী হলে, এই খবরটা বেমালুম চেপে যেত। (হাত তুলে) আল্লা আমার মনোবাসনা পূর্ণ হলো। আমি অনেক অর্থ, অনেক সম্পদ চেয়েছিলাম। তার চাইতেও জাদা পেলাম।

এনায়েৎ ॥ (হাত তুলে) আল্লা, আমার মনোবাসনা যেন পূর্ণ হয়। মকবুল সাহেবের কৃপা দৃষ্টি যেন আমার ওপর বলবৎ থাকে।

মকবুল ॥ থাকবে, থাকবে এনায়েৎ। এবার বলোতো সেই গুপ্তধন কোন জায়গায় আছে ?

এনায়েৎ ॥ এখান থেকে সোজা গিয়ে, ডাইনে যে জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলের পথ ধরে এগোলেই—কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো ?

মকবুল ॥ না-রে বাপু, তুমি বলো।

এনায়েৎ ॥ হ্যাঁ, সেই জঙ্গলের পথ ধরে এগোলেই দেখবেন, একটা বড় গর্ত। পাঁচ কদম সেই গর্তে নামলেই একটা সুরঙ্গ। সুরঙ্গের মুখটা পাথর দিয়ে

ঢাকা। পাথরের গায়ে তিন দফে টোকা মারলেই পাথরটা আপসে সরে যাবে। ব্যস্, সেই সুরঙ্গে ঢুকে পড়লেই দেখতে পাবেন—ভাল ভাল সোনা—চাঁদি আর হীরা জহরৎ!

মকবুল ॥ বাপরে বাপ—আমার শরীরটা কেমন ঠক ঠক করে কাঁপছে।

এনায়েৎ ॥ মন শক্ত করুন। গুপ্তধন না দেখেই যদি কাঁপতে থাকেন, দেখলে তো অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

মকবুল ॥ ঠিক। বেশী কাঁপাকাঁপি করলে আদমি জানাজানি হয়ে যাবে। সবাই বলবে হিস্সা দাও। না—আর কাঁপবো না। আমি তাহলে এখন গুপ্তধনের পথে এগোই?

এনায়েৎ ॥ মকবুল সাহেব, আপনার জেবে আশরফি টাশরফি-কিছু নেই তো? এক কানা কড়ি থাকলে কিন্তু গুপ্তধন স্পর্শ করতে পারবেন না।

মকবুল ॥ এই থলেতে দশ আশরফি আছে।

এনায়েৎ ॥ রেখে যান, রেখে যান। নাহলে কিন্তু বেকার গিয়ে ঘুরে আসবেন।

মকবুল ॥ ঠিক বলেছ এনায়েৎ। দৈত্যতো তোমাকে বলেছিল—নিঃস্ব, রিক্ত মকবুলকে গুপ্তধন দেবে।

এনায়েৎ ॥ তবে?

মকবুল ॥ আমাকে তো নিঃস্ব রিক্ত হয়েই যেতে হবে।

এনায়েৎ ॥ তবে?

মকবুল ॥ (থলে দিয়ে) এই আশরফির থলেটা তোমার কাছে রাখতো দোস্ত। আমি ওখান থেকে ঘুরে এসে ফেরত নেব। সাবধানে রেখো। হারিয়ে যেন না যায়।

এনায়েৎ ॥ এই শক্ত করে পাকড়ে রাখলাম।

মকবুল ॥ আমি তাহলে চল্লাম।

এনায়েৎ ॥ আসুন।

মকবুল ॥ থলেটা যেন হাত থেকে ফস্কে পড়ে না যায়।

এনায়েৎ ॥ না—না, কস্‌কে রেখেছি, ফস্‌কে পড়বে না।

মকবুল ॥ আমি যাচ্ছি।

এনায়েৎ ॥ জী।

মকবুল ॥ আমি এসে কিন্তু আশরাফির থলেটা ফেরত নেব দোস্ত।

এনায়েৎ ॥ জী।

মকবুল ॥ আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি এখানে খাড়া থেকো দোস্ত।

এনায়েৎ ॥ জী।

মকবুল ॥ ভয়ের কিছু নেই তো দোস্ত ?

এনায়েৎ ॥ কিছু নেই। আপনি হাসতে হাসতে চলে যা

মকবুল ॥ হাসব দোস্ত ?

এনায়েৎ ॥ হাস্থন— জোরে জোরে হাস্থন।

[মকবুল বিকৃতভাবে হাসতে-হাসতে, উত্তেজনায় সমস্ত দেহটা কাঁপাতে-কাঁপাতে প্রস্থান করে। এনায়েৎ থলেটাকে উঁচু করে ধরে চুম্বন করে]

এনায়েৎ ॥ দোস্ত! হাঃ হাঃ হাঃ! মক্ষীচুষের কাছ থেকে একটা কানা কড়ি কেউ বার করতে পারে না। আমি তাপ্পী মেরে এক থলে আশরফি আত্মসাৎ করলাম। সরাবওয়ালাকে বলেছিলাম, মকবুলের টাকায় সরাব খাব। যেই বাত সেই কাম ইমাম আমাকে দোস্ত বলে গেল। ফিরে এসে দেখবে, দোস্ত ভেল্কীর মত অদৃশ্য। জিন্দেগীটা আমার আচ্ছাই চলছে। নয়া নয়া দোস্ত পাকড়াও, চোষো, ছিবরে করো, ছুঁড়ে ফেলে দাও—হাঃ হাঃ হাঃ। দোস্তী করতে করতে যখন সব আদমি ফুরিয়ে যাবে—তখন? কিচ্ছু ভেবোনা এনায়েৎ, দোস্তী করার জন্য যখন একটি আদমিও থাকবে না, তখন তুমি শেষ বারের মত নিজের সঙ্গে দোস্তী করে, নিজেকে আচ্ছা করে ঠকিয়ে, দুনিয়াকে বিদায় সেলাম জানিয়ে, বেহেস্তে চলে যেও—হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান]

—দৃশ্যান্তর—

দশম দৃশ্য

॥ দরবার কক্ষ ॥

[দরবার কক্ষে সুলতানের অধস্তন কর্মচারীরা অপেক্ষা করছে। নকীবের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। "খোদাকা পয়গম্বর দুনিয়াকা মালিক সুলতান হারুন-অল-রসিদ।" আবু, উজির, কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে। আবু একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে লম্বা সংগীতের সঙ্গে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসে। হাতের ইসারায় সবাইকে বসতে বলে। একটু পরে উজির ঘোষণা শুরু করে।]

উজির ॥ সভাসদগণ! প্রতিদিনের মত আজ এখন দরবারের কাজ শুরু হবে। আপনারা মেহেরবাণী করে সুলতানের নিকট কম আর্জি পেশ করবেন। সুলতান আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।

আবু ॥ আপনি একটি আস্ত বেকুব। ফূর্তির দিল নিয়ে আমি এলাম দরবার করতে, আর আমাকে বলছেন পরিশ্রান্ত। যার যত আর্জি আছে নিয়ে এস। আমি ফয়সলা করে ছাড়ব।

উজির ॥ বলুন আপনারা, জাঁহাপনা আপনাদের সব বক্তব্য শুনবেন।

[কেউ কোন কথা বলে না]

আবু ॥ কারো বাক্যি নেই উজির? এদের কি জবান বন্ধ হয়েছে?

উজির ॥ বোধহয় কারো কোন অভিযোগ নেই। কি করে থাকবে জাহাপনা— আপনার রাজত্বে সবাই সুখী।

আবু ॥ আমি তো জানি কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির আদমি আছে যাদের পীড়নে অনেকেই অসুখী।

উজির ॥ তাদের নাম যদি জাঁহাপনার স্মরণ থাকে অনুগ্রহ করে প্রকাশ করুন। এখনি তাদের দরবারে হাজির করার ব্যবস্থা করব।

আবু । তাদের হাজির করাটা ফুস মন্তরের কাজ নয়। আমি যাদের নাম বলব, তারা কেউ ধারে কাছে থাকে না।

উজির । জাঁহাপনার রাজত্বে যে যেখানেই থাক, তাকে মুহূর্তের মধ্যে হাজির করার কৃতিত্ব রাজকর্মচারীরা রাখে।

আবু । তাই নাকি? দেখি আপনাদের কৃতিত্বের বহরটা। এই মুহূর্তে বদমাস এনায়েৎ খাঁকে হাজির করুন।

উজির । কোটাল সাহেব। অবিলম্বে সুলতানের আদেশ পালন করুন।

[কোটাল বাইরে যায় এবং পরক্ষণেই এনায়েৎকে সঙ্গে করে প্রবেশ করে]

উজির । এনায়েৎকে হাজির করা হয়েছে জাঁহাপনা।

আবু । বাঃ বাঃ সত্যিই তো আমার রাজকর্মচারীরা সুযোগ্য, দক্ষ এবং অপদার্থ।

উজির । দক্ষতা আর অপদার্থতা একই সঙ্গে কিরূপে হয় জাঁহাপনা?

আবু । মগজে ঘিলু থাকলে বুঝতে পারতেন। অপেক্ষা করুন, পরে বুঝিয়ে দেব।

উজির । তাহলে বিচার শুরু করুন জাঁহাপনা।

এনায়েৎ । আরে আবু, তুমি কি করে সুলতানের সিংহাসনে বসলে দোস্ত?

আবু । উজির সাহেব, এই ব্যক্তি আমাকে আবু বলে সম্বোধন করছে কেন?

উজির । ওর ভীমরতি ধরেছে জাঁহাপনা। নেশার ঘোরে খোয়াব দেখছে।

এনায়েৎ । আবু, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

আবু । চেনাচ্ছি তোমাকে। উজির সাহেব এক ব্যক্তি খুবই সরাব খায়। নিজের রোজগারের পয়সায় খেলে, ওর কসুর মাপ করা যেতো। এর কামই হচ্ছে আদমির সঙ্গে দোস্তী করে, তাকে ফতুর করা। বিশ্বাসঘাতকতা করা, বেইমানি করা।

উজির ॥ দোষীকে শাস্তি দিন জাঁহাপনা।

আবু ॥ একে বড় এক হাঁড়ি সরাব খাইয়ে বেহুঁস করে দিন।

এনায়েৎ ॥ (আনন্দে) এক হাঁড়ি সরাব খেতে দেবে দোস্ত! একেই বলে নসীব। এইরূপ শাস্তি আমায় রোজ দিও দোস্ত। আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব।

উজির ॥ সরাবীকে সরাব খাবার আদেশ দিয়ে কিরূপ শাস্তির বিধান দিলেন জাঁহাপনা?

আবু ॥ ও আমায় দোস্ত বলে সম্বোধন করেছে। তাই বিচিত্র শাস্তি ওকে দিতে হবে। শাস্তির বিধান এখনও শেষ হয়নি উজির সাহেব। সরাব খেয়ে বেহুঁস হবার পর, এক হাঁড়ি মিঠাইয়ের রস ওর শরীরে ভাল করে মাখিয়ে দিন। তারপর একশত বিষধর পিপীলিকা ওর সর্বাঙ্গে ছেড়ে দেবেন।

এনায়েৎ ॥ একশত পিপীলিকার কামড়ে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে।

আবু ॥ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে? তাহলে তো আমার দোস্তের ক্ষত স্থান পূরণ করে দিতে হবে। আমি আদেশ দিচ্ছি এর ক্ষত বিক্ষত স্থান যেন নিমক লাগিয়ে পূরণ করে দেওয়া হয়।

এনায়েৎ ॥ (চিৎকার করে) হ্যায় আল্লা—

আবু ॥ বাইরে নিয়ে যান।

[কোটাল ও সেপাই টানতে টানতে এনায়েৎকে বাইরে নিয়ে যায়।]

উজির ॥ আপনার বিচার পদ্ধতি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি জাঁহাপনা।

আবু ॥ আমার বিচার পদ্ধতি যতো দেখবেন, ততোই হাত-গোড় পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে।

[কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে।]

উজীর ॥ এরপর কাকে হাজির করতে আজ্ঞা হয় জাঁহাপনা।

আবু ॥ সুদখোর মকবুলকে হাজির করুন।

[কোটাল ও সেপাই বাইরে গিয়ে মকবুলকে নিয়ে আসে।]

উজির ॥ মকবুল হাজির জাঁহাপনা।

আবু ॥ অপরাধীকে মুহূর্তের মধ্যে হাজির করায় আমি চমকিত হচ্ছি।

কোটাল ॥ জাঁহাপনা। আমি এই ভাবেই আমার রাজকার্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকি।

সেপাই ॥ এবং আমিও।

আবু ॥ বুঝেছি একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের দুজনকেই আমি পুরস্কার দেব।

কোটাল ॥ সুলতান মহানুভব।

সেপাই ॥ সুলতান দয়ালু।

আবু ॥ বাস্ আর বলতে হবেনা। দয়ার পরিমাণ পরে দেখতে পাবেন।

উজির ॥ মকবুলের বিচার শুরু করুন জাঁহাপনা।

আবু ॥ মকবুল সাহেব! আপনি কি কার্য করেন?

মকবুল ॥ খোদার ফকিরী করি জাঁহাপনা।

আবু ॥ খোদার ফকিরী করে কত অর্থ সঞ্চয় করেছেন?

মকবুল ॥ যা সঞ্চয় করেছি—সবই খোদার মেহেরবাণীতে।

আবু ॥ খোদাও কি আপনার কাছে মাল বন্ধকী রেখেছে।

মকবুল ॥ আজ্ঞে না জাঁহাপনা।

আবু ॥ তবে কি খোদা আসমান থেকে আপনার মাথার ওপর আশরফির বৃষ্টি করেছেন?

মকবুল ॥ আজ্ঞে না জাঁহাপনা।

আবু ॥ ব্যাটা ভণ্ড, দাগাবাজ, ঠগ, লোক ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করে বলছ, খোদার মেহেরবানীতে হয়েছে?

উজির ॥ মকবুলকে শাস্তি দিন হুজুর।

আবু ॥ এর নাকে দাঁড় লাগিয়ে মসজিদের সামনে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখুন। আর কপালে খোদাই করে লিখে দিন—"খোদার প্রেরিত দোজাগের ঝুলন্ত

সুদখোর"। আমার আদেশ প্রচার করে দিন—মসজিদে প্রবেশ করার আগে সবাই যেন একে ধরে একবার করে ঝুল খেয়ে যায়। নিয়ে যান।

[কোটাল ও সিপাই মকবুলকে বাইরে নিয়ে যায়।]

কোটাল॥ এবার কোন বদমাসকে হাজির করব জাঁহাপনা?

আবু॥ আর কাউকে হাজির করতে হবে না। এবার আপনাদের দুজনকে পুরস্কৃত করব। উজির সাহেব! এই দুই রাজকর্মচারী কি কার্য করেন?

উজীর॥ জাঁহাপনা তো জ্ঞাত আছেন কোটাল আর সেপাই প্রজাদের রক্ষক।

আবু॥ আমি তো জ্ঞাত আছি এরা প্রজাদের ভক্ষক।

উজির॥ কিরূপ জাঁহাপনা।

আবু॥ সরষের মধ্যেই ভূত। আমার নাম করে ভয় দেখিয়ে গরীব প্রজাদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে।

উজির॥ কি সাংঘাতিক!

আবু॥ এবার নিশ্চয়ই আপনার মগজে প্রবেশ করেছে—রাজকর্মচারীর দক্ষতা ও অপদার্থতা একই সঙ্গে কিরূপে হয়।

উজির॥ অবিলম্বে এইরূপ ব্যক্তিকে রাজকার্য্য থেকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন।

আবু॥ তার পূর্বে পুরস্কৃত করাও প্রয়োজন। আমার আদেশ এদের দুজনের পেট ফুটো করে একশত আশরফি পুরস্কার স্বরূপ পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হোক।

কোটাল॥ কসুর মাফ করুন জাঁহাপনা। আর কোন দিন উৎকোচ গ্রহণ করবো না।

সেপাই॥ আপত্তি করছেন কেন? আশরফিগুলোতো গোপন জায়গায় থাকবে।

কোটাল॥ বুদ্ধু, পেট ফুটো করে আশরফি ঢোকালে জানে বাঁচব?

উজির॥ আপনারা বাইরে যান। কোষাধ্যক্ষ কাটারী দ্বারা পেট ফুটো করে আশরফি ঢোকাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

[কোটাল ও সেপাই বাইরে যায়]

[মেহের ও মীর্জা একজন বোরখা পরিহিত লোকের দুহাত দুদিক থেকে ধরে টানতে টানতে প্রবেশ করে।]

মেহের॥ জাঁহাপনা আমার একটি আর্জি আছে। এই স্ত্রী লোকটি আমার বিবি। কিন্তু আমার প্রতিবেশী ঐ মীর্জা নির্লজ্জের মত দাবী করছে এ নাকি তার বিবি।

আবু॥ এখানেও সেই স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার। একটু ভাল হয়ে বসা যাক্।

মীর্জা॥ জাঁহাপনা, মেহের ঝুট্ বলছে। এই বিবি আমার।

আবু॥ সবই যেন চেনা মুখ। এখনও তাহলে ভেল্কী চলছে, চলুক, আমিও প্রস্তুত। ঠিক করে বল কার বিবি।

মেহের॥ এই বিবি আমার। বিবিকে আমি সাদী করেছি।

মীর্জা॥ ওর কথা সত্যি নয় জাঁহাপনা। আমিই বিবিকে সাদী করেছি।

আবু॥ বাঃ বাঃ জমে উঠেছে। আর একটু চলুক্। তারপর দিচ্ছি ঠাণ্ডা করে। দুজনেই বিবিকে আলাদা আলাদা জিজ্ঞেস কর, সে কার বিবি।

মেহের॥ বিবি তুমি বল আমার কিনা।

[হাসান বোরখার ভিতরে থেকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়]

মীর্জা॥ একবার আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বল তুমি আমার বিবি কিনা।

[হাসান পুনরায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়]

উজির॥ জাঁহাপনা। এই স্ত্রীলোকটি উভয়ের কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানাচ্ছে। বহুত মুস্কিল হয়ে গেল জাঁহাপনা।

আবু॥ অযথা চিন্তিত হবেন না। মুস্কিল আসান করে দিচ্ছি। স্ত্রীলোকটিকে জল্লাদের কাছে নিয়ে দুই খণ্ড করে দুজনকে দিয়ে দিন।

[হাসান ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বোরখা খুলে আত্মপ্রকাশ করে]

হাসান॥ গোস্তাকী মাফ করুন জাঁহাপনা—আমি স্ত্রীলোক নই।

আবু॥ তাতো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু স্ত্রীলোকের ভড়ং ধরেছিলে কেন?

হাসান॥ জাঁহাপনা। আমি ডাকাতের তাড়া খেয়ে ভয়ে মেহেরের বাড়ীতে কে

পড়ি। আমার গোড়ের শব্দে মেহের চোর মনে করে হল্লা করে। আমি ভয়ে মেহেরের বিবির বোরখা পাশে দেখতে পেয়ে সেটা পরে ফেলি। তারপর সেখান থেকে দৌড়ে মীর্জার বাড়ীর দিকে যাই। মীর্জা আমাকে চোর মনে করে তাড়া করে। তখন আমি দুবাড়ীর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকি। সঙ্গে সঙ্গে দুজন দুদিক থেকে এসে নিজের বিবি বলে টানাটানি করে।

আবু ॥ তুমি বেকসুর খালাস।

হাসান ॥ জয় সুলতানের জয়। [হাসানের প্রস্থান]

আবু ॥ আসল অপরাধী মেহের আর মীর্জা। এদের দুজনের নিজের বিবিতে অরুচি ধরেছে। তাই অন্য বিবির প্রতি মোহ। আমি আদেশ দিচ্ছি—দু'জনের বিবি পাল্টাপাল্টি করে দেওয়া হোক। তাহলেই এদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। যাও।

মেহের ও মীর্জা ॥ (খুশি হয়ে) জয় সুলতানের জয়! জয় সুলতানের জয়!!

[মেহের ও মীর্জার প্রস্থান]

উজির ॥ অপূর্ব বিচার—অপূর্ব বিচার।

আবু ॥ গর্দভের মত চেঁচাতে হবে না। আমি তো প্রতিদিনই অপূর্ব বিচার করি।

উজির ॥ জাহাপনা। আর কারো আর্জি নেই। এইবার দরবার শেষ করতে আজ্ঞা হয়।

আবু ॥ আমার আজ্ঞা—দরবার শেষ।

[রোশেনা একপাত্র পানীয় নিয়ে প্রবেশ করে।]

রোশেনা ॥ জাঁহাপনা দরবার শেষে সরবৎ পান করুন।

আবু ॥ দরবার শেষে সরবৎ পান করতে হয় নাকি?

রোশেনা ॥ জাঁহাপনাতো প্রতিদিনই দরবার শেষে একান্তে সরবৎ পান করে থাকেন।

আবু ॥ একান্তে পান করি? আজ আমার ভ্রম হয়েছিলো। সভাসদগণ!

আপনারা তো ভারী বে-আক্কেলে। কোন নারী যখন জাঁহাপনাকে একান্তে সরবৎ পান করাতে আসে তখন কোন্ আক্কেলে সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের মুখপানে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকেন? আমি আদেশ দিচ্ছি—আমার চোখের সামনে থেকে বিদায় হোন। আমি—সরবৎ পান করব।

[সবাই তাড়াহুড়ো করে সেলাম জানিয়ে চলে যায়]

রোশেনা॥ জাঁহাপনা সরবৎ পান করুন।

আবু॥ করব—করব। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও তো দেখি।

রোশেনা॥ আজ্ঞা করুন জাঁহাপনা।

আবু॥ তুমি এক একটা কাজ নিয়ে আমার কাছে এসে ফুরুৎ করে পালিয়ে যাও কেন? উঃ।

রোশেনা॥ আমি যে আপনার বাঁদী জাঁহাপনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় আপনার কাছে থাকলে আপনিই তো আমাকে কঠোর দণ্ড দেবেন।

আবু॥ তোমার মত সুন্দরীকে কখনও দণ্ড দেওয়া যায়? বরং তুমি কাছে না থাকলে আমি নিজেই দণ্ড ভোগ করি।

রোশেনা॥ প্রতিদিনই তো আমাকে দেখেন জাঁহাপনা তবে আজ বাঁদীর প্রতি জাঁহাপনার এরূপভাব কেন?

আবু॥ তাইতো, প্রতিদিনই তোমাকে দেখি। আজ তাহলে এরূপভাব কেন? ওহো বুঝেছি। তোমার সঙ্গে ভাব করবার জন্যই আমার এইরূপ ভাব ভাব মনোভাব।

রোশেনা॥ জাঁহাপনা! আমি আপনার বাঁদী।

আবু॥ বয়ে গেছে। এক ঠ্যালায় বেগম করে দিতে পারি জান?

রোশেনা॥ জাঁহাপনা যে ঘোষণা করেছেন আজীবন বেগমশূন্য হয়ে থাকবেন।

আবু॥ সর্বনাশ করেছে। এই ঘোষণা করেছি নাকি? বেকুব উজিরটা

আমাকে সুপরামর্শ দিতে পারে নি? তুমিও তো আমাকে এই দুষ্কর্মে বাধা দিতে পারতে।

রোশেনা॥ তখনতো আপনার এরূপ চঞ্চল ভাবের উদয় হয়নি জাঁহাপনা। তাই আপনি বেগমশূন্য থাকবার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

আবু॥ সেইখানেই তো নিজের দফাটা নিজেই শেষ করে রেখেছি। আচ্ছা সুন্দরী, আমি তো সুলতান। আমি ইচ্ছা করলে তো পূর্বের ঘোষণা বাতিল করে দিতে পারি।

রোশেনা॥ আপনি সর্বশক্তিমান। আপনি ইচ্ছা করলে সব কিছুই করতে পারেন।

আবু॥ তবে তোমার মত চিন্তিত হবার কি আছে।

রোশেনা॥ আমি তো চিন্তিত নই। স্বয়ং জাঁহাপনাই চিন্তিত।

আবু॥ আমিতো চিন্তিত খুবই। উজবুকের মত একটা ঘোষণা করে আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারি? যাক্ ফয়সালা হয়ে গেছে। এক ঘোষণায় বেগমশূন্য করতে চেয়েছি, আরেক ঘোষণায় বেগম পূরণ করে দেব। ল্যাটা চুকে যাবে। তুমি প্রস্তুত থেকো, কাল প্রত্যুষেই বেগম গ্রহণ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করব।

রোশেনা॥ আজ তাহলে সরবৎ পান করুন।

আবু॥ হ্যাঁ দাও। সরবতের সঙ্গে তোমার সঙ্গীতের রসও পান করতে চাই। (রোশেনা সরবৎ দেয়) তুমি একটা গান করো।

[রোশেনা গান ধরে। আবু সরবৎ পান করতে থাকে এবং গান গায়।]

গান

রোশেনা॥ তোমার খুশির মেহফিলে আমি বেমানান।

আবু॥ আমি জানি তুমি আমার মনের মেহমান॥

রোশেনা॥ আমি বাঁদী বাদশা তুমি, তুমি খোদাবন, আসমান-জমীন ফারাক

রেখে চলি যে দুজন। (এই) ডালিম ফুলে নজর দিলে তোমার অপমান ॥

আবু ॥ মানি না এ আদব আমি বেগানা ফরমান ॥

তুমি রানী গুলবাগিচায়

গুলাব তুমি ফুলের তোড়ায়।

রোশেনা ॥ আতর দানীর আতর আমি নেইকো ফরিয়াদ।

আবু ॥ তোমার ঢালা খুশবু ছাড়া জীন্দেগী বরবাদ।

রোশেনা ॥ কসুর হলে মাপ করোগো, সেলাম মেহেরবান।

আবু ॥ তুমি ঈদের প্রথম দেখা, চাঁদেরই আসমান ॥

[উজিরের প্রবেশ ।]

উজির ॥ জাহাঁপনা, আপনার নগর পরিভ্রমণের ওকৃত্ হয়েছে।

আবু ॥ আপনি একটি আস্ত বেরসিক। এমন সুখের সময় কেউ বাধ সাধে?

উজির ॥ আপনারই নির্দ্ধারিত কর্মসূচী জাহাঁপনা। প্রতিদিনই দরবারের পর কিঞ্চিত বিশ্রাম করে নগর পরিভ্রমণ করেন।

আবু ॥ কবে যে কার্যসূচী নির্ধারণ করলাম, খোদাতালাই জানেন। সুন্দরী আমি নগর পরিভ্রমণে যাচ্ছি। আবার তোমার সঙ্গে মোলাকাত হবে। আজকের দিনটা শুধু মোলাকাত-মোলাকাত। কালই ঘোষণা করে তোমাকে কুপোকাত। [রোশেনার প্রস্থান]

দশম দৃশ্য

উজির ॥ জাহাঁপনা আপনার নগর পরিভ্রমণের সব ইন্তেজাম করা হয়েছে, আসুন।

আবু ॥ উজিরসাহেব আনন্দে আজ আমার আসমানে উড়তে ইচ্ছে করছে।

উজির ॥ আসমানে উড়তে ইচ্ছে করছে?

আবু॥ আজ আমি আসমানে উড়ে উড়ে নগর পর্যবেক্ষণ করব।

উজির॥ আসমানে কি করে উড়বেন জাহাঁপনা।

আবু॥ আমি সুলতান, আমার যা মনে হবে তাই করব। যান, আমার আসমানে উড়বার ইন্তেজাম করুন।

উজির॥ সর্বনাশ করছেন জাহাঁপনা। আপনাকে আসমানে উড়াবার কোন তরিকাতো আমার জানা নেই!

আবু॥ ওসব জানা নেই টানা-নেই আমি শুনতে চাইনা। আমার মুখ দিয়ে যখন নিকলে গেছে আমি আসমানে উড়ব, আমাকে উড়াবার ইন্তেজাম আপনাকে করতেই হবে। না পারলে আপনার গর্দান যাবে।

[মশরুর প্রবেশ]

মশরু॥ উজিরসাহেবকে যেন খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।

উজির॥ মশরু, জাহাঁপনা আজ আসমানে উড়ে উড়ে নগর পর্যবেক্ষণ করতে চাইছেন।

মশরু॥ চাইবেনইতো। উনি আমার বা আপনার মত বেতনভোগী উজির বা মশরু নন। খোদ বাদশা।

মশরু॥ জাহাঁপনা খোদার অনেক বুদ্ধি আছে।

আবু॥ খোদারতো বুদ্ধি থাকবেই কমবক্ত।

মশরু॥ চিড়িয়া আসমানে ওড়ে তার পাখা আছে।

আবু॥ হ্যাঁ তা আছে।

মশরু॥ আদমী জমিনে হাঁটে তার পাখা নেই।

আবু॥ তা নেই।

মশরু॥ জাহাঁপনা যদি আসমানে উড়তে চান তাহলে হাত দু-খানার পরিবর্তে দু-খানা পাখা দরকার।

আবু॥ জরুর দরকার।

মশরু॥ পিপীলিকারও পাখা নেই জাহাঁপনা।

আবু॥ তাতে কি হ'ল।

মশরু ॥ পিপীলিকার যখন পাখা গজায় তখন কী হয় ?

আবু ॥ পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

মশরু ॥ আপনারও যদি পাখা গজায়, সেটাও হবে ঐ মরিবার তরে।

আবু ॥ তুমি আমাকে পিপীলিকার সঙ্গে তুলনা করছো ?

মশরু ॥ গোস্তাকী মাফ করবেন জাহাঁপনা। খোদার এই দুনিয়ায় আমরা সবাই পিপীলিকা। কেউ বড় পিপীলিকা, কেউ মাঝারি পিপীলিকা, কেউ ছোট পিপীলিকা। আপনার রাজত্বে যত মিঠাইয়ের রস আছে— সব বড় পিপীলিকারাই সাবাড় করে দেয়, আর যতটুকু পড়ে থাকে তা মাঝারি পিপীলিকারা চেটেপুটে খায়, আর ছোট পিপীলিকারা এসে কিছুই পায় না। তারা শুধু ঐ রস-শূন্য জায়গায় ঘুরপাক খেতে থাকে—যদি একটু পাই, যদি একটু পাই, যদি একটু পাই।

আবু ॥ তোমার কথাতো আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। বড়, ছোট, মাঝারি, পিপীলিকা আবার কোত্থেকে এলো !

মশরু ॥ ওই তো আমার দোষ। কথাটা কিছুতেই সোজা করে বলতে পারিনা।

আবু ॥ তোমার যা বলার স্পষ্ট করে বল।

মশরু ॥ উঁচুতে উঠে কখনো নীচু আদমির তকলিফ জানা যায় না। নীচু আদমির তকলিফ জানতে হলে নীচু হয়ে তাদের অন্দরে ঢুকতে হয়।

আবু ॥ তোমার কথা বিলকুল সহি মশরু। উঁচুতে থেকে কখনও নীচু আদমির তকলিফ জানা যায় না। তাই যদি যেত তবে দুনিয়ায় এত গরীব পয়দা হতো না।

মশরু ॥ তাহলে আসুন জাঁহাপনা, আমরা আসমানে উড়ে যাবার আশা পরিত্যাগ করে, নীচু জমিনে হেঁটে নীচু আদমিদের তকলিফ জানার কৌশিশ করি।

আবু॥ তাই চলো।

[যন্ত্র সংগীতে সুলতানের গমন বার্তা ঘোষিত হয়। আবু, উজির ও মশরু প্রস্থান করে।]

[রোশেনার প্রবেশ]

রোশেনা॥ তুমি কে? কি-বা তোমার পরিচয়? কিছুই জানি না। তবু মনে হয়, তুমি আমার অনেক চেনা—আমার দিলের কাছের আদমি।

[শাকিলার প্রবেশ]

শাকিলা॥ সুন্দরী, তুমি বারবার এসে ফুরুত করে পালিয়ে যাও কেন? উঃ?

রোশেনা॥ তুই শুনেছিস?

শাকিলা॥ শুনেছি বিবি, সব শুনেছি।

রোশেনা॥ জানিস শাকিলা। আমার মনের মধ্যে যার তসবীর আঁকা, এই আদমি ঠিক তার মত দেখতে। তবে কি খোদার মেহেরবানীতে বাদশা তাকেই নিয়ে এলো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না শাকিলা।

শাকিলা॥ হায়—হায়, বিবি যে মজেছে। শোনো বিবি মজেছ—মজেছ, লেকিন মজে পচে যেওনা বাদশার মর্জিতে এক-রোজকা খেল খেলছ। রোজ ফুরালেই খেল খতম্, তোমার ফুর্তিভী হজম।

রোশেনা॥ এ খেলা যদি হররোজ খেলতে পারতাম। আর আমি কিছু চাইতাম না। কারবারীর সঙ্গে কত জায়গা ঘুরেছি। কত আদমি দেখেছি। লেকিন তার মতো কোনো আদমি দেখিনি। সব আদমির নজরে দেখেছি শুধু লালসা। তারা আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেতে চায়। দিনের পর দিন এসব দেখে পুরুষ মানুষের প্রতি আমার ঘৃণা এসেছিল। ভেবেছিলাম সব পুরুষই জানোয়ার। তারা আচ্ছা বাত বলতে জানে না। পেয়ার করতে জানে না। জানানার ইজ্জত দিতে জানে না। লেকিন তার পহেলা নজরে দেখলাম চোখে আছে মহব্বতের সুরমা, গলায় আছে দরদভরা মিঠাবাত—তাইতো আমি পাগল হয়েছি শাকিলা!

শাকিলা ॥ হায় আল্লা—বিবির দিমাগ্ যে সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। সামলাই কি করে!

রোশেনা ॥ শাকিলা, আমার দিলে কি হলো বলতো? কেন এমন তোলপাড়?

শাকিলা ॥ তোমার দিল যে সাগরের পানী।

রোশেনা ॥ এই পানীতে যদি নাও ভাসাতে পারতাম!

শাকিলা ॥ ডুবে মরবে গো বিবি—ডুবে মরবে!

রোশেনা ॥ এই মরণেও সুখ শাকিলা, এই মরণেও সুখ!

[রোশেনার প্রস্থান]

শাকিলা ॥ তোমার তো মরণে সুখ, আমার যে রহমানকে না দেখে দিলে বড় দুক্। গেল কোথায়! [শাকিলার প্রস্থান]

একাদশ দৃশ্য

॥ নগরের এক অংশ ॥

[মীর্জার প্রবেশ]

মীর্জা ॥ হায় আল্লা, কেন যে মরতে পরের বিবির দিকে নজর দিতে গিয়েছিলাম। পাঁচ পাঁচটা নিকা করে তালাক দিলাম। নিজের বিবির কাছে কোনোদিন এই রকম গোলাম হ'য়ে থাকতে হয়নি। এই খাণ্ডারনীকে নিয়ে মেহের আলি ঘর করতো কেমন করে?

[মেহেরের প্রবেশ]

মেহের ॥ আমারও সেই বাত মীর্জা। এই রকম জল্লাদ মেয়েছেলে তুমি ঘরে পুষতে কেমন করে?

মীর্জা ॥ তোমার বিবি আমাকে দিয়ে তার গোড় টেপায়, শির টেপায়। কুর্তা কামিজ সাফা করায়।

মেহের ॥ তবুতো আমার বিবি তোমাকে জানে মারতে চায় না। তোমার বিবি যে আমাকে কাটারী নিয়ে তাড়া করে।

মীর্জা ॥ বল কি মিঞা ?

মেহের ॥ আমি একটুও ঝুট বলছি না মীর্জা।

মীর্জা ॥ তোমার দজ্জাল বিবিও আমার জান কয়লা করে দিচ্ছে। আগে তোমার বিবিকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে কতইনা আচ্ছা লাগত।

মেহের ॥ তোমার বিবিকেও আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম আর ভাবতাম আহা এমন কচি বিবি পেলে কত সোহাগই না করব। সেই কচি এখন আমার গলায় কাঁচি হয়ে লেগেছে।

মীর্জা ॥ নিজের নিজের বিবিই আমাদের আচ্ছা ছিল মিঞা।

মেহের ॥ কেন সাধ করে বাঁশ নিতে গেলাম মিঞা—

মীর্জা ॥ ও হো—হো—আপসোস্ !

মেহের ॥ আ—হা—হা আপসোস্।

[দুজনে কাঁদতে থাকে]

[আবুর প্রবেশ]

আবু ॥ প্রজাগণ তোমাদের যদি কোনো দুঃখ দুর্দশা থাকে আমার কাছে ব্যক্ত করো।

মেহের ॥ (লক্ষ্য করে) আরে-এ যে আমাদের আবু মিঞা! ও আবু মিঞা। তুমি যে একেবারে ভোল পালটে ফেলেছো।

আবু ॥ আমি সুলতান। আমাকে সেলাম করো বেয়াকুব !

মীর্জা ॥ সুলতানের মতই তোমাকে দেখাচ্ছে বটে। দরবারে গিয়ে দেখলাম-সুলতানের চেহারাও অবিকল তোমারই মতো!

আবু ॥ আরে মূর্খ আমিই সেই সুলতান। আমাকে সেলাম কর।

মির্জা ॥ দ্যাখো আবু মিঞা, তুমি যদি এমনি সেলাম চাও, একশবার সেলাম করবো। কিন্তু বাদশার ভড়ং ধরে যদি থাক তাহলে কাঁচকলা দেখাব।

আবু॥ সুলতানকে কাঁচকলা দেখাব! দাঁড়াও মজা টের পাওয়াচ্ছি।
(হাততালি দেয়) কে-আছিস?

[রহমান প্রবেশ করে]

রহমান॥ বান্দা হাজির জাহাঁপনা।

আবু॥ এই দুই আদমি আমাকে সুলতান বলে গ্রাহ্য করছে না। জল্লাদকে হাজির হতে বল, এক্ষুনি দুজনের গলা কাটতে হবে।

রহমান॥ যো হুকুম জাহাঁপনা।

[রহমানের প্রস্থান]

[যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে আবু বাদশাহী কায়দায় হাঁটতে থাকে। মেহের ও মীর্জা ভীত হয়]

মেহের॥ ও মীর্জা, আমাদের বোধহয় ভুলই হচ্ছে। এই বোধহয় সুলতান হবে।

মীর্জা॥ এঁ্যা তাহলে তো নির্ঘাৎ গর্দান যাবে। এসো সেলামটা তাহলে জলদী জলদী সেরে ফেলি।

[উভয়ে সেলাম করে]

সেলাম জাঁহাপনা।

আবু॥ ও ভাবে নয়। চেঁচিয়ে বলো জয় সুলতানের জয়।

উভয়ে॥ জয় সুলতানের জয়।

আবু॥ আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। ভবিষ্যতে যেন সুলতান চিনতে ভুল না হয়। কোথাকার কে আবু তার সঙ্গে আমার তুলনা!

[রহমানের প্রবেশ]

রহমান॥ জল্লাদ হাজির জাহাঁপনা! অস্তরালে অপেক্ষা করছে।

আবু॥ এদের কসুর মাফ করে দিয়েছি। জল্লাদকে চলে যেতে বল।

রহমান॥ যো হুকুম জাহাঁপনা।

[রহমানের প্রস্থান]

মীর্জা মেহের॥ জয় সুলতানের জয়!

আবু ॥ হয়েছে হয়েছে আর বলতে হবে না। আচ্ছা তোমরাতো বোগদাদ বাজারে সরাব আর ফল বেচে কারবার করো। যাও দেখি এক পাত্র সরাব আর পাকা ফল নিয়ে এসো—

মীর্জা ॥ জাহাঁপনা বাদশাহী বাঁড়য়া সরাব পান করেন। ছোট কারবারীর দেশী সরাব আচ্ছা লাগবে না।

আবু ॥ দেশী আর বিদেশীর তফাৎ কতটা তাই দেখব। যাও নিয়ে এসো।

উভয়ে ॥ জী হুজুর। [উভয়ের প্রস্থান]

আবু ॥ দেশী সরাব আচ্ছা লাগবেনা! দেশীসরাব খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল!

[মীর্জা ও মেহের এক ভাঁড় সরাব ও ফল নিয়ে প্রবেশ করে]

মীর্জা ও মেহের ॥ এই নিন জাঁহাপনা।

আবু ॥ (পান করতে করতে) হ্যাঁ-এই না হলে সরাব। দেশী সরাব না পান করলে কি দিলে ফুর্তি আসে! (গান ধরে) "এই দুনিয়া দুটি দিনের মজা লুটকেলেনা" (হঠাৎ খেয়াল করে) নাঃ এই বাদশাগিরি করতে গিয়ে দিল্ খুলে কিছু করবার উপায় নেই, যাকগে। তোমাদের তকলিফ জানাবার জন্তেই আমি নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছি। বলো তোমাদের কি তকলিফ আছে?

মেহের ॥ নির্ভয়ে বলব জাহাঁপনা?

আবু ॥ নির্ভয়ে বলো—

মীর্জা ॥ জাহাঁপনা, দরবারে আপনার আদেশ মত আমরা বিবি পাল্টা পাল্টি করে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম নতুন বিবি নিয়ে কতই না সুখে থাকব। এখন দেখছি নতুন বিবি আমাদের ঘাড়ে পেত্নী হয়ে চেপে বসেছে।

আবু ॥ পরের বিবির প্রতি মোহ কেটেছে তাহলে?

মেহের ॥ বিলকুল কেটেছে হুজুর।

আবু ॥ এখন থেকে পরের বিবি দেখলেই চোখ বুঁজে থাকবে।

মেহের ॥ থাকব জাঁহাপনা।

আবু ॥ আমি ইজাজত দিলাম নিজের নিজের বিবি আবার ঘরে এনে তার দিকে চোখ মেলে তাকাও।

উভয়ে ॥ জয় সুলতানের জয়—জয় সুলতানের জয়!

[জয়ধ্বনি করতে করতে উভয়ের প্রস্থান]

আবু ॥ জয়ধ্বনি শুনে শরীরটা আনন্দে নেচে নেচে উঠছে। দেশী সরাবের নেশাটাও বেশ জমে উঠেছে। হাঃ হাঃ, বলে দেশী সরাব অচ্ছা লাগবে না। দেশী সরাবের মত চীজ আছে। কিন্তু এই জবর জং পোষাকটাই অস্বস্তি ঠেকছে। ইচ্ছে করছে সর্বাঙ্গ পোষাক শূন্য হয়ে একটু জিরিয়ে নিই। নাঃ, আমি সুলতান, আমার জিরোবার ফুরসত নেই। খালি কাম। খালি কাম!

আবু ॥ লেকিন হাজার কামের মধ্যেও একটি মুখ আমার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে। রোশেনা, এরই নাম শায়েদ মহব্বত। কিন্তু মহব্বত কি করে করতে হয় তার তরিকাটা কি? উঃ! আমি জানিনা। জানতে হবে। আমি সুলতান। সর্ববিষয়ে আমাকে পারদর্শী হতে হবে। (চেঁচিয়ে) কে হায়? [রহমানের প্রবেশ]

রহমান ॥ বান্দা হাজির।

আবু ॥ মহব্বত করার তরিকা কি?

রহমান ॥ (অবাকভাবে) জী!

আবু ॥ (চড়াস্বরে) মহব্বত করার তরিকা কি?

রহমান ॥ (অনর্গল বলতে থাকে) ম্যয়ে তেরা, তু মেরা, ম্যায় তেরা—তু মেরা।

আবু ॥ (ধমকে) থামোশ। ...তুমি কখনও মহব্বত করেছো?

রহমান ॥ গোস্তাকী মাফ করুন জাঁহাপনা, আমার বহুত ডর লাগছে।

আবু ॥ না না, আমি দয়ালু সুলতান, নির্ভয়ে বলো তুমি কখনও মহব্বত করেছ?

রহমান ॥ জী!

আবু ॥ মহব্বত কি করে করতে হয় জলদি বল।

রহমান ॥ নির্ভয়ে ?

আবু ॥ সম্পূর্ণ নির্ভয়ে।

রহমান ॥ আমি দু কদম বাড়লাম। সে এক কদম বাড়ল। আমি চার কদম, সে দু কদম বাড়লো। আমি দশ কদম বাড়লাম, সে পাঁচ কদম বাড়ল। আমি মুস্কাড়ালাম সে ঝাংটা মেরে ইনকার করল। আমি উল্টা ফিরলাম।

আবু ॥ তারপর ?

রহমান ॥ আমি তাকে চুপকে-সে দেখলাম। সে আমাকে চুপকে-সে দেখল। সে তিরছি নজর মারল। আমি সিধা নজর মারলাম। দুজনে ফিন বরাবর হলাম। সে মুস্কাডালো (দাঁত বার করে) আমি গলে গেলাম।

আবু ॥ তারপর ?

রহমান ॥ তারপর—

[মূকাভিনয়ে যন্ত্র সংগীতের সঙ্গে ঘন ঘন চুম্বন ভঙ্গী করে। রহমান চলে যায়।]

আবু ॥ হুঁ বুঝেছি। মহব্বত করার তরিকা আমি সমঝে গেছি। জানানা পহেলে রাজী হয় না। ইনকার করে। আর সেইজন্যই বোধহয় রোশেনা হরবকত তফাৎ থাকতে চায়। লেকিন তফাৎ তাকে থাকতে দেব না।

[উজিরের প্রবেশ]

উজির ॥ আবু হোসেনের মা জাঁহাপনার সঙ্গে মোলাকাত করতে চায়। সে নাকি কোন তকলিফে পড়েছে।

আবু ॥ কে আবুহোসেনের মা ?

উজির ॥ একজন স্ত্রীলোক।

আবু ॥ স্ত্রীলোক !

উজির ॥ আজ্ঞে-হ্যাঁ জাঁহাপনা। আবুহোসেনের মা একজন স্ত্রীলোক।

আবু ॥ মঞ্জুর। [কুর্নিশ অন্তে উজিরের প্রস্থান]

আবু ॥ যেখানেই যাচ্ছি-সেখানেই শুনছি—আবুহোসেন। কি এমন পয়গম্বর বাবা! আমার চেহারাটা নাকি আবুহোসেনের মত দেখতে! হাঃ হাঃ হাঃ আমি সুলতান, আর সে একজন নগণ্য প্রজা; কোথায় আসমানের চাঁদ আর জমীনের পোড়া তন্দুরী! কার সঙ্গে কার তুলনা। নাঃ, এর একটা বিহিত করতে হবে। না হলে দু'দিন বাদে আমাকে কেউ মান্য করবে না। হুঁ পেয়েছি আবুকে মুগুর পেটা করে ওর মুখটা তুবড়ে দিলেই দু'জনের চেহারা বিল্কুল ফারাক হয়ে যাবে। কালই আবুকে পাকড়াবার জন্য হুলিয়া বার করব।

[জাহুজা প্রবেশ করে]

জাহুজা ॥ সেলাম জাহাঁপনা।

আবু ॥ বলো তোমার কি তকলিফ? আমার মুখের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে কি দ্যাখা হচ্ছে?

জাহুজা ॥ জাহাঁপনাকে দেখতে ঠিক আমার বেটা আবুর মত।

আবু ॥ আবার সেই বাত! আমাকে দেখতে তোমার বেটার মত কি উল্লুকের মত তা জানার আমার প্রয়োজন নেই।

জাহুজা ॥ ঠিক আমার বেটার মত নাক, চোখ।

আবু ॥ তোমার বেটার নাক আমি কেটে দেব, চোখ কানা করে দেব! সুলতানের সঙ্গে দিল্লাগী করা হচ্ছে! তোমার যদি কোনো তকলিফ থাকে জলদি বলো।

জাহুজা ॥ আমার বেটা কাল থেকে হারিয়ে গেছে। কোথাও তালাস করে পাচ্ছি না। তার জন্য আমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছি জাহাঁপনা।

আবু ॥ হুঁ, তোমার বেটার উমর কত?

জাহুজা ॥ তা হবে সাতাশ বরষ।

আবু ॥ সাতাশ বছরের বুড়ো ঢেঁকি কখনও হারায় যে, তুমি একেবারে কাতর

হয়ে পড়েছ ! সেকি বাচ্ছা লড়কা যে তোমার কোল ছাড়া হলে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদবে। জাহান্নমে যাক। তুমি কিছু ভেবো না।

জাহুজা ॥ কোনো দিন এমন হয় না। গরীব আদমি। মা বেটা কোনো রকমে দিন গুজরান করি। বেটা চলে গেল-এখনতো আমাকে ভুখা থাকতে হবে।

আবু ॥ আমার মত দয়ালু সুলতান থাকতে, তুমি কখনও ভুখা থাকতে পার ? (মুদ্রার থলি দিয়ে) এই নাও একশত মুদ্রা। নোকর নোকরানী বহাল করে আরামসে দিন গুজরান করো।

জাহুজা ॥ অর্থ নিয়ে তো আমার বুক ভরবে না জাহাঁপনা। কে আমাকে আম্মা বলে ডাকবে ?

আবু ॥ কেউ না ডাকে। আমি রোজ গিয়ে আম্মা বলে ডাকব। হলো ?

জাহুজা ॥ (একদৃষ্টে তাকিয়ে) তুই তাহলে জরুর আমার আবু বেটাই হবি।

আবু ॥ বেয়াদপ স্ত্রীলোক ! ফের যদি আমাকে আবু বলবে তো জল্লাদ ডেকে এখুনি কোতল করব।

জাহুজা ॥ ওরে বাবা—আর বলব না, গোস্তাকী মাফ করুন জাহাঁপনা।

আবু ॥ যাও—

জাহুজা ॥ এক্ষুনি যাচ্ছি—সেলাম।

[জাহুজা তাড়াতাড়ি প্রস্থান করে]

আবু ॥ সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দেবে। আবু-আবু-আবু- উচ্চস্বরে) কোথায় সেই আবু ? তাকে একবার পেলে মুণ্ডটা কেটে পানিতে ভাসিয়ে দেব। (নরম স্বরে) নাঃ আমি তো দয়ালু সুলতান। পহলে তাকে—এই ভাবে আলিঙ্গন করব—। (ক্রুদ্ধভাবে) তারপর তাকে এমনি করে পদাঘাত করব।

[জোরে পদাঘাত করতে গিয়ে পায়ে আঘাত পায় এবং কাতরাতে থাকে। দ্রুতবেগে উজিরের প্রবেশ]

উজির ॥ কি হয়েছে জাহাঁপনা ?

আবু। আর কি হয়েছে! পদাঘাত করতে গিয়ে গোড়ে চোট খেয়েছি'। আজকের মত নগর পরিভ্রমণে ইস্তফা দিচ্ছি। প্রাসাদে ফিরে যাবার ইন্তেজাম করুন।

উজির॥ চিন্তিত হবেন না জাহাঁপনা। দ্রুতগামী অশ্ব প্রস্তুত। মুহূর্তে রাজ প্রাসাদে পৌঁছে দেবে।

আবু। অশ্বের পিঠ থেকে যদি আবার চিৎ পটাং হই?

উজির। জাহাঁপনা তো অতি উত্তম অশ্বারোহণ করেন।

আবু। সব ভুলে যাচ্ছি! সব ভুলে যাচ্ছি—। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে আব্বাজানের নামও ভুলে যাব।

[যন্ত্রসংগীত বেজে ওঠে। আবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যায়। উজির তাকে অনুসরণ করে।]

দ্বাদশ দৃশ্য

॥ প্রাসাদ ॥

[হারুন ও জুবেদার প্রবেশ]

হারুন। জলসাঘরের (মাইফেল) আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে বেগম সাহেব?

জুবেদা। সম্পূর্ণ সুলতান।

হারুন। সুলতানের মর্জির জন্য আজ বেগম সাহেবাকে অনেক পরিশ্রমী হতে হলো।

জুবেদা। বেটি রোশেনার মুখের দিকে চেয়ে এই পরিশ্রমী। এই পরিশ্রমীতে অনেক তৃপ্তি আছে সুলতান।

হারুন। তুমি খোদাতালার এক অপূর্ব সৃষ্টি। আমার অন্তরের কামনা বাসনা এমন ভাবে পূরণ করে দাও যে কোনো প্রশ্ন করার অবকাশই থাকে না।

জুবেদা ॥ শুধু বিলাসিতা আর ভোগ করার জন্যই বেগমের পদ সৃষ্টি হয়নি জাঁহাপনা। দয়ালু সুলতান যেখানে প্রজার জন্য ভেবে ভেবে দিন অতিবাহিত করেন, সেখানে সুলতানের সদিচ্ছাকে রূপায়িত করাও বেগমের দায়িত্ব।

হারুন ॥ বিলকুল ঠিক। আর এই জন্যই তুমি আমার কাছে এত আদরের, এত প্রিয়। বেগম, একটি কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

জুবেদা ॥ কি কথা সুলতান ?

হারুন ॥ আবুহোসেনকে প্রাসাদে আনবার পর থেকে, রোশেনার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ কি ?

জুবেদা ॥ অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি জাঁহাপনা। যে রোশেনার মুখে হাসির রেশ পর্যন্ত ছিলনা, পাথরের মত অনড়, অচল নির্বাক হয়ে দিন কাটাতো, আজ সেই রোশেনা উচ্ছল, চঞ্চল, সদা হাসিতে ভরপুর। বেটিকে দেখে মনে হয়, ওর মত সুখী কেউ নয়।

হারুন ॥ জলসাঘরেই ওদের শেষ মিলন। আবুহোসেন একদিনের বাদশাহী চেয়েছিল। আজ রাত্রেই একদিন পূর্ণ হবে। তারপর—

জুবেদা ॥ তারপর কি জাঁহাপনা ?

হারুন ॥ যেমন করে আবুকে বেহুঁস করে প্রাসাদে আনা হয়েছিল, ঠিক তেমনি করেই তাকে স্বগৃহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (একটু হেসে) বেগমসাহেবার মুখখানা মলিন হয়ে গেল ? একদিনের অধিক তাকে সুলতানের পদে অধিষ্ঠিত রাখা চলে না জুবেদা। রাজকার্যে তাতে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

জুবেদা ॥ এই বিচ্ছেদ আমার বেটি কেমন করে সহ্য করবে জাঁহাপনা। এই যদি জাঁহাপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে কেন আশার প্রদীপ তার সম্মুখে জেলে দিয়ে—আবার তা নিভিয়ে দেওয়ার আয়োজন ? [প্রস্থান]

হারুন ॥ (স্মিত হেসে) এটাই আমার শেষ অভিপ্রায় নয়। মহব্বতের

ব্যাপারে নারী বড়ই অধৈর্য। বোঝনা সাময়িক বিচ্ছেদই এনে দেয় চূড়ান্ত সাফল্য।

[মশরুর প্রবেশ]

মশরু ॥ সেলাম হারুন-অল-রসিদ মিঞা?

হারুন ॥ বরতমীজ্, কম্বক, আমি সুলতান। আমার নাম ধরে তুমি ডাকছ? এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার? এই মুহূর্তে আমি তোমার গর্দান নেব।

মশরু ॥ (হাসতে হাসতে) কি করে আমার গর্দান নেবেন হারুন-অল-রসিদ মিঞা? আজ তো আর আপনি সুলতান নন। বর্তমান সুলতান আবুহোসেন। একমাত্র তিনিই আমার গর্দান নিতে পারেন।

হারুন ॥ ও! কালই তো আমি আবার সুলতান হব।

মশরু ॥ আমিও কাল আপনাকে—সেলাম করে—জাঁহাপনা, সুলতান, বাদশা, হুজুর সব বলব।

হারুন ॥ তাই বলে একদিন ক্ষমতায় না থাকলে তুমি আমাকে হারুন-অল-রসিদ মিঞা বলবে নির্বোধ।

মশরু ॥ তাইতো হয় মিঞা। এই দুনিয়ার নিয়মই এই। ক্ষমতা যতক্ষণ থাকবে, সবাই আপনাকে তুলে নাচবে। যেই ক্ষমতা গেল-একেবারে আসমান থেকে জমীনে ঢিপিস করে ফেলে দেবে। যাক, আপনার যখন "মিঞা" শুনতে আপত্তি, আমি আপনাকে জাঁহাপনাই বলব। সেলাম জাঁহাপনা।

হারুন ॥ পরিহাসের মধ্যে দিয়ে তোমার কথার তাৎপর্য আমি বুঝতে পেরেছি মশরু। একদিনের জন্য সুলতানের ক্ষমতা আবুহোসেনকে দিলেও ক্ষমতার যাতে অপব্যবহার না হয় তার জন্য আমার সজাগ দৃষ্টি-সর্বদাই রয়েছে। কাল থেকেই দেখতে পাবে আমি সেই সর্বশক্তিমান সুলতান হারুন-অল-রসিদ।

[প্রস্থান]

ত্রয়োদশ দৃশ্য

জলসাঘর

[সৌখিন পালকের ঝাড়ু হাতে বান্দা রহমানের প্রবেশ]

রহমান। এরই নাম জলসাঘর। বাদশা নরম মখমলের গদিতে আরামসে বসেন। অমনি ফুলপরীরা ঝিনিক ঝিনিক পায়েল বাজিয়ে বাদশাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। বাদশা যেই একটু হাসেন, অমনি ফুলপরীরা তাঁর গা বেয়ে জোঁকের মত উঠতে শুরু করে দেয়। কেউ তাঁর মোছে আতর মাখিয়ে দেয়। কেউবা তার আঙুলগুলো ধরে পুট্ পুট্ করে ফুটিয়ে দেয়। আবার, কেউবা তার পিঠে সুরসুরি দিয়ে দেয়। পারলে, যেন বাদশাকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলে। বাদশা হচ্ছেন একটা তালগাছ। তাঁরা গা বেয়ে উঠে ঝাঁকুনি দিলে, টুপ টুপ করে তাল পড়বে। আর ফুলপরীরা সেই তালগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু আজ আর তা হচ্ছেনা সুরতওয়ালিরা। আজ বাদশা আসছেন না। আসছেন, নকল বাদশা আবুহোসেন। এক লাথি ঝাড়বে তো ফুলপরীরা হুমড়ি খেয়ে আরব সাগরের পানীতে গিয়ে পডবে। তার এক নজর রোশেনা। বিলকুল আমার মত। আমার ভী এক নজর শাকিলা। সে যেমন রোশেনাকে পেয়ার করে, আমিও তেমনি শাকিলাকে পেয়ার করি। সে যেমন এক রোজের বাদশা, আমিও তেমনি জীন্দেগী ভর বান্দা। হায় মেরা ওপদীর! আয় মেরা ঝাড়ু তুই আমার শাকিলা বন্যা। তোকে নিয়ে আমি নাচ করবো। তোকে নিয়ে পেয়ার করবো। তোকে নিয়েই আমি ফুর্তি করবো। মেরে পেয়ারে ঝাড়ু, তু আমার সীমায় আযা।

[রহমান ঝাড়ুকে শাকিলা ভেবে নিয়ে নাচ শুরু করে। যন্ত্রসংগীত বাজে। নাচতে থাকে রহমান। প্রবেশ করে উজির। উজিরকে দেখে নাচের ছন্দেই প্রস্থান করে রহমান]

[আবু প্রবেশ করে]

আবু। এই কক্ষটি এত সুসজ্জিত কেন উজির সাহেব?

উজির। এটাইতো জলসা ঘর জাহাঁপনা।

আবু। হুঁ—সব কিছুই যেন আজ আমার নতুন মনে হচ্ছে।

উজির। প্রতিদিনের মতই ইন্তেজাম করা হয়েছে। কোনো কিছুই অতিরিক্ত করা হয়নি জাহাঁপনা।

আবু। তা—হবে। আমারই বোধ হয় ভীমরতি ধরেছে। সুলতানেরই যদি এইরূপ ভুল হয় তাহলে দুদিনেই রাজত্বের দফারফা হয়ে যাবে।

[পানীয় হাতে রোশেনা প্রবেশ করে]

রোশেনা। সেলাম জাহাঁপনা।

আবু। এসো এসো সুন্দরী, তোমার কথা আমার ভর দিন মনে পড়েছে। কোন কামেই আমি সুষ্ঠুভাবে মননিবেশ করতে পারিনি। উজির সাহেব, আমার বার বার ভুল হবার কারণ আমি পাকড়ে ফেলেছি। আমি একটা বুড়ো সুলতান, অথচ আমার একজন বেগম নেই। এই বয়সে পাশে একজন স্ত্রীলোক ছাড়া সবারই দিল গররর হয়ে যায়। আর আমি তো সুলতান!

আবু। শুনুন উজির সাহেব, আপনি ঢেড়া পিটিয়ে প্রচার করে দিন কাল প্রত্যুষেই আমি বেগম গ্রহণ করব। যান।

উজির। যো হুকুম জাহাঁপনা। [প্রস্থান]

আবু। যাক কাল থেকে তোমাকে নিয়ে একেবারে মত্ত হয়ে যাব! রাজত্ব চালাব! আচ্ছা—সুন্দরী, এই জলসাঘরে কাণ্ডকারখানাটা কি হয়, আমাকে একটু স্মরণ করিয়ে দাও তো! আমারতো কিছুই মনে পড়ছে না।

রোশেনা। প্রতি রাত্রে এখানে এসে আপনি আমোদ ফূর্তি করেন। নর্তকী নৃত্যগীত করে আর আপনি সরাব পান করতে করতে উপভোগ করেন

আবু ॥ যাক তাহলে একটা জমজমাট মজাদার ব্যাপার হবে। ইস্ এর সঙ্গে যদি দেশী সরাব পাওয়া যেত—মারমার কাটকাট হয়ে যেতো!

রোশেনা ॥ জাহাঁপনাতো দেশী সরাব পান করেন না।

আবু ॥ আরে পাই না, তাই পান করি না। পেলে ছাড়তাম নাকি!

আবু ॥ দেশী সরাব পান করতে করতে নর্তকীর নৃত্যভোগ—বহুদিন আগের একটা স্বপ্নের কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে।

রোশেনা ॥ কি স্বপ্ন জাহাঁপনা?

আবু ॥ আমি বোগদাদ বাজারে বসে দেশী সরাব পান করছি। চারদিকে হৈ চৈ। নানা রকমের আদমির যাতায়াত। এমন সময় এক কারবারী তোমার মত একজন সুন্দরী লড়কীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বলল—যে বিশ আশরফি দেবে, সেই লড়কী তাকে নাচ দেখাবে। গান শোনাবে। আমি বিশ আশরফি দিয়ে তার নাচ দেখলাম। গান শুনলাম। তার গানের কথা আমার দিল তোলপাড় করে দিল। তারপর—আমি কারবারীর কাছ থেকে সেই লড়কীকে কিনতে গেলাম।

রোশেনা ॥ তারপর কি হলো জাহাঁপনা?

আবু ॥ তারপর স্বপ্নটা যে কি হলো ইয়াদ নেই। তার গানের কথাও স্মরণ করতে পারছিনা। অথচ সেই গানখানা এত চমৎকার, যে একবার শুনেই আমি মস্ত হয়েছিলাম—

[রোশেনা এককলি গান ধরে]

"মনের কথা বলল বলে এলাম কেন—
জানলে না,
সোনা চাঁদির খেলায় জিতে আমায় কাছে
টানলে না॥

আবু ॥ এইতো সেই গান—আমার স্বপ্নের গান তুমি জানলে কি করে!

রোশেনা ॥ এ গানতো আমি হামেশাই করি।

আবু। (উত্তেজিত ভাবে) হামেশাই কর! তুমি কে? কি তোমার পরিচয় জলদি বলো।

রোশেনা। আমি আপনার বাঁদী রোশেনা।

আবু। আমার বাঁদী রোশেনা। আশ্চর্য! সেই একই গান—একই সুরত। কোনটা স্বপ্ন, কোনটা সত্যি, আমি ঠাহর করতে পারছি না। তবে কি সেটাই সত্যি, তুমিই স্বপ্ন! না তুমি সত্যি, সেটা স্বপ্ন—কোনটা সত্যি—সব যেন ধাঁধাঁর মত লাগছে—

[আবু অস্থির হ'য়ে ওঠে। রোশেনা নাচ্‌তে থাকে। কিছুক্ষণ নাচের পর, রোশেনা নাচের মধ্যেই পানীয় দেয় আবুকে। আবু পান করে। নাচ থেমে যায়। আবু দুহাতে মাথা ধরে নিজে শুয়ে পড়ে। অচৈতন্য হয়ে যায়। প্রবেশ করে হারুন, মশরু, জুবেদা, প্রহরী ও রহমান]

হারুন। এবার আবুকে ওর নিজের পোষাক পরিয়ে বাড়ীতে রেখে দিয়ে এসো।

[মশরু, রহমান প্রহরী আবুকে তুলে নিয়ে প্রস্থান করে]

জুবেদা। (রোশেনাকে) তোর তুলনা নেই রোশেনা। সুলতানের আদেশ তুই ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে পেরেছিস।

হারুন। আমি খুব খুশী হয়েছি বেটি। তোমার কাজের পুরস্কার আমি তোমায় দেব।

রোশেনা। জাহাঁপনাকে খুশী করতে পেরেছি এই আমার বড় পুরস্কার। আর কিছু আমি চাইনা জাহাঁপনা।

হারুন। না বেটি সামান্য পুরস্কারে তুমি খুশী থাকতে পার, আমি মোটেই খুশী নই। তোমার জন্য বড় রকমের পুরস্কারের ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। চলো জুবেদা, বেটি পরিশ্রান্ত।

[হারুন ও জুবেদার প্রস্থান]

রোশেনা। আমি পরিশ্রান্ত। তোমারা কেউ বুঝলে না এই পরিশ্রম আমার কত সুখের ছিল।

—দৃশ্যান্তর—

চতুর্দশ দৃশ্য

[প্রাসাদের অন্দর মহল। শাকিলার প্রবেশ]

শাকিলা॥ রোশেনা বিবির মনে দুক্কু হয়েছে। তার মনের আদমি চলে যাচ্ছে, তাই দুক্কু। যতক্ষন কাছে ছিল, ততোক্ষণ পাওয়ার দুক্কু। এখন চলে যাচ্ছে, তাই যাওয়ার দুক্কু। এই দুক্কের বাত শুনতে শুনতে আমার দোনো কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেল! সব সময়-মনের আদমি, মনের আদমি, মনের আদমি! তা তোমার মনের আদমির বাত যদি আমাকে ভররোজ শুনতে হয়। তাহলে আমার মনের আদমির বাত কখন শোচব বিবি? আমার গোসসা হয়ে গেছে। বাইরের একটা ফালতু আদমিকে মনের মধ্যে ঘুসানোর কি জরুরত ছিল বিবি? সুলতানের বেটি হয়েছিস ইমানদার আদমির সঙ্গে মহব্বত কর! তা নয় কোথাকার আবু না টাবু, ছোঃ! ঐ তো মহব্বত হয়ে গেল! বাদশার মজ্জিতে এক ঠ্যালায় পগার পার। হ্যাঁ-মহব্বত বলতে হয় আমার। জ্যায়সা .আ গয়া, ঐ-সাহি রহ গয়া। সব সময় শরীরের অন্দর ধড়ক, ধড়ক করছে। কতবলি ওরে বেশরম মহব্বত, দিলকা অন্দর একটু চুপ চাপ থাক। অমন করে ধড়ক ধড়ক করিস না, আমি হোঁচট্ খাব। তা কিছুতেই শুনবে না। ঐ যে আবার করছে। (কানপেতে)

শাকিলা॥ ও দিল, অমন করছিস কেন? রহমানকে দেখতে ইচ্ছে করছে? কোথায়—তাকে পাই বল? কামের ফাঁকে ফাঁকে কত ইশারা করলাম। একটা আঁখ কতবার ছোটোবড় করলাম, তবু বেকুবটা কিছুতেই বুঝল না।

[চেঁচাতে চেঁচাতে রহমান প্রবেশ করে]

রহমান। এসে গেছি—এসে গেছি—এসে গেছিরে প্রানের বুলবুলি। শুকিয়ে

মুখ ঘুরিয়ে নিলি কেন? এদিকে একটু ফিরেচা! ওহো সমঝে গেছি। এতক্ষণ দেখা করিনি বলে গোসসা হয়েছে?

শাকিলা। আমার বয়ে গেছে।

রহমান। না-রে বুলবুলি অমন করে বলিস নারে, দিলে বড চোট্ লাগে। কি করব বল? বাদশার কাম করতে করতে ফুরসত মিলল কই? লেকিন কাম করতে করতে ভী তোর বাত হরবকত্ মনে হয়েছে। মনে হতে হতে তোর তসবীর আমার দিলে ফুটে উঠেছে। যেই না ফুটে ওঠা অমনি আমি খপ করে ধরে দিলের মধ্যে আচ্ছা করে সেঁটে দিয়েছি।

শাকিলা। সরে যা আমি যাব।

রহমান। (বাঁধা দিয়ে) কোথায় যাবিরে? আমি এলাম আর তুই গেলেই হলো? একটু নজর ফেরা! অমন করে থাকিস না। তাহলে কিন্তু আমি কেঁদে ফেলব হ্যাঁ।

শাকিলা। আমার বহুত কাম আছে—হাট্ হাট্।

রহমান। আমার দিল ফাট্‌ফাট্, আর তুই বলছিস কিনা হাট্ হাট্। হ্যারে তোর দিলে কি দয়া নেই?

শাকিলা। না।

রহমান। মায়া নেই?

শাকিলা। না।

রহমান। পেয়ার নেই?

শাকিলা। না-না না।

রহমান। (কান্না গলায়) হায়—আমি মজনু, তুই লায়লা, করিস না জান কয়লা।

শাকিলা। (ভেংচে) আহা কোথাকার একটা ছোটা বান্দা। তাকে আমার পেয়ার করতে হবে।

রহমান। কেন-কেন, ছোট কেন? বাদশার খোদ বান্দা রহামান।

শাকিলা। তবু যদি তার মতো হতো।

রহমান। কার কথা বলছিসরে?

শাকীলা। আহা ক্যাহসা সে জোয়ান মরদ! টানকে সীনা চলে—

রহমান। টানকে সীনা চলে? এইতো আমি সীনা টানটান করলাম। (বুকে চাপড় দিয়ে) আগে লাগ যাও ইসমে। একচুল হটাব না।

শাকিলা। সে ক্যায়সা পেয়ার কা বাত বলে—

রহমান। পেয়ারকা বাত বলে—পেয়ারকা বাত বলে—(গদগদ স্বরে) মেরা দিলকা চিড়িয়া—মেরা জানকা পুরিয়া—

শাকিলা। ক্যায়সা তার আঁখোমে যাদুভরা।

রহমান। (আঙুলদিয়ে চোখ টেনে) এই ছাখ, এই দেখ আমার আঁখিতেও কেমন মিঠাইকা রস ভরা।

শাকিলা। কোথায় আসমান কা বান্দা, আর কোথায় জমীন কা বান্দা, ছোঃ!

রহমান। মর গয়া আল্লা। ওরে, কাউকে তুই আবার লটকেছিস নাকি?

শাকিলা। তবে কি তোর সঙ্গে লটকে থাকব?

রহমান। নাঃ।

শাকিলা। নাকি তোর পোড়া মুখ ছাখবার জন্ম ছট্‌ফট্‌ করব?

রহমান। নাঃ।

শাকিলা। আমি কি কাউকে পরোয়া করি?

রহমান। নাঃ।

শাকিলা। যাই তার সঙ্গে মোলাকাত করে আসি—

রহমান। নাঃ।

শাকিলা। না করছিস,আমি কি তোর কেনা বাঁদী?

রহমান। (একই ভাবে) হাঁ্যা।

শাকিলা। যা, তুই গলায় দড়ি দে গিয়ে—

রহমান। হাঁ্যা।

শাকিলা। দূর ছাই, সে আমার জন্য ইন্তেজার করছে—আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে প্যানপ্যানানি শুনছি—

[শাকিলা যেতে উদ্যত হয়। রহমান গান ধরে। শাকিলাও গানে যোগ দেয়। সুরেলা ছন্দে এই গান আবৃত্তি করলেও চলবে। গান প্রয়োজন বোধে বাদ দেওয়া যেতে পারে।]

গান

রহমান। আরে রুখজা—

শোন শোন ওরে তুই যাসনা।
(তোকে) খিলাবো হরদম
লাড্ডু কি চমচম
যতখুশি আজ তুই চাসন।

শাকিলা। চাইনা-চাইনা-চাইনা।

রহমান। (তবে) চাঁদ ভেঙে দেব নথ
লিখে দেব দাসখৎ
ফিক্ করে আহা তুই হাসনা।

শাকিলা। রাখ তোর ঝুটাবাত
ধোঁকা দিস দিনরাত
আমি তোর তুরুপের তাসনা।

রহমান। হায়—হায়—
(তবে) মোল্লাকে ধরাবো
কলমাটা পড়বো
তোরে আমি সাদী করবো।

শাকিলা। তারপর? (সলজ্জ হাসি)

রহমান। মুন্না।

[মূকাভিনয়]

[মূকাভিনয়ে রহমান একটি শিশুকে কোলে নেবে। যন্ত্রসংগীত বাজতে থাকবে। বিভিন্ন ভাবে শিশুকে নিয়ে আদর করবে। খেলবে। ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নেবে। শাকিলাও যোগ দেবে মূকাভিনয়ে। শাকিলা, রহমানের কাছ থেকে চেয়ে, কোলে নেবে শিশুটিকে।......এইভাবে খুশির আমেজে, হাসিমুখে (লজ্জামিশ্রিত) উভয়েই প্রস্থান করবে।]

। দৃশ্যান্তর ।

পঞ্চদশ দৃশ্য

(আবুর বাড়ি)

[আবুকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাজপ্রাসাদের কয়েকজন ধরে প্রবেশ করে শয্যায় শুইয়ে প্রস্থান করে। জাহুজা প্রবেশ করে]

জাহুজা। বেটা আবু, তুই কোথায় ছিলিরে! আমি কাল ভোরদিন তোর জন্ত কেঁদে কেঁদে মরেছি। ওঠ বেটা, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

আবু। (চোখ বুঁজে) এ আবার কোন বদখদ আওয়াজ বাবা। আওয়াজ হতে থাক, আমি চোখ চাইছি না। রোশেনা গাইবে, মশরু গা ঠেলে বলবে —জনাব, হুজুর, জাহাঁপনা, সুলতান—তবে চোখ মেলে চাইব।

জাহুজা। ওঠ বেটা।

আবু। আঃ ভ্যানর ভ্যানর করিসনি, আমার ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে।

জাহুজা। ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যেই তো তোকে ডাকছি বেটা—ওঠ।

আবু। রোশেনা, রোশেনা গান ধর। আমার ঘুম ভেঙ্গে আসছে।

জাহুজা। এসব কি বলছিস আবু! ঘুমের ঘোরে—ভুল বকছিস নাকি?

আবু। এ আবার কি বেখাপ্পা স্বপ্ন দেখা দিল বাবা! উজির, উজির।

জাহুজা। ও কিরে, কাকে ডাকছিস?

আবু। নাঃ এতো ভারী বেজুত লাগছে। চোখ চেয়ে আপদের স্বপ্নটা ছুটিয়ে দেই। (চারদিকে তাকায়) এ আবার কোথায় এলাম!

জাহুজা। ও বেটা, অমন করছিস কেন?

আবু। চোপরাও। কোটাল, ইসকো পাকড়ো যাদু কিয়া।

জাহুজা। ও বাবা, ও মাণিক—

আবু। থাথ্, মার খাবি বলছি। দূর হ আমার সামনে থেকে।

জাহুজা। আমি যে তোর আম্মা, চিনতে পারিস না?

আবু। কি, তুই বাদশার আম্মা? তুই ডাইনী। আমাকে কোথায় উড়িয়ে আনলি বল। যদি ভাল চাস্ তো আমার প্রাসাদ নিয়ে আয়। আমার পোষাক নিয়ে আয়। উজির। বান্দা, রোশেনা সবাইকে নিয় আয়।

জাহুজা। হায়, হায়! আমার আচ্ছা বেটার কি হলো গো।

আবু। তবেরে পাজী ডাইনী, দূর হ।

জাহুজা। হায় আল্লা! এতো পাগল হয়ে গেছে। উল্টাপালটা বকছে।

আবু। কোটাল, বাঁধো এই বজ্জাত ডাইনীকে। আমার দরবারে নিয়ে চলো। আমি বিচার করে সাজা দেব।

জাহুজা। (আরো কাঁদে) কে কোথায় আছ গো আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

আবু। সুলতানের সামনে ন্যাকা কান্না, এখুনি তোর গর্দান নিচ্ছি।

[আবু তাড়া করে, জাহুজা চারদিকে দৌড়াতে থাকে]

জাহুজা। আমাকে মারিস না বাবা। আমি হেকিমের কাছে যাচ্ছি। তোর মাথার বেমারী সারিয়ে দেবে। কোন ভয় নেই বেটা, হেকিম এলো বলে।

আবু। তবেরে, নিকালো—নিকালো—(জাহুজা দৌড়ে বাইরে যায়) আপদ

গেছে, জরুর ঐ ডাইনী যাদু করেছিল। দিলো আমার সাধের ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে। চোখ বুজে থাকি কিছুক্ষণ, যাদুর গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

[আবু চোখবুজে শুয়ে পড়ে। আবু স্বপ্ন দেখতে থাকে। চোখবুজে খিল খিল করে হেসে ওঠে। স্বপ্নে, শুভ্র পোষাকে সজ্জিতা রোশেনা আসে।]

রোশেনা। জাহাঁপনা, জাহাঁপনা তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? আমাকে যে দৈত্য বন্দী করে রেখেছে। এই রাক্ষসপুরী থেকে তুমি আমাকে মুক্ত করো জাহাঁপনা, আমাকে বাঁচাও। [আবু চৌকির ওপর উঠে দাঁড়ায়]

আবু। এইতো আমি এসেছি! তোমার কোন ভয় নেই। এক্ষুণি আমি দৈত্যকে হত্যা করে তোমায় উদ্ধার করব রোশেনা।

রোশেনা। এই দৈত্য যে ভীষণ শক্তিশালী জাহাঁপনা।

আবু। আমার শক্তি সম্বন্ধে কি তোমার সন্দেহ আছে রোশেনা? দুই হাতে আমার প্রচণ্ড শক্তি।

রোশেনা। জানি জাহাঁপনা। তবে এই দৈত্যের সামনে বড় বড় দুটো দাঁত আছে জাহাঁপনা।

আবু। এই মরেছে। ভাল করে ছাখোতো দুটো না তিনটে।

রোশেনা। দুটো জাহাঁপনা।

রোশেনা। তবে আর ভয় নেই। দুহাতে দুটো উপড়ে নিয়ে আসতে পারব।

রোশেনা। তাই কর সুলতান।

আবু। অপেক্ষা কর। আমি ঝাঁপ দিয়ে তোমার কাছে আসি।

(আবু চৌকি থেকে মাটিতে লাফ দেয়।) কোথায় দৈত্য?

রোশেনা। মন্ত্রবলে দৈত্যটা অদৃশ্য হয়ে আছে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি সে আ:াকে আঁবড়ে ধরে আছে। উঃ দৈত্যের হাতের লোমগুলো সূচালো

শলাকা। আমার সর্বাঙ্গে বিঁধিঁয়ে দিচ্ছে। আমি সহ্য করতে পারছি না জাহাঁপনা।

আবু। দাঁড়াও, আমি তরবারি দিয়ে দৈত্যের হাতদুটো কেটে দিচ্ছি। (আবু শূন্য হাতে তরবারি দিয়ে কাটার মত ভঙ্গী করে)—হাঃ, হাঃ, হাঃ।

রোশেনা। (আর্তনাদ করে) আঃ কি করলে জাহাঁপনা। দৈত্যের হাত কাটতে গিয়ে আমার হাত কেটে দিলে?

আবু। এঁ্যা! বল কি? তোমার হাত কেটে দিলাম? দুঃখ কারো না তোমায় আমি সোনার হাত গড়িয়ে দেব। (মূকাভিনয়ের মধ্যে হাত গড়িয়ে দেয় আবু) কিন্তু দৈত্যটা গেল কোথায়।

রোশেনা। তোমার ভয়ে পালিয়েছে।

আবু। যাক বাঁচা গেছে। এবার চলো, আমরা নির্ভয়ে প্রাসাদে ফিরে যাই।

রোশেনা। (যেতে গিয়ে) এই বিশাল বনভূমি কি করে পার হব। চেয়ে দেখ সহস্র সর্প ফণা তুলে আছে।

আবু। চেয়ে দেখতে হবে না। আমার পোষাকের মধ্যেও দু'চারটে সর্প ঢুকে কিলবিল করছে।

[নড়তে থাকে]

রোশেনা। সর্বনাশ! কামড়াবে, পোষাক ঝেড়ে ফেল।

আবু। তুমি চিন্তা করো না। আমি বাঁশী বাজিয়ে সহস্র সর্পের মাথাগুলো জমীনে মিশিয়ে দিচ্ছি।

রোশেনা। তুমি বাঁশী বাজাতে জান?

আবু। আমি কিনাজানি। আমি সর্ব বিষয়ে পারদর্শী একটি আস্ত পক্ক সুলতান।

রোশেনা। তবে জলদি বাজাও বাঁশী। তোমার বাঁশীর সুরে সর্প মুক্ত হয়ে যাক্ এই বনভূমি।

আবু। শোন—

[আবু আঙ্গুল নাড়িয়ে বাঁশী বাজানোর ভঙ্গী করে। নেপথ্য থেকে বাঁশী বাজানোর সুর ভেসে আসে। রোশেনা নৃত্য করে।]

রোশেনা॥ একি আশ্চর্য্য, মুহূর্তের মধ্যে সর্পগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল!

আবু॥ হেঃ, হেঃ, হতেই হবে।

রোশেনা॥ এই বনভূমি যে গুলবাগে পরিণত হলো!

আবু॥ হোতেই হবে।

রোশেনা॥ মন মাতানো সৌরভ!

আবু॥ হোতেই হবে।

রোশেনা॥ চিড়িয়ার মিঠা বুলি!

আবু॥ হোতেই হবে।

রোশেনা॥ এই জাহাঁপনা, গুলবাগে লুকোচুরি খেলি।

আবু॥ হোতেই হবে। (রোশেনা চৌকির পেছনে গিয়ে লুকানোর মত ভঙ্গী করে বসে। আবু আপন মনে দুই একবার বলে—"হোতেই হবে"। সাড়া না পেয়ে খোঁজে) গেল কোথায়। রোশেনা—রোশেনা—মেরা দিলরুবা!

রোশেনা॥ কু।

আবু॥ রোশেনা!

রোশেনা॥ কু।

আবু॥ রোশেনা!

[রোশেনা গান ধরে। আবুও গানে যোগদিয়ে খোঁজার ভঙ্গী করে]

[গানের পরিবর্তে আবৃত্তি অথবা গান বাদ দেওয়াও যেতে পারে]

গান

রোশেনা॥ তোমায় আমি, কোয়েল ডাকা মধুর সুরে ডাকি—
দিলবাহারি খেলায় তবু
ধরা ছোঁয়ার তফাৎ থাকি।

আবরু দিয়ে রূপ ঢেকেছি ওড়নাতে
ফুলপরীদের সঙ্গে নামি মাঝরাতে
হাত বাড়ালে আমার দিকে
বুঝবে তখন সব ফাঁকি ॥

আবু ॥ ফাঁকি দিতে পারবেনাগো শোনো যাদুকরি
সবুর করো একটু, আমি হাওয়াই ঘোড়া চড়ি ॥

[গান শেষে তালে-তালে আবু ঘোড়া চালাবার ভঙ্গী করে। রোশেনা আবুর পেছনে শরীর এমন ভাবে নাড়ে, যেন মনে হবে; আবু তাকে পেছনে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলছে। হঠাৎ একটি যন্ত্রসংগীতের সুরে রোশেনা হাওয়ায় ভেসে যাবার মত ঘুরে ঘুরে প্রস্থান করে। হেকিমও জাহুজা প্রবেশ করে]

হেকিম ॥ কোথায় পাগল ?

জাহুজা ॥ ঐতো গান গাইছে, একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে !

হেকিম ॥ ঘাবড়াও মৎ। পাগলামির চিকিৎসা করতে হবে। এই পাগল—

[আবু গান থামায়]

আবু ॥ তোর বাপ পাগল, তোর গুষ্টি পাগল।

হেকিম ॥ চোপরাও উল্লুক।

আবু ॥ চোপরাও ভল্লুক।

হেকিম ॥ তুরুম দাড়াম ফাট্, মারব চড় চাপাট, গলা টিপে নেবো তোর জান্।
শরীরটা বাঁকিয়ে তালগোল পাকিয়ে পাগলামী ছুটে গিয়ে হবে খান্ খান্ ॥

আবু ॥ ডাক তোর নানাকে, তাকত্ কুছ্ বানাকে, বাদশার সামনেতে হয়ে যাবে
ছাই যতো তোর বুকনি, এলে খাবি ঝাঁকুনি বাপ ডেকে বলবি পালাই পালাই।

হেকিম ॥ ছাখ্ তবে মজাটা, পাবি তোর সাজাটা মগজের ঘিলুটা বার করে নেব,
নিমক মাখিয়ে তাতে লঙ্কার গুঁড়ো সাথে মুখে ফেলে পানি দিয়ে ঢক্ করে

খাব। (ধমক দিয়ে) বস্—বস্ এখানে। ঝাঁড় ফুঁক করতে হবে। বেয়াদপি করবিতো মাথা ফাটিয়ে চৌচাকলা করে দেব।

[জোর করে ধরে চৌকিতে বসিয়ে দেয়। তারপর দড়ি দিয়ে বাঁধতে থাকে।]

আবু। [চেঁচিয়ে] এই ব্যাটা পাজী! আমাকে বাঁধছিস কেন? আমি সুলতান। হাট যা—হাট যা— [পা ছোড়ে]

আহজা। ও ব্যাটা আবু। চেঁচাসনা বাঁধতে দে (হেকিম সাহেবকে)। তোর মাথায় বেমারী আচ্ছা করে দেবে।

আবু। চুপ কর ডাইনী বুড়ি। আবার যাদু করছিস্? উজির, কোটাল, এই দুটোকে ধর। একটা ডাইনী আর একটা দৈত্য। দুজনে যুক্তি করে এসেছে। আমাকে মারতে পারলেই বুড়োবুড়ী সাদী করে বাদশা বেগম হবে। কভি নেই হোগা!

[হাকিম মন্ত্র বলতে থাকে]

হেকিম। লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্
ফুস মন্তর লাগ্
শিরকা বেমারী যত
দুনিয়াসে ভাগ্।
(এই) লাগে মাথা ঠোক্র।
(এই) দেয় যদি চক্কোর।
(এই) হেকিমের ভেঁচ্কী
(এই) খাবি শুধু হেঁচ্কী।
বলে বাপ হক্কা—
কুচ নেই ফক্কা—
দেব তোরে ধাপ্পা—
হোস্ যদি খাপ্পা—

মন্তর যন্তর—
নেই কোন যন্তর—
খোয়া কুছ তুকতাক্
নেই তাতে কোনো ফাঁক

হেকিম। ছুতে ধরে পাগলামী
মিশে গিয়ে ছাগলামী
শিরকা বেমারী যত
জাহান্নামে যাক্।

[মন্ত্র বলা শেষ হয়। আবু মাথাটা একবার ঝাঁকুনী দেয়]

আবু। তাইতো। তবে কি আমি সত্যিই পাগল হয়েছি? একবার বাদশার মহল, একবার ভাঙ্গা বাড়ী। একবার রোশেনা সুন্দরী, আরেক বার ডাইনী বুড়ি। (চিৎকার করে) আমি কে? (নিজেই প্রতিধ্বনি করে) আমি কে—আমি কে—আমি কে! (আবার চেঁচায়) আমি? (প্রতিধ্বনি করে) আমি কে—আমি কে—আমি কে! (আবার চেঁচায়) আমি কে? (প্রতিধ্বনি করে) আমি কে—আমি কে—আমি কে !

জাহুজা। তুই আমার বেটা আবু?

আবু। আবু? সেই বোগদাদ সহরের আবু?

জাহুজা। হ্যাঁ বেটা।

আবু। (স্বাভাবিক ভাবে) আম্মা—

জাহুজা। আমার বেটা আম্মা বলেছে।

হেকিম। তোর বেটার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

জাহুজা। (আনন্দে) আমার বেটার জ্ঞান ফিরে এসেছে, (চেঁচিয়ে) ওগো সবাই শোন গো—আমার বেটার মাথার বেমারী আচ্ছা হয়ে গেছে! বহুত মেহেরবানী হেকিম সাহেব। এই নিন এক আসরফি আপনার ফুস মন্তরের দাম।

হেকিম। দাও (নিল)। দড়িটা খুলে নিয়ে যাই। (দড়ি খোলে) আমি চললাম। বেটাকে সামলে রেখ।

[হেকিম চলে যায়

আবু ॥ হুঁ, বুঝেছি। ঐ সওদাগর বেটাই কলকাঠি ঘুরিয়ে ছিল। বাদশাহীটা পুরোপুরি ধাপ্পাবাজী, যাদু করে আমাকে রোশেনা দেখিয়েছিল। সবটাই গুল গাপ্পা।

জাহুজা ॥ আবু বেটা তুই আচ্ছা হয়ে গেছিস। স্বপ্নের কথা আর ভাবিসনি।

[সওদাগর বেশে হারুনের প্রবেশ]

হারুন ॥ কি আবু মিঞা, তুমি এখানে? বাদশাহীটা তোমার কোথায় গেল?

আবু ॥ তুমি ব্যাটা আবার এসেছ? অনেক তো যাদু ছাড়লে, মশরু দেখালে, এখন নিজের পথ দেখ।

জাহুজা ॥ এ যে সেই সওদাগর!

আবু ॥ এ ব্যাটাইতো ভেল্কীর খেলা খেলেছিল!

হারুন ॥ এ কি কথা বলছ আবু? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আবু ॥ তুমি না বোঝ, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। সব তোমার ধোঁকাবাজী।

হারুন ॥ ছিঃ দোস্ত।

আবু ॥ আর কাজ কি বাবা দোস্তীতে। যার গায়ে পুরুহাল, তার সঙ্গে দোস্তী করগে।

হারুন ॥ আবু মিঞা, তুমি ঝুটমুট আমাকে গালমন্দ করছো। আমি ভুত, প্রেত, দৈত্য কিছুই নই। গতকাল তোমায় সুলতান রূপে দরবারে দেখেছিলাম। আজ যাচাই করে দেখতে এসেছি তুমি সেই আবু হোসেন কিনা।

আবু ॥ দেখতে এসেছ? গ্যাখ। দেখছ? যাও।

হারুন ॥ নাঃ, দেখছি তোমার মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে।

আবু ॥ সেতো তোমারই কাজ বাবা। মানে মানে সরে পড়, নইলে তোমার মাথা কাটিয়ে আমি যাদু বার করবো।

হারুন ॥ তুমি যখন আমাকে সত্যি সত্যিই যাদুকর ভেবেছ, তখন তোমাকে

একবার শেষ যাদুর খেলা দেখাব। (হাত শূন্যে তুলে ধরে) রোশেনা, আযাও—

[জুবেদা রোশনাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে]

জাহুজা॥ এরা সব কারা আবু ?

আবু॥ (আনন্দে) এইতো আমার রোশেনা। রোশেনা, তুমি এসেছ ? সওদাগর সাহেব, তুমি যেই হও, আমার আর কোন রাগ নেই, রোশেনাকে দেখেছি। ফূর্তিতে দিল আমার ভরে গেছে। কিন্তু এতো যাদুর খেলা। এখুনিত রোশেনাকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেবে।

জুবেদা॥ না আবু, উনি যাদুকর নন্। উনি পরম দয়াবান ছদ্মবেশী সুলতান হারুন-অল-রসিদ।

আবু॥ (নতজানু হয়ে) জাহাঁপনা, না জেনে আপনাকে কত কটুকথা বলেছি।

জাহুজা॥ বাদশা-বেগম আমার গরীবখানায়। বসতে কি দেই! এখুনি যে গর্দান যাবে।

হারুন॥ না আবুর মা, তোমাদের গরীবখানায় এসে আমি খানাপিনা করে আগেই তৃপ্ত হয়েছি। ওঠ আবু, তুমি কোন অপরাধ করনি। তুমি আমার নিকট ব্যক্ত করেছিলে—যদি একদিনের বাদশাহী পাও, তাহলে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দেবে। তোমার সেই সাধ পূরণ হয়েছে। একদিনের বাদশা সাজতে গিয়ে তোমাকে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, তার প্রতিদানে আমার সব চাইতে প্রিয় জিনিষটি তোমাকে উপহার দেব। (রোশেনার হাত ধরে আবুর হাতে) এই নাও।

আবু॥ এটা জ্যান্ত না মৃত জাহাঁপনা।

হারুন॥ একেবারে জীবন্ত রোশেনা, তোমাকে দিলাম। সারা জীবনের মত এ তোমার সম্পদ হয়ে রইল।

আবু॥ হায় খোদা, এতো আবার স্বপ্ন দেখছি না [সবাই হেসে ওঠে]

[রহমান ও শাকিলা গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে। বাদশা ও বেগম ছাড়া সকলেই গান গায়। প্রয়োজনে গান বাদ দিলেও চলবে]

গান

স্বপ্ন নয় স্বপ্ন নয়
বেগম বাদশার দয়ায়
সেলাম বাদশা সেলাম বেগম
সেলাম সেলাম সবায়।

[আবু, জাহুজা, মশরু, শাকিলা ও রহমান, বাদশা-বেগমকে মাঝখানে রেখে গানে যোগ দেন এবং সেলাম করে। হারুন ও জুবেদা স্মিতহাস্যে সেলাম গ্রহণ করে। সবাই প্রস্থান করে।]

—যবনিকা—

দমকল

প্রযোজনায় ক্যালকাটা মেরী মেকার্স ক্লাব

চরিত্র লিপি

সুনেত্রা—বেলা রায়। লিলি—জলি চ্যাটার্জী। শিশির—বিমল রায়। বিনয়—রামেশ্বর রায়। হরপ্রসাদ—শিবকুমার শর্মা। যোগেশ তারাপদ ভট্টাচার্য। অমর—অজিত দাস। গৌরী প্রসাদ—বিমান বিশ্বাস। মিষ্টার সেন—মিলন রায়চৌধুরী। ম্যানেজার—ভিক্টর ঘোষ। প্রশান্ত—তুষার ঘোষরায়। বীরু—বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী। কানাই—বিশ্বনাথ দাস বলাই—কমল চন্দ্র। মধু—নিরঞ্জন দে।

নেপথ্যে

পরিচালনা	পিকলু নিয়োগী।
সঙ্গীত	শিবকুমার শর্মা
রূপসজ্জা	নিমাই দাস।
আবহ সঙ্গীত	অশোক মাইতি ও পঞ্চানন দাস।
আলোক	মিলন রায় চৌধুরী।
ব্যবস্থাপনা	রঞ্জন রায়, অজিত দত্ত, সুখেন্দু বোস, কালীপদ মুখার্জী, সুধীর তপস্বী, সঞ্জীব সমাদ্দার।

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

[সাধারণ হোটেলের একটি ঘর। একপাশে আলনায় স্তূপাকার করা ময়লা জামা-কাপড়। তার পাশে পুরোন একটি টেবিল ও গোটা কয়েক নড়বড়ে চেয়ার। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটি খাট পাতা। তার ওপর একটি তেলচিটে চিরস্থায়ী বিছানা। খাটের নীচে দুটো ট্রাংক। দেয়ালের ক্যালেণ্ডার হাওয়ায় উল্টে গেছে।

এই ঘরে বিনয় ও শিশির, দু'বন্ধু থাকে। দু'জনেই বেকার। পর্দা খুলতে দেখা যায়—খাটের দু'প্রান্তে দু'টি মাথা! অর্থাৎ বিনয়ের পায়ের দিকে শিশিরের মাথা। দু'জনেই শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। কিছু সময় অতিবাহিত হলে, কেউ কোন কথা না বলে কাগজের পাতাগুলো পাল্টাপাল্টি করে নেয়। আবার কিছুক্ষণ পড়ে। অবশেষে দু'জনেই একসঙ্গে কাগজ হাতে উঠে বসে।]

বিনয়॥ ঠাকুর-চাকরগুলোর হলো কি। এত বেলা হয়ে গেল অথচ চা-জলখাবার আনছেনা কেন ?

শিশির॥ একটা ড্রাস্টিক্ এ্যাকশন্ নেওয়া দরকার। ভেবেছে কি? আমরা কি অর্ডিনারী লোক নাকি যে যখন খুশী ব্রেকফাষ্ট আনলেই চলবে!

বিনয়॥ সেইজন্যেই বলেছিলাম আমাদের মত রেস্পেক্টেবল্ লোকদের কোন বড় হোটেলে থাকা উচিত। ছোট হোটেল মানেই এইরকম মিস্ম্যানেজমেণ্ট।

শিশির॥ (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয়॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

শিশির॥……চায়ের সংগে একটা এগ্ ক্রাই আনিস।

বিনয়॥……আমার জন্য পেঁয়াজী পেস্তা।

শিশির॥ ছি ছি—এইরকম ডাকাডাকি করে ব্রেকফাষ্ট খেতে হলে প্রেস্টিজ বলে আমাদের কিছু থাকবেনা।

বিনয়॥ আমি কমপ্লেন করব। সিরিয়াসলি বলছি আমি কমপ্লেন করব। এই রকম আন্টাইমলি সারভিং কিছুতেই টলারেট করব না।

শিশির॥ কার কাছে কমপ্লেন করবি? কমপ্লেন বোঝবার মত একটি লোকও এই হোটেলে নেই। ম্যানেজারটা তো কলাপাতা মার্কা হোটেল থেকে এসেছে।

বিনয়॥ সেই কথা ভেবেই এবারকার মত ছেড়ে দিলাম।

শিশির॥ (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয়॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

শিশির॥ বিনয়, কর্মখালির কলমটা ভাল করে দেখেছিস্?

বিনয়॥ দেখেছি। একটা চাকরীও স্যুইটেবেল নেই। সব ক্লার্ক আর টাইপিষ্ট। আমি শুধু ভাবি লোকগুলো দেড়'শ টাকার চাকরী কেন করে! মিনিমান হওয়া উচিত পাঁচ'শ টাকা।

শিশির॥ না না ছ'শ হওয়া উচিত। বাড়ীভাড়া অনেক বেড়ে গেছে।

বিনয়॥ বাড়ীভাড়া আমি ছেড়েই দিলাম। সেকথা যদি বলিস—একটু ওয়েল ফার্ণিশড্ রুম নিতে গেলেই সাত'শ টাকা দরকার।

শিশির॥ আহা আমি কি ওয়েল ফার্ণিশড রুমের কথা বলছি? সেকথা যদি বলিস, তাহলে আট'শ টাকা কামাই না করলে ওয়েল ফার্ণিশড্ রুমে থাকাই যায় না।

বিনয়। মোটামুটি ন'শ হলে চলে, কি বলিস?

শিশির॥ সভ্যভাবে থাকতে হলে চাই হাজার।

[ফটাশ করে বেলুন ফাটবার শব্দ শোনা যায়]

কি ফাটলরে ?

বিনয় ॥ হোটেলের গ্যাস বেলুন।

শিশির ॥ (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

[ম্যানেজার একটি ট্রেতে খাবার নিয়ে প্রবেশ করে]

ম্যানেজার ॥ একটু দেরী হয়ে গেল—।

শিশির ॥ একি ম্যানেজারবাবু, আপনি নিজে বয়ে এনেছেন কেন ?

ম্যানেজার ॥ কি করি ! চাকর-বাকরগুলোকে বিশ্বাস নেই। কি খাওয়াতে কি খাইয়ে ফেলবে। নিজ হাতে সব কিছু দেখে শুনে নিয়ে এলাম। শিশির-বাবুর এগফ্রাইও এনেছি, বিনয়বাবুর পেঁয়াজী-পেস্তাও এনেছি। দয়া করে খেয়ে নিন।

বিনয় ॥ দয়া চাইলেই পাওয়া যায় না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু নজর দেবেন ম্যানেজারবাবু। ব্রেকফাষ্ট মানে সকালের খাওয়া ভুলে যাবেন না।

ম্যানেজার ॥ আজ্ঞে জানি। তবে আপনারা বেকার, বাইরের কিছু কাজকর্ম নেই ভেবে দেরি করেছি।

বিনয় ॥ বেকার বলে খাওয়া-দাওয় আনটাইমলি করতে পারি না। আফটার অল্ আমাদের খিদে আছে।

ম্যানেজার ॥ তাতো ঠিকই। নিন এবার খান। খাওয়া হলে ডাকবেন, আমি ডিশগুলো নিয়ে যাব।

শিশির ॥ আপনি আবার কষ্ট করে আসবেন কেন ? কানাই বলাইকে পাঠিয়ে দেবেন।

ম্যানেজার ॥ তাতে দোষ কিছু নেই শিশিরবাবু। আপনাদের দুজনের দায়িত্ব আমি নিজেই নিয়েছি। খান, আমি আসছি।

[ম্যানেজার অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে চলে যায়। দু'জন খেতে আরম্ভ করে]

শিশির ॥ ব্যাপারটা একটু ঘোরাল মনে হচ্ছে !

বিনয় ॥ কেন ?

শিশির ॥ ম্যানেজার নিজে হাতে খাবার বয়ে নিয়ে এলো !

বিনয় ॥ রেসপেক্টেবল লোক বুঝে নারভাস হয়ে পড়েছে। ও-নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

শিশির ॥ নে চটপট খেয়ে নে ! খাবার পর আবার চিন্তা করতে হবে, কি করে টাকা ইনকাম করা যায়।

বিনয় ॥ আমি কি ভাবছি জানিস শিশির ? একটা বিজনেস করব। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট। হেড অফিস করব বোম্বে। ক্যালকাটা, ম্যাড্রাস, দিল্লী সব জায়গায় একটা করে ব্রাঞ্চ অফিস খুলব। ওয়ার্থলেস কর্মচারীগুলোকে পটাপট ধরব আর ঝটাপট সাসপেণ্ড করব।

শিশির ॥ না না সাসপেণ্ড করিস না। ইউনিয়ন থাকলে বিজনেস ডকে উঠে যাবে।

বিনয় ॥ সেও তো কথা। তাহলে কি করা যায় বলতো ?

শিশির ॥ ওসব বিজনেস-টিজনেস না করে চাকরীর চেষ্টা কর।

বিনয় ॥ কিন্তু চাকরী যদি না পাই !

শিশির। কেন পাবি না, এ্যাম্বিশন থাকলে নিশ্চয়ই পাবি।

[ম্যানেজার প্রবেশ করে]

ম্যানেজার ॥ আশা করি আপনাদের কিছুটা খাওয়া হয়েছে।

শিশির ॥ তা হয়েছে।

ম্যানেজার ॥ খাবারের স্বাদ কি রকম হয়েছে ?

বিনয় ॥ ওঃ, ওয়াণ্ডারফুল টেষ্ট !

ম্যানেজার ॥ কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?

শিশির ॥ না, না কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। কিন্তু আপনি আজ বারবার আসছেন কেন ?

ম্যানেজার ॥ এই খাওয়াই আপনাদের শেষ খাওয়া কিনা, তাই জন্মের খাওয়া খাইয়ে দিলাম।

বিনয় ॥ তার মানে !

ম্যানেজার ॥ এখনি আপনাদের ঘাড় ধরে বার করে দেব।

শিশির ॥ আমাদের অপরাধ ?

ম্যানেজার ॥ কাল রাত্তিরে টাকা দেবার কথা ছিল। আজ বেলা ন'টা হয়ে গেল তবু টাকা দিলেন না।

বিনয় ॥ সামান্য ক'টা টাকার জন্যে আমাদের মত রেস্‌পেক্টেবল লোককে আপনি তাড়াতে চান ?

ম্যানেজার ॥ সামান্য নয়। ছ' মাসের বাকী ছ'শ টাকা

শিশির ॥ চাকরী করে ছ'হাজার দিয়ে দেব।

বিনয় ॥ ব্যবসা করে দশ হাজার দিয়ে দেব।

ম্যানেজার ॥ সব বুঝেছি। এই ছোট হোটেলে আপনাদের মত বড়লোক আমি রাখতে রাজী নই। আপনারা গ্র্যাণ্ড হোটেলে যান।

শিশির ॥ বড়লোক হলেও আমরা মনে-প্রাণে অত্যন্ত ছোটলোক।

বিনয় ॥ তাছাড়া বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ দেখাটাও আমাদের কর্তব্য !

ম্যানেজার ॥ আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে হবে না। আপনাদের জন্যে অন্য বোর্ডারদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে বসেছে। নিশ্চিন্তে তেল-সাবান পর্যন্ত বাইরে রাখতে পারে না।

বিনয় ॥ ম্যানেজারবাবু, আপনারা বোঝা উচিত কতটা উদার মন হলে অন্যের জিনিষগুলোকে নিজের মনে করে ব্যবহার করতে পারে !

ম্যানেজার ॥ নিকুচি করেছি আপনাদের উদারতার। এখুনি বেরোন।

বিনয় ॥ দুঃখ পেলাম ম্যানেজারবাবু। উদারতার কোন মূল্য না দিয়ে আপনি তাকে কুচি কুচি করে দিলেন।

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ দিলাম। মানে মানে সরে পড়ুন এখান থেকে।

বিনয় ॥ খাওয়া শেষ হোক।

ম্যানেজার ॥ অর্দ্ধেক খাওয়া অবস্থায় তাড়াতে চাই যাতে জীবনে আর এ-মুখো না হ'ন!

[ম্যানেজার অর্দ্ধসমাপ্ত খাবারের প্লেট দুটো সরিয়ে নেয়। তারপর জামার হাতা গুটিয়ে এগিয়ে যায়]

যাবেন কিনা বলুন?

শিশির ॥ (হাত চাটতে চাটতে) যাব, যাব। মারামারি করবেন না। আমরা নিরিহ, ভদ্র-সন্তান। নে বিনয়, বিছানাটা বেঁধে ফেল। আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলেই যাব।

বিনয় ॥ (বিছানা গোটাতে গোটাতে) ভারি ভয় দেখাচ্ছে! যেখানে রেসপেক্টেবল্ লোকের মান রাখতে জানেনা সেখানে না থাকাই ভাল। আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলেই যাব! ইংলিশ খাবার খাব, পেগ ড্রিংক করব, এই সব থার্ডক্লাস ম্যানেজারগুলোকে দেখব আর হর্ হর্ ভমিট্ করব।

ম্যানেজার ॥ দয়া করে সেখানেই যান।

[বিনয় হঠাৎ চিৎকার করে শুয়ে পড়ে]

বিনয় ॥ লাষ্ট চান্স—আপনার ভবিষ্যৎ—

[ম্যানেজার এগিয়ে গিয়ে বিনয়ের জামা ধরে টানতে থাকে]

ম্যানেজার ॥ ওরেরে জোচ্চর! বেরোও—বেরোও—

[পাশের ঘরের প্রশান্তবাবু প্রবেশ করে]

প্রশান্ত ॥ কি হলো? বিনয়বাবুর জামা ধরে টানছেন কেন?

ম্যানেজার। ছ'মাস ধরে একটা পয়সা ছোঁয়াবার নাম নেই শুধু লম্বা-চওড়া কথা। আপনারাওতো হোটেলে আছেন প্রশান্তবাবু। ক'দিন পয়সা না দিয়ে থেকেছেন ?

প্রশান্ত। থাক ছেড়ে দিন। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে।

বিনয়। তার উপর রেসপেক্টেবল্ লোক !

ম্যানেজার। চুপ্ জোচ্চোর কোথাকার !

প্রশান্ত। আজকের মত ছেড়ে দিন।

ম্যানেজার। বেশ, আপনার কথামত ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার সামনে কথা হোক, কবে এরা টাকা দেবে।

প্রশান্ত। বলুন আপনারা কবে টাকা দেবেন ?

শিশির। সেভেন ডেজ। সাত দিনের মধ্যে। হাজার টাকা ইনকাম হলে ছ'শ টাকা দিতে এক সেকেণ্ড।

ম্যানেজার। ঐ শুনুন কথা। এই করে করে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছে।

প্রশান্ত। তাহলে আপনারা ভাল করে ভেবে দেখুন, ঠিক সাত দিনের মধ্যে টাকা দিতে পারবেন কিনা !

শিশির। সিওর। তবে মনে ভয় থাকলে আপনারা আরো সাতদিন টাইম দিতে পারেন। মাপ করবেন আমি সাতদিনের বেশী টাইম নিতে পারব না।

প্রশান্ত। বেশ পনেরো দিন টাইম আপনাদের দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে যে করে হোক টাকা শোধ করে দেবেন।

ম্যানেজার। প্রশান্তবাবু, আমি আপনার কথামত পনের দিন অপেক্ষা করব। তারপর আমি কোন কথা শুনব না। যতসব জোচ্চর এসে জুটেছে !

[ম্যানেজার প্লেট দু'টো নিয়ে চলে যায়]

প্রশান্ত। আপনাদের কেন যেতে দিলাম না জানেন ?

শিশির। কেন ?

প্রশান্ত ॥ আমার পনের টাকা চোট হয়ে যাবে বলে। টাকাটা কবে দিচ্ছেন?

বিনয় ॥ এখুনি দিতে পারতাম। তবে পনের টাকার পরিবর্তে পঞ্চাশ টাকা দিতে চাই। সেইজন্যে কিছুদিন দেরী হবে।

প্রশান্ত ॥ টাকা আপনারা জীবনেও শোধ করতে পারবেন না জানি সেইজন্যে ঋণ শোধ করবার জন্যে আমি একটা মতলব বার করেছি :

শিশির ॥ কি?

প্রশান্ত ॥ আমার পায়ে ক্র্যাম্প হয়েছে। ডাক্তার বলেছে পনের দিন ম্যাসেজ করতে হবে। এই কাজটা আপনারাই করে দিন।

বিনয় ॥ আপনি রেসপেক্টেবল লোক দিয়ে পা ম্যাসেজ করাতে চান?

প্রশান্ত ॥ কি করব বলুন? এছাড়া টাকা শোধ হবার কোন উপায় দেখছি না। আমি ঘরে আছি। দয়া করে আজ থেকেই কাজ শুরু করুন।

[প্রশান্ত চলে যায়]

বিনয় ॥ পা-ম্যাসেজের বাংলা অর্থ কি জানিস?

শিশির ॥ কি?

বিনয় ॥ পা-টেপা।

শিশির ॥ আমরা বাংলা অর্থে পা না-টিপে ইংলিশ অর্থেই পা টিপব।

বিনয় ॥ আশ্চর্য! একটা ন'শ টাকার চাকরীও জুটছে না।

শিশির ॥ আমি পাঁচশ' টাকার চাকরী পেলে করতাম।

বিনয় ॥ আমি পঞ্চাশ টাকাতেও রাজী।

শিশির ॥ আমি পঁচিশ।

['চুঁই'—করে আওয়াজ শোনা যায়]

বিনয় ॥ কিসের আওয়াজ?

শিশির ॥ সাইকেলের টায়ার পানচার হলো। আয়, আরেকবার কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখা যাক।